ছায়া পূর্বগামিনী -

সমরেশ মজুমদার

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩
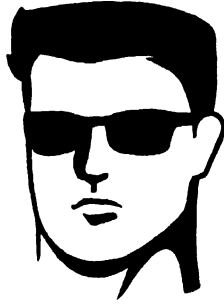
ভোরবেলায় সোজা এয়ারপোর্টে চলে এসে অতীশ দেখল দিল্লি ফ্লাইট খালি যাচ্ছে। টিকিট পেতে কোনও অসুবিধে হল না। পকেটে টিকিট না নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলে যে টেনসন হয় সেটা চলে যেতে ও দুটো খবরের কাগজ কিনে কফির স্টলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্লেন ছাড়তে তখনও কিছু দেরি রয়েছে।

গতকাল বিকেলেও তার দিল্লি যাওয়ার কথা ওঠেনি। ঠিক ছিল শোভনই আসবে কলকাতায়। প্রায় এক মাস ধরে আসছি আসছি করে শেষপর্যন্ত কাল রাত্রে শোভনলাল বলল, 'আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাগাদা যখন তোমার তুমিই এসো। মর্নিং ফ্লাইটে এলে এয়ারপোর্টে থাকব।' বাইশ লাখ যার পাওনা তার তাগাদা থাকবে না তো কার থাকবে?

'এক্সকিউজ মি!'

অতীশ সরে দাঁড়াল। লোকটা পাঁচ কাপ কফির অর্ডার দিয়ে ফিরে গেল একটু দূরে। কফির কাপ হাতে নিয়ে অতীশ দেখল লোকগুলো খুব গম্ভীর মুখে কিছু আলোচনা করছে। একজন বলছে, বাকিরা বেশ সমীহ করেই মাথা নাড়ছে। যে লোকটা কথা বলছে তার পরনে সালোয়ার কুর্তা, স্বাস্থ্য ভাল। লোকটাকে হঠাৎ চেনা-চেনা মনে হল অতীশের। কোথায় যেন দেখেছে। ঠিক এই চেহারায় নয়। এই সময় অর্ডার দিয়ে যাওয়া লোকটা কফির তাগাদা দিতে এল। কফি তৈরি। ওর একার পক্ষে পাঁচটা কাপ নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ইশারা করতেই ওই একজন ছাড়া বাকিরা এগিয়ে এল।

অতীশ বুঝল ওই লোকটাই দলের নেতা। কিন্তু লোকটাকে সে কোথাও দেখেছে।

কফি খেয়ে অতীশ শুনল তাদের সিকিউরিটি এনক্লোজারে যেতে বলা হচ্ছে। অতীশ পা চালালো। স্যুটকেসটা চালান করে দিয়ে ছোট খোপে ঢুকে হাত ওপরে তুলে দাঁড়ানোর সময় ওর প্রতিবারের মতো এবারও মনে হল ব্যাপারটা বেশ হাস্যকর। যে দ্রুততায় তার কোমর পকেট হাঁটুতে আলতো আঙুল বুলিয়ে বোর্ডিং কার্ডে ছাপ মেরে সিকিউরিটির লোক কাজ সারেন তাতে মতলববাজ লোক বিপদে পড়বে না। প্লেনে

গোলমাল যারা পাকাতে চায় তারা সচ্ছন্দে ফুলহাতা শার্টের আস্তিনের তলায় রিভলবার নিয়ে এখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

দিল্লি যাওয়ার যাত্রী আজ বেশি নেই। এইসময় সেই লোকটিকে আসতে দেখল অতীশ। সঙ্গীরা নেই। ব্রিফকেস হাতে নিয়ে ভারিক্কি চালে অতীশের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল লোকটা। 'এক্সকিউজ মি, আপনি কি কখনও দিল্লিতে থাকতেন?'

গলার স্বর স্মৃতির দরজা খুলে দিল, 'আরে যশোবন্ত! যশোবন্ত না?'

'জী হ্যাঁ। আরে ইয়ার, আমি তাহলে ঠিক ধরেছি।' হইহই করে তাকে জড়িয়ে ধরল যশোবন্ত। ওর চিৎকারে আশেপাশের লোকজন অবাক হয়ে তাকাল।

কথা হচ্ছিল হিন্দি ইংরেজি মিশিয়ে। অতীশ বলল, 'তুই বেশ মোটা হয়ে গিয়েছিস!'

যশোবন্ত বলল, 'আমি কি বাঙালির মত দুব্‌লা থাকব? স্কুলে থাকতে তোরা আমাকে বোকা বানাতিস, আমি তোদের চামচে ছিলাম, মনে আছে?'

দুই পুরনো বন্ধু, প্রায় বাইশ বছর পর দেখা হলে যেসব কথাবার্তা বলে তাই বলতে বলতে ওরা প্লেনে উঠল। বোর্ডিং কার্ডে সিট নাম্বার পাশাপাশি না হওয়া সত্ত্বেও যশোবন্ত পাশে বসল।

যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কি করছিস বল? চাকরি নিশ্চয়ই?'

'করতাম। এখন করি না। টিভি সিরিয়াল তৈরির ব্যবসা করছি।'

'আচ্ছা! শুনেছি অনেক পয়সা আছে ওই লাইনে!'

'খাটনি আর ঝামেলা কম নেই। তোর শোভনলালকে মনে আছে, আমাদের থেকে একটু সিনিয়ার ছিল। পুসা রোডে ওর বাবার দোকান ছিল জামাকাপড়ের। আরে যে ক্রিকেটে করোলবাগ স্কুলের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছিল!'

'ঠিক মনে পড়ছে না ইয়ার।'

'ও। সেই শোভনলাল আমার পার্টনার। ও দিল্লিতে থাকে। আমরা দুজনে সমান ক্যাপিটাল নিয়ে শুরু করেছি। সিরিয়াল দেখিস? গত মাসে আমাদের বাহান্ন এপিসোডের সিরিয়াল 'তসবির' শেষ হল।'

'প্রফিট?'

'হ্যাঁ। আমি কলকাতায় বসে ডিরেক্টার আর্টিস টেকনিশিয়ান সামলাই। বোম্বের দুজন অভিনেতা অভিনেত্রী আছে। লো বাজেট। দুই খরচ হয় পার এপিসোডে। পাই তিনের মতো। বাহান্ন লাখ থাকার কথা। কিন্তু—'

'কিন্তু?'

'দিল্লিতেও খরচ আছে। শোভনলালের সঙ্গে মাণ্ডি হাউসের ভাল সম্পর্ক, তবু টাকা খরচ হয়। স্পনসরদের হাতে রাখতেও খরচ করতে হয়।'

'তা তুই দিল্লি যাচ্ছিস ওই ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ। আমার পার্টনার একটু গোলমাল করছে হিসেব নিয়ে। ওর কথামতো বাইশ

লাখ পাওনা আমার। এখন বলছে হিসেবে গোলমাল ছিল, আরও কম হবে।'

'দু-নম্বরী লোক নাকি?'

'না না, হি ওয়াজ এ ডিসেন্ট পার্সন। এখন কি হল বুঝতে পারছি না। তুই এখন কি করছিস? কোথায় আছিস?' অতীশ জিজ্ঞাসা করল।

'সর্বত্র।' যশোবন্ত হাসল।

'বুঝলাম না!'

'হোটেল বিজনেস। নদীতে অনেক জল বয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। আমার মেইন বেস লুধিয়ানা। চণ্ডীগড় আম্বালাতেও হোটেল করেছি। সবই থ্রি স্টার। খেতিখামার আছে। তাই কোনও মতে দিন চলে যাচ্ছে! বিয়ে করেছিলাম, বউ মরে গেল।'

'তারপর?'

'এখনও করিনি। দু'তিনজনকে ভাল লাগছে, কাকে করব বুঝতে পারছি না।' যশোবন্ত এমন জোরে হেসে উঠল যে এয়ার হোস্টেস অবাক হয়ে তাকাল।

পথটা ভালই কাটল অতীশের। এয়ারপোর্টে নামার আগে যশোবন্ত বলল, 'দিল্লিতে কাজ শেষ করে সোজা আমার কাছে চলে আয়, হোটেল হলিডে বললে যে কেউ তোকে পৌঁছে দেবে। আমি এখন দিন পাঁচেক লুধিয়ানায় থাকব।'

অতীশ হেসে বলল, 'তাহলে তুই ভালই আছিস!'

'টেনসন ইয়ার, সমসময় টেনসন।'

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যশোবন্ত চলে গেল চারজন লোকের সঙ্গে। ওরা এখানে অপেক্ষা করছিল। অতীশের মনে পড়ল কলকাতাতেও চারটে লোক ওকে ছাড়তে এসেছিল। যশোবন্ত কি চারজন বডিগার্ড ছাড়া ঘোরাফেরা করে না?

অতীশ দেখল শোভনলাল দাঁড়িয়ে আছে। কাছে যেতেই বলল, 'ওয়েলকাম।'

অতীশ বলল, 'আমার ইচ্ছে, আজ বিকেলের ফ্লাইটেই ফিরে যাব।'

'বেশ তো।'

গাড়িতে উঠে শোভনলাল জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছ?'

'একথা উঠছে কেন?'

'কাল রাত্রে তোমার কথা বলার ধরন আমার ভাল লাগেনি। পার্টনারশিপ ব্যবসায় যদি সমঝোতা না থাকে, তাহলে...', শোভনলাল কথা শেষ করল না।

অতীশ বলল, 'আমাদের শেষ এপিসোড টেলিকাস্ট হয়ে গিয়েছে অনেককাল। আমি তোমাকে পইপই করে বলেছি অ্যাকাউন্টস রেডি করে আমার শেয়ার দিয়ে দাও। কিন্তু তোমার অ্যাকাউন্টস তৈরিই হচ্ছে না। তুমি আমার ব্যাপারটা ভাবো!'

'কি ভাবব? তুমি তো ধরেই নিয়েছ আমি টাকা মারছি?'

'আমি কখনও একথা বলিনি শোভনলাল।' অতীশের মেজাজ গরম হয়ে গেল।

'সব কথা তো লোকে বলে না—বোঝায়।'

'তুমি কি আজ অ্যাকাউন্টস দেখাতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে এখন এ নিয়ে কথা বলে লাভ নেই।'

আজই কলকাতায় ফেরার ইচ্ছে নিয়ে দিল্লি আসেনি অতীশ। কিন্তু এয়ারপোর্টে শোভনলালকে দেখামাত্র মনে হয়েছিল ওর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে কথাটা বললে ভাল হয়। শোভনলাল অবশ্য জিজ্ঞাসা করতে পারত একদিনের জন্য যখন দিল্লিতে আসা, তখন সুটকেস নিয়ে আসতে গেল কেন সে? প্রশ্নটা করেনি বলে স্বস্তি হল।

শোভনলালের গাড়ি ক্যাপিটাল হোটেলে পৌঁছে গেল। অতীশ জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে?'

'দিল্লিতে এলে আমি এখানেই উঠি। মাণ্ডি হাউস, কনট প্লেস কাছাকাছি।' ব্রিফকেস নিয়ে গাড়ি থেকে নামল শোভনলাল।

রিসেপশন থেকে চাবি নিয়ে শোভনলাল লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। হোটেলটিতে সে বহুবার এসেছে তা বোঝাই যাচ্ছে চলনে। নিশ্চয়ই সেই বিলগুলোর অঙ্ক অ্যাকাউন্টসে ঢোকানো আছে। কাজের জন্য কেউ যদি কয়েকদিন দিল্লিতে এসে একটু আরামে থাকতে চায়, তাহলে আপত্তি করার কিছু নেই। ব্যাপারটা শিখেছিল বেশ কয়েক বছর আগে। ব্যবসার জন্য নতুন জায়গায় গিয়ে কষ্টেসৃষ্টে খুব গরীব জায়গায় থেকে পয়সা বাঁচিয়ে যদি কোনও কাজ বাগাতে চাও, তাহলে অবশ্যই সেই ব্যবসায় লাভ হবে অতি সামান্য। সামান্যতেই যারা সন্তুষ্ট তারা ওইভাবেই জীবন কাটিয়ে যায়। কিন্তু তুমি যদি চুনোপুঁটির বদলে রুইকাতলা ধরতে চাও, তাহলে কমপক্ষে থ্রি স্টারে থাকতে হবে, পার্টি দিতে হবে, খরচের হাতের আঙুল মুঠো করবে না। তোমার চারপাশে তারাই স্বচ্ছন্দ বোধ করবে যাদের হাতে বিশাল ব্যবসা দেবার ক্ষমতা আছে। অতএব শোভনলালের এই হোটেলে ওঠা নিয়ে তার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। লিফটে চেপে ওরা আটতলায় উঠে এল।

আটশো দশ নম্বর ঘরের চাবি খুলে ভেতরে ঢুকে শোভনলাল বলল, 'এই হোটেলে এলে আমি এই ঘরেই থাকি। আর কপাল এমন, ঘরটা খালি থাকে।' এসি মেশিন চালু করে শোভনলাল বলল, 'যাও, একটু ফ্রেশ হয়ে নাও।'

ঘরটা বড়। ওপাশে খাট আর এপাশে টেবিলের দুপাশে গদিমোড়া চারটে চেয়ার। তার একটাতে বসে পড়ল অতীশ, 'দরকার হবে না।'

'চা না কফি? বিয়ার খেতে চাইলে বলে দিচ্ছি।' রিসিভার তুলল শোভনলাল।

'ওসব পরে হবে। আগে এসো কাজের কথা শেষ করি।'

'আরে! তুমি দেখছি ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এসেছ! তোমার বিকেলের ফ্লাইটের তো অনেক দেরি আছে।' এক পট চা দুজনের জন্য পাঠিয়ে দিতে বলল শোভনলাল, সঙ্গে চিকেন স্যাণ্ডউইচ। ব্রিফকেসটাকে টেবিলের ওপর রেখে উল্টোদিকের চেয়ারে বসল সে,

'বুঝলে অতীশ, সিরিয়াল বিজনেস দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে!'

'কেন?'

'তুমি তো প্রোডাকশন করে খালাস, মার্কেটিং তো করছ না। এখন স্পনসররা টিপে টিপে মাল ছাড়ছে। আগে নেটওয়ার্কের প্রাইম টাইমে শ্লট পেলে পাঁচ লাখ পেতে অসুবিধে হত না, এখন দুই দিতে চাইছে না কেউ। বলে, মেট্রো চ্যানেলে শ্লট নিন।'

'মেট্রো! সেটা তো অনেক কম লোকের কাছে যায়!'

'ঠিক। কিন্তু ওরা বলে ফার্স্ট চ্যানেল গ্রামেগঞ্জে পাহাড়ে ভারতবর্ষ জুড়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু স্যানিটারি ন্যাপকিন, গাড়ি অথবা মোটরবাইক কেনার সামর্থ্য তাদের কজনের আছে? একটা পাহাড়ি গাঁয়ের মানুষ বিউটি কেয়ার নিয়ে মাথা ঘামাবে না। এসব ফেলে দোকানে যাবে শহরের মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তরা। বিজ্ঞাপনটা তারা দেখলেই কাজ হবে। গ্রামের গরীব কৃষক হাজারবার বিজ্ঞাপন দেখলেও কোম্পানির কোনও লাভ হচ্ছে না, ঠিক কথা। আবার মেট্রো চ্যানেলে আড়াই-এর বেশি কেউ দেবে না। তার ওপর আছে স্পনসারদের ডিমান্ড। বোম্বের ওই সিরিয়ালের অমুককে নিন, প্রতিটি দৃশ্যে যেন একজন অল ইণ্ডিয়া চেনা মুখ থাকে। আমাদের এই সিরিয়ালটা যেহেতু কলকাতায় তৈরি, তাই প্রথম দিকে সাবস্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্টিং পুওর—এসব বলা হচ্ছিল। কপালজোরে বাহান্নটা টেলিকাস্ট করাতে পেরেছি।' শোভনলাল বলল।

'তাহলে রোজ গাদা গাদা সিরিয়াল তৈরি হচ্ছে কেন?'

'বেশি হচ্ছে বলে দাম কমছে, দাম কম পেলে স্ট্যান্ডার্ড নামছে। আমি জেরবার হয়ে গিয়েছি ভাই। এর চেয়ে কিছু না করে বাড়িতে বসে থাকা ঢের ভাল।'

চা এল। বেয়ারা সেগুলো পরিবেশন করে দিয়ে গেল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অতীশ জিজ্ঞাসা করল, 'শেয়ার অফ প্রফিট কত হয়েছে?'

'চার করে, দুজনের আট লাখ।' শোভনলাল জবাব দিল।

হাত কেঁপে উঠে প্লেটে চা চলকে পড়ল অতীশের। নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারিছিল না সে, 'কি বললে? আট লাখ—দুজনের?'

'অ্যাকাউন্টস দ্যাখো।' চায়ে চুমুক দিল শোভনলাল। 'তার মধ্যে লাস্ট এপিসোডের টাকা এখনও স্পনসরার দেয়নি—এখনও আউটস্ট্যান্ডিং আছে। কিন্তু পাওয়া যাবে।'

চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল অতীশ, 'তুমি কি বলতে চাইছ? বাহান্নটা এপিসোডে আমরা মাত্র আট লাখ প্রফিট করেছি? এক কোটি ছাপ্পান্ন আমরা পেয়েছি, এক কোটি চারের মতো খরচ হয়েছে প্রডাকশনে—বাহান্ন লাখের মধ্যে ধরে নিচ্ছি—।'

হাত তুলে বাধা দিল শোভনলাল, 'ধরে নেওয়ার কিছু নেই। কাগজে কলমে সব লেখা আছে, দেখে নাও।' ব্রিফকেসটা খুলল সে। একটা ফাইল বের করল সেটা থেকে। কেসটা খোলাই রইল। অতীশ দেখল টুকটাক কিছু জিনিসের পাশে কুচকুচে কালো ছোট রিভলবার শুয়ে আছে। শোভনলালের লাইসেন্স আছে। ব্রিফকেসে রিভলবার

রাখা ওর অনেকদিনের অভ্যাস। কিন্তু এখন ওটা খুলে রেখে সে ইচ্ছে করেই কি তাকে দেখাচ্ছে? মেজাজটা আরও গরম হয়ে গেল অতীশের। হাত বাড়িয়ে ফাইলটা নিল।

টাইপ করা ইংরেজি হরফগুলো ক্রমশ আবছা হয়ে যাচ্ছিল অতীশের চোখের সামনে। বাহান্ন লক্ষ টাকার মধ্যে আউটস্ট্যান্ডিং বাদ দিয়ে যে পরিমাণ ঘুষ এবং পার্টি আপ্যায়নে খরচ দেখানো হয়েছে তা একটি শিশুও বিশ্বাস করবে না। শোভনলালের দিল্লি যাওয়া-আসা, হোটেলে থাকার খরচের অঙ্কটাও বিপুল।

অতীশ ফাইলটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিল, 'এসব কি হচ্ছে?'

হাসল শোভনলাল, 'বুঝলাম না!'

'এসব বানানো, মিথ্যে! তুমি—তুমি আমাকে ঠকাচ্ছ!'

'কিরকম?'

'বাহান্ন এপিসোডের জন্য তুমি পঁচিশ লাখ ঘুষ দিয়েছ?'

'তুমি প্রমাণ কর, দিইনি!'

'আশ্চর্য! তুমি কি আমাকে নির্বোধ ভাবো?'

'দ্যাখো অতীশ, কলকাতায় বসে প্রোডাকশন করছ। প্রতিটি এপিসোডের জন্য আমি তোমাকে দু লাখ পাঠিয়েছি। দুজন বোম্বের আর্টিস্ট ছাড়া সবই কলকাতার। তারা কত টাকা নেয় সবাই জানে। আর প্রোডাকশন যেরকম ম্যাড়মেড়ে, তা চালাতে আমি বহুৎ প্রবলেমে পড়েছিলাম। এইরকম মাল বানাতে যে দু লাখ খরচ হয় না, তা একজন প্রোডাকশন বয়ও বলে দিতে পারে। কই, আমি কিন্তু তোমাকে বলিনি যে তুমি আমাকে ঠকাচ্ছ! বলেছি?' আবার হাসল শোভনলাল।

'তা—তার মানে? আমি প্রোডাকশন থেকে টাকা সরিয়েছি?' হতভম্ব হয়ে গেল অতীশ। নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'কলকাতায় একটা বাংলা সিরিয়ালের এপিসোড ষাট -পঁয়ষট্টিতে হয়ে যায়। হিন্দির জন্যে তোমার খরচ হতে পারে এক সওয়া—আর খরচ করার তো জায়গাই নেই। তবু আমি কিছু বলিনি, বলেছি?'

'শোভনলাল! আমি কখনও চুরি করতে শিখিনি। আমাদের সিরিয়ালের শুটিং হয়েছে কখনও দীঘায়, কখনও দার্জিলিঙে। আউটডোরে যে খরচ হয়েছে তার ডিটেলস আমি তোমাকে পাঠিয়েছি। বোম্বের দুজন স্টার পার এপিসোড তিরিশ করে নিয়েছে, তুমি জানো? তুমি—তুমি টাকাটা মেরে দিতে চাইছ বলে আমাকে চোর বানাচ্ছ?'

'ভদ্রভাবে কথা বল অতীশ!'

'ছাড়! কি ভদ্রতা দেখতে চাও তুমি? আমার টাকা মেরে দিয়ে আমাকে ভদ্রতা শেখাচ্ছ! নো, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না—আমার শেয়ার দাও।'

'শেয়ার!' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল শোভনলাল। 'আমি খেটেখুটে দরজায় দরজায় ঘুরে বিক্রি করলাম, আর ইনি গাছেরও খাবেন আর তলারও খাবেন!'

'মুখ সামলে কথা বল শোভনলাল।' চিৎকার করে উঠল অতীশ।

'অ্যাই শালা, চুপ! একদম গলা তুলবে না। এটা দিল্লি, তোমার কলকাতা নয়। এরপর একপয়সাও দেওয়া উচিত নয় তোমাকে। যা দিতে চেয়েছি তা নিয়ে চুপচাপ কেটে পড়, ব্যস।' হায়েনার মতো মুখ হয়ে গেল শোভনলালের।

'তুমি আর টাকা দেবে না?'

'না। ও কে?'

হঠাৎ খুব অসহায় মনে হল নিজেকে। সে ঝগড়া করতে পারে কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। কোর্টে গেলে অনন্তকাল মামলা চলবে, ফয়সালা হবে না। এখান থেকে খালি হাতে ফিরে গেলে! শেষ এপিসোডের দু লাখ টাকা এখনও দেয়নি শোভনলাল। ওটা ন্যায্য পাওনা। পাওনাদাররা কলকাতায় বসে আছে। লোকটা তার পার্টনার, অথচ ঘুণাক্ষরেও বোঝেনি শেষপর্যন্ত এইরকম ব্যবহার করবে। আর শোভনলাল যে মজা পাচ্ছে তা ওর ঠোঁটের ভঙ্গি দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এখন তার আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। যারা টাকা পায় তারা কেউ বিশ্বাস করবে না যে সে প্রতারিত হয়েছে। পৃথিবীটা এখন হঠাৎ কালো হয়ে গেল। হঠাৎ খোলা ব্রিফকেসে পড়ে থাকা রিভলবারটার ওপর নজর গেল অতীশের। শোভনলাল কি ওর মধ্যে গুলি ভরে রেখেছে? সে হিসহিসে গলায় বলল, 'আর একবার বল শোভনলাল!'

'কি বলব? আমি কি তোমার মতো ব্যাঙাচি নাকি? আর এক পয়সাও পাবে না। শোভনলালকে যে চোখ রাঙায় তাকে শেষ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরে যেতে হয়!'

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র চট করে রিভলবারটা তুলে নিল অতীশ। শোভনলাল কিছু বলার সুযোগ পেল না, ট্রিগার টিপল সে। শব্দ হল। অতীশ দেখল শোভনলালের ঠোঁট কেঁপে উঠল। শরীরটা একটু টলেই, কাৎ হয়ে পড়ে গেল চেয়ারের এক পাশে।

রক্ত বের হচ্ছে শোভনলালের বুক থেকে। প্রচণ্ড নাড়া খেল অতীশ। এ কি করল সে? শোভনলালকে সে দুম করে মেরে ফেলল! শোভনলাল কি এখনও বেঁচে আছে? সিনেমায় দেখা খুন হয়ে যাওয়া মানুষের মুখের সঙ্গে এখন ওর কোনও পার্থক্য নেই। আমি—আমি খুন করলাম? হঠাৎ একটা কান্না শরীর কাঁপিয়ে গলায় আছড়ে পড়তে চাইল। কোনক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে সেটাকে সামলালো সে। এখন কি হবে? নিশ্চয়ই পুলিশ আসবে!

না—পালাতে হবে। রিভলবারটাকে পকেটে পুরে সুটকেস তুলে নিল অতীশ। তারপরেই ফাইল এবং শোভনলালের ব্রিফকেস নজরে এল। ফাইলে তাদের বিজনেসের অ্যাকাউন্টস রয়েছে, ব্রিফকেসে আর কি আছে তার জানা নেই। সে ব্রিফকেসও তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল।

গুলির শব্দে এর মধ্যে হোটেলের লোকজনের ছুটে আসার কথা, কিন্তু কেউ এখনও আসছে না কেন? যতই শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘর হোক, গুলির শব্দ বাইরে থেকে কেউ-না-কেউ শুনেছে। অতীশ সুটকেস নামিয়ে দরজা খুলল। করিডোর ফাঁকা। সে সুটকেস তুলে নিয়ে বাইরে এসে পা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

এক হাতে সুটকেস অন্য হাতে ব্রিফকেস নিয়ে করিডোর পেরিয়ে দ্রুত লিফটের সামনে চলে আসতেই লিফটের খাঁচা খুলে গেল। এক ভদ্রলোক পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতেই অতীশ লিফটে উঠে নিচে নামার বোতাম টিপল এবং তখনই সে বুঝতে পারল তার ঘাম হচ্ছে। লিফটের দরজা খুলতেই সে লম্বা পা ফেলতে লাগল।

একটু বাদেই অতীশ দিল্লির ফুটপাতে দু হাতে দুটো বোঝা নিয়ে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র হুঁশ ছিল না তার, কেবলই মনে হচ্ছিল ওই হোটেলের চৌহদ্দি থেকে যতটা দূরে সম্ভব তাকে চলে যেতে হবে। একটা সময় চোখ ঝাপসা হয়ে যেতে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাম গড়াচ্ছে কপাল থেকে, চোখে তারই ছোঁয়া। সুটকেসে ও দুটো জিনিস নামিয়ে রুমাল বের করে মুখ মুছতেই তার মনে প্রচণ্ড শীত ঢুকে গেল। এইমাত্র সে একটা খুন করে এসেছে। শোভনলাল বেঁচে নেই—আর খুনের শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। অতীশ চিৎকার করে একটা অটোরিকশাকে থামিয়ে তাতে উঠে পড়ল। ড্রাইভারকে বলল, 'কনট প্লেস।'

তার গেঞ্জি এবং শার্ট ভিজে গেছে। রুমালটাও এখন সপসপে। অটো চলতেই মুখে বাতাস লাগায় প্রচুর আরাম হল। অটোর তিনদিক ঢাকা বলে কিরকম নিরাপদ-নিরাপদ মনে হচ্ছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় নামবেন?'

নেমে পড়ল সে। ভাড়া মিটিয়ে দিতেই অটো চলে গেল। যাওয়ার আগে যেন তার দিকে অদ্ভুত ভঙ্গীতে তাকাল। কেন তাকাল? সে তো স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই বসে ছিল!

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অতীশের মাথা কাজ করছিল না। এতক্ষণে নিশ্চয়ই হোটেল থেকে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়ে গেছে। পুলিশ এসেই জানতে পারবে সে শোভনলালের সঙ্গে ঘরে ঢুকেছিল এবং রিসেপশনের সামনে দিয়ে একা বেরিয়ে গেছে। ব্যস, আর দেখতে হবে না। আর কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে খোঁজার জন্য দিল্লির পুলিশবাহিনী বেরিয়ে পড়বে।

এই শহরে সে বাল্যকালে ছিল। বাবা বদলি হয়ে যাওয়ায় তাকেও কলকাতা চলে যেতে হয়েছিল। এখন কোনও মুখ মনে পড়ছে না। অথচ হোটেলে উঠতে তার সাহস হচ্ছিল না। পুলিশ নিশ্চয়ই হোটেলে হোটেলে তার খোঁজ করবে। এখন এই ভরদুপুরে সে কোথায় যাবে? সঙ্গে সুটকেস এবং ব্রিফকেস নিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?

আর তখনই যশোবন্তের কথা মাথায় এল। আজ হঠাৎই এয়ারপোর্টে দেখা হয়েছে যার সঙ্গে তার কাছে কি যাওয়া যায়? অতীশের মন বলল, যায়। দমদমে চারজন লোক যাকে পৌঁছুতে আসে, দিল্লিতে চারজন লোক যাকে রিসিভ করে—সে নিচুতলার মানুষ হতেই পারে না। বরং যশোবন্তের কাছে গেলে একটা-না-একটা সাহায্য পেতে পারে সে।

যশোবন্ত থাকে লুধিয়ানায়। সেখানে কি করে যাওয়া যায়? ট্রেন কখন কে জানে? আর ট্রেন ধরতে স্টেশনে যেতে হবে! এতক্ষণে পুলিশ কি স্টেশন বা এয়ারপোর্টে তার খোঁজে চলে যায়নি? অতীশের খেয়াল হল, দিল্লি থেকে বাসে বহু জায়গায় যাওয়ার সুবিধে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আর একটা অটো ডেকে উঠে পড়ল। ওঠার সময় বুঝতে পারল তার দু পায়ে একটুও শক্তি অবশিষ্ট নেই, এতক্ষণ কিভাবে দাঁড়িয়েছিল কে জানে!

ভেজা ভেজা রুমালটাকে মুখে চেপে বসেছিল অতীশ। হু-হু করে অটো ছুটে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে কোন রাস্তা দিয়ে সে ব্যাপারে কোনও হুঁশ ছিল না তার। নিজেকে ভীষণ দুর্বল বলে মনে হচ্ছিল। হাত পা ঝিমঝিম করছে—মাথা ঘুরছে—চোখের সামনে শোভনলালের হেলে পড়া শরীরটা বারংবার ভেসে উঠছে। যে শোভনলাল তার সঙ্গে অত্যন্ত দাম্ভিক হয়ে কথা বলছিল, একটা ছোট্ট গুলি শরীরে ঢোকামাত্র সে কিরকম হয়ে গেল! ওই দম্ভ, ওই শরীরটার মালিকানা এক মুহূর্তেই হারিয়ে ফেলল। কিন্তু শোভনলালকে সে খুন করতে চায়নি। তার যাই হোক, একটা মানুষকে কেন সে খুন করবে, কিন্তু কি করে যে হয়ে গেল ব্যাপারটা—!

'সাব, এসে গেছি!' অটোর ড্রাইভার গম্ভীর গলায় বলল।

হুঁশ এল অতীশের। এবং তখনই সে দিল্লির স্টেশনটা দেখতে পেল। এখানে কেন? সে তো বাস টার্মিনাসে যেতে চেয়েছিল? সে বিরক্ত হল, 'তুমি এখানে নিয়ে এলে কেন? আমি তোমাকে বাস টার্মিনাসে যেতে বলেছিলাম!'

'না স্যার, আপনি স্টেশনের কথা বলেছিলেন।' লোকটা প্রতিবাদ করল।

আশ্চর্য! সে নিজে স্টেশনে যেতে চাইছে না যে কারণে সেটা ভুলে গিয়ে স্টেশনের কথা বলবে কেন? আবার না বললে অটোওয়ালা তাকে এখানে খামোকা নিয়ে আসবে কেন? নিজের কাছেই ধাঁধা লেগে গেল তার।

সে বলল, 'ঠিক আছে।'

ভাড়া মিটিয়ে মাল নিয়ে নামতেই কুলি ছুটে এল। অতীশ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'লুধিয়ানার ট্রেন কখন পাওয়া যাবে?'

'আভি এক ট্রেন ছুট গিয়া সাব, ফির মিলেগা রাত আট বাজে।'

রাত আটটা! এখনও প্রায় সাত ঘণ্টা বাকি। এতক্ষণ এখানে থাকলে পুলিশ তাকে ঠিক ধরে ফেলবে। কিন্তু বাস টার্মিনাসেও যদি পুলিশ তার জন্যে অপেক্ষা করে? স্টেশনের চৌহদ্দি তো বাস টার্মিনাসের চেয়ে বড়! ওখানে গিয়ে যদি শোনে চার ঘণ্টার মধ্যে বাস নেই, তাহলে? কুলির হাতে সুটকেস দেওয়ার কোনও দরকার ছিল না, তবু দু হাতে দুটো নিয়ে হাঁটার অস্বস্তি এড়াতে সেটা দিয়ে দিল অতীশ।

এসি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটল সে। বেশি লোকজনের মধ্যে বসতে হবে না, তাকে চিনে ফেলতে পারবে না কেউ। কুলি জিজ্ঞাসা করল, 'সাব, ট্রেন কো বহুৎ দের হ্যায়। আপ কাঁহা ঠারেগা, ওয়েটিং রুম?'

মাথা নাড়ল অতীশ। টিকিট দেখিয়ে ওয়েটিং রুমে ঢুকে কুলিকে ছেড়ে দিল অতীশ। ওয়েটিং রুমে দুটো পরিবার আছে। গম্ভীর গম্ভীর মুখ। কেউ কথা বলছে না। একজন পুলিশ অফিসার দরজা দিয়ে ঢুকলেই তাকে চিনতে পারবে। একটু একটু করে অস্বস্তি বাড়তে লাগল। শেষপর্যন্ত বোঝা দুটো নিয়ে বেরিয়ে এল সে। কুলির সঙ্গে এদিকে আসার সময় দেখেছে, স্টেশনের এক জায়গায় প্রচুর লোক মালপত্র নিয়ে বসে গুলতানি করছে। বেশ ভিড় সেখানে। আলাদা করে কাউকে নজরে পড়েনি।

অতীশ সেখানে চলে এল। লোকগুলো মালপত্র নিয়ে মেঝের ওপর বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কোনও বেঞ্চি খালি নেই। তাদের ফাঁক গলে ও একটা দেওয়ালের ধারে এসে সুটকেস রেখে তার ওপর বসে পড়ল ব্রিফকেস পাশে নিয়ে। এখন কি চট করে তাকে চিনতে পারবে পুলিশ!

এই সময় পাশে বসা এক দেহাতি বুড়ো তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'সাব, আপনার শরীর কি খারাপ? এত ঘামছেন কেন?'

অতীশ রুমাল বের করে ঘাম মুছল। সে বুঝতে পারছিল তার রক্তচাপ কমে গেছে খুব। চোখ বন্ধ করে মাথা নেড়ে লোকটার কথার জবার দিল সে।

'তাহলে আরাম করে বসুন।' লোকটা একটা চাদর পেতে দিল সুটকেসের পাশে।

বিনা বাক্যব্যয়ে সেই চাদরের ওপর বসে পড়ল সে। সুটকেসটাকে পেছনে রেখে হেলান দিতেই পকেটে টান পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ড বেয়ে হিমস্রোত নামল। রিভলবার তখন যে পকেটে রেখেছিল তা মন থেকে উড়ে গিয়েছিল একেবারে। এখন বসতে অসুবিধে হচ্ছে, কিন্তু কিছু করার নেই। সবার সামনে পকেট থেকে ওই জিনিসটা বের করা যাবে না।

শোভনলাল রিভলবারে কটা গুলি ভরেছিল? একটা গুলি নিশ্চয়ই নয়, তাহলে ওর মধ্যে আরও গুলি রয়েছে। ট্রিগারে চাপ পড়লে বেরিয়ে আসতে পারে? শিরশির করল শরীর। কিন্তু ট্রিগারে চাপ পড়বে কি করে? ওকে ঘিরে তো ধাতব দেওয়াল রয়েছে। চাপ তো সেটাই আটকাবে। কিন্তু এখন যদি পুলিশ তাকে ধরে? রিভলবার পেয়ে গেলে প্রমাণ করতে অসুবিধে হবে না সে-ই খুনি! শোভনলালের শরীর থেকে গুলি বের করলে সেটা আরও সহজ হয়ে যাবে। নতুন করে ঘাম বের হল।

'লিজিয়ে। এটা দিয়ে মুখ মুছে নিন। আরাম হবে।'

অতীশ দেখল লোকটা একটা ভেজা গামছা তার দিকে এগিয়ে ধরেছে। সেটা নিয়ে মুখে চেপে ধরতে শরীর গুলিয়ে উঠল। কী বোঁটকা গন্ধ! অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসবে! কিন্তু ঠাণ্ডা গামছার স্পর্শ পেয়ে চামড়া আরামও পেল। নিশ্বাস বন্ধ করে ঘাড়ে বুকে গলায় ভেজা গামছা বুলিয়ে সেটা ফেরত দিয়ে অতীশ বলল, 'থ্যাঙ্কু।' কথাটা বলেই তার খেয়াল হল, এই শিক্ষিত ভদ্রতা ওই মানুষটার সঙ্গে করা অন্যায় হয়েছে। হয়তো শব্দটার অর্থ ওর কাছে পরিষ্কার নয়, অথবা ধন্যবাদ পাওয়ার জন্যে ও কিছু করেনি। অতীশ হাসার চেষ্টা করল।

তার শরীর এত খারাপ কখনও হয়নি। সে প্রাণপণে শক্ত হতে চাইছিল। দূরে সুবেশ মানুষজন হেঁটে যাচ্ছে। সে বসে আছে যাদের মধ্যে তাদের কেউ ভদ্রলোক বলে না, অথচ তার পরনে দামী জামাকাপড়—জুতোটার দামই দেড় হাজার। একটু ভাল করে দেখলে লোকে বুঝতে পারবে এদের সঙ্গে সে বেমানান। পুলিশ তো আগেই বুঝবে। কিন্তু তার কিছু করার নেই। তার একটুও ক্ষমতা নেই এখান থেকে ওঠার। শোভনলালের শরীরটা গুলিবিদ্ধ হওয়ামাত্র কিভাবে ঝুলে গেল! খুন হলে মানুষের ওই অবস্থা হয়? অবশ্য হিন্দি ছবি, ইংরেজি ছবি, ফেস্টিভ্যালে দেখা জাপানি অথবা আফ্রিকান ছবিতেও গুলিতে যেসব চরিত্র মরে তাদের অনেকে ওই একই ভঙ্গী করেছে।

অতএব মনে করতেই হবে, ওই এক জায়গায় চলচ্চিত্রনির্মাতারা অত্যন্ত জীবননিষ্ঠ।

হঠাৎ অতীশের মনে হল সে যদি চুপচাপ এয়ারপোর্টে চলে যায়? সেখানে গিয়ে কলকাতার প্লেন ধরে সন্ধ্যার মুখে বাড়ি? বনানীকে বলবে ডাক্তারবাবুকে ফোন করে বলতে তার শরীর সকাল থেকে খুব খারাপ হয়েছে, কেবলই ঘাম হচ্ছে, সারাদিন বিছানা থেকে নামেনি। তিনি যেন একটু দেখে যান। বনানীকে একটু বোঝাতে হবে, বনানী সবাইকে বলবে সে সারাদিন শরীরের কারণে বাড়ির বাইরে যায়নি। বনানী নিশ্চয়ই একটু ঝামেলা করবে—মিথ্যে কথা বলতে ওর বেশ অসুবিধে হয়, তবে স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে বাঙালি মেয়েরা তো সব কিছু করতে পারে। বনানীই বা পারবে না কেন? সে অসুস্থ ছিল, বাড়ি থেকে বের হয়নি, ডাক্তার দেখে গেছে—অতএব দিল্লিতে আসার প্রশ্ন ওঠে না, এইরকম একটা অজুহাত খাড়া করতে পারলে পুলিশ বিভ্রান্ত হবে। সে যে দিল্লিতে এসেছিল তা পুলিশ কি করে প্রমাণ করবে?

এই অবধি ভেবে মনে বল পেল অতীশ। সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা যেন সামান্য ভাল হয়ে গেল। তা হলে এখন এখান থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরতে হয় প্লেনের জন্য! এখন ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ছাড়াও আরও কয়েকটা প্রাইভেট এয়ারলাইন্স দিল্লি কলকাতায় প্লেন চালায়। টিকিট পেতে অসুবিধে হবে না।

তারপরেই থমকে গেল সে। পুলিশ যদি এয়ারপোর্টে তার জন্য অপেক্ষা করে? হোটেলের রিসেপশনে সই করার সময় রিসেপশনিস্ট শোভনলালকে জিজ্ঞাসা করেছিল, স্যার মর্নিং ফ্লাইটে এলেন? শোভনলাল ঘাড় নেড়েছিল। সেই কথা ওই রিসেপশনিস্ট পুলিশকে বললে পুলিশ এয়ারপোর্টে নজর রাখবেই। আচ্ছা যে গাড়ি নিয়ে শোভনলাল স্টেশনে এসেছিল সেটা কার? নিশ্চয়ই শোভনলালের নয়! ও নিশ্চয়ই ভাড়া করেছিল সারাদিনের জন্য। সে ব্যাটা হোটেলের পার্কিন স্পটে অপেক্ষা করছে, কারণ গাড়ি থেকে নেমে হোটেলে ঢোকার সময় ড্রাইভারকে কোনও পেমেন্ট শোভনলাল করেনি। ওই লোকটাকে নিশ্চয়ই পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং জানবে শোভনলাল তাকে স্টেশন থেকে তুলে হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল। তাহলে কি দাঁড়াল? পুলিশ তার খোঁজে স্টেশনে আসবে, না এয়ারপোর্টে যাবে? কয়েক সেকেণ্ড ভাবার পর মনে হল স্টেশনেই আসবে।

তাহলে এয়ারপোর্টে যাওয়া হয়তো যায়। অতীশ ওঠার চেষ্টা করল। পাশে বসা দেহাতি লোকটা বলে উঠল, 'আরে না না। এখন উঠবেন না—আপনার ট্রেন কখন?'

'রাত্রে।'

'অনেক দেরি আছে। এখন একটু আরাম করুন।'

আরাম! কিছু বলতে যাচ্ছিল অতীশ, কিন্তু ধীরে ধীরে সে বসে পড়ল। বসে চোখ বন্ধ করল। বেশ কিছুটা দূরে দুজন কনস্টেবল চারপাশে নজর বোলাতে বোলাতে আসছে। কি হবে এখন? ওরা যদি তাকে ধরে, তাহলে কালকেই কলকাতার সব কাগজে খবরটা বের হবে—দিল্লির হোটেলে পার্টনারকে খুনের জন্যে বাঙালি গ্রেফতার! হয়তো ছবিও থাকবে। বনানী বা খুশী সেই খবর দেখে কি করবে? ভাবতেই শিউরে উঠল অতীশ। সে চোখ খুলল না। নিজেকে সেই হরিণের মত মনে হচ্ছিল যে বিপদে পড়ে ঝোপের মধ্যে মুখ গুঁজে ভাবে নিরাপদ!

'সাব! সাব্!' ডাকটা কানে যেতেই হুড়মুড়িয়ে উঠে বসল অতীশ। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? চট করে ব্রিফকেস আর স্যুটকেসটাকে দেখে নিয়ে লোকটির দিকে তাকাল। লোকটির হাতে একটা বাটি। সেটা এগিয়ে ধরে বলল, 'আপনার একটু খেয়ে নেওয়া উচিত। পেটে কিছু গেলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে।'

অতীশের খেয়াল হল। সকালে প্লেনে যা খেয়েছিল, তারপর আর কিছুই পেটে যায়নি। এখন কোনওরকম খিদে-বোধই নেই। শরীরে শুধুই অবসন্ন ভাব। দেহাতি মানুষটা আবার অনুরোধ করল। নিরাসক্ত ভঙ্গীতে বাটিটা নিল সে। কি এটা? থকথকে বস্তুটি যে ছাতু তা বুঝতে একটু সময় লাগল। আজকাল বাড়িতে কেউ ছাতু খাওয়ার কথা ভাবতে পারে না। ছেলেবেলায় মা মাঝেমাঝে ছাতু মাখতো। ছাতু নিয়ে করা মায়ের সেইসব এক্সপেরিমেন্ট বেশ আগ্রহ তৈরি করত। এখন কলকাতার ফ্ল্যাটে প্রচুর দামী খাবার ঢুকলেও ছাতু ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। এখন বাটি হাতে অতীশের মনে হল, খেলে মন্দ হয় না। কিন্তু লোকটা তাকে চামচ দেয়নি—হাতে যত রাজ্যের ময়লা, সে একটা আঙুল গামছায় মুছে নিয়ে তাই দিয়ে ছাতু তুলে মুখে দিল। নোনতা নোনতা স্বাদ। এমন কিছু আহামরি নয়। জীবনে দ্বিতীয়বার ঠিক এই জিনিস পেলে সে খাবে না। কিন্তু এখন মন্দ লাগছে না। একটু একটু করে অনেকখানি খেয়ে ফেলল সে। বাটি নামিয়ে রাখতে লোকটা অবশিষ্ট অংশ দেখে বলল, 'ঠিক হ্যায়, যতটুকু ভাল লেগেছে ততটুকু খাওয়া উচিত। এই নিন জল।'

এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে সে কি কখনও জল খেয়েছে? তবু সেটা গলা দিয়ে নামামাত্র চমৎকার তৃপ্তি হল। ছোট্ট ঢেঁকুর উঠল। এবার লোকটি বলল, 'ঠিক আছে, আবার শুয়ে পড়ুন।' দেহাতি লোকটিকে এখন ঈশ্বরের মত মনে হচ্ছে। খালি পেটে খাবার পড়ায় শরীর আরাম চাইছে। অতীশ স্যুটকেসে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল। আচ্ছা, এই লোকটা আগবাড়িয়ে তাকে এমন যত্ন করছে কেন? মতলব কি ওর? গ্রামের মানুষ সরল হয়, একথা তো এখন গপ্পো হয়ে গেছে। তাহলে? লোকটা যদি শোনে সে আজ

একটা মানুষ খুন করেছে এবং এখনও পকেটে রিভলবার রয়েছে, তাহলে ওর কি প্রতিক্রিয়া হবে? মনে মনে হাসল। এবং তখনই চোখের পাতায় চলে এল শোভনলাল। গুলিটা বুকে বেঁধা মাত্র ওর মুখ কি রকম হয়ে গেল! একপাশে ঢলে পড়ার সময় নিশ্চয়ই ওর প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। উঃ!

'সাব্! সাব্!'

ডাক শুনে চোখ খুলল সে। লোকটি এবার ব্যস্ত, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

'কলকাতা।'

'আচ্ছা। কটার সময় ট্রেন?'

'রাত্রে।'

'এখন তো সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। আমার ট্রেন এই এল বলে। আমাকে যেতে হবে যে!'

'ও।'

'আপনার শরীর খারাপ, একা একা কলকাতায় যেতে পারবেন?'

'কি করব?'

'আপনি আমার সঙ্গে চলুন। গ্রামে কিছুদিন থাকলে শরীর ভাল হয়ে যাবে, তখন কলকাতায় চলে যাবেন। আমাদের গ্রামের জল শহরের দুধের থেকেও ভাল।'

'না, ঠিক আছে।'

'তাহলে আমি চলি সাব!'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ।' অতীশ হাত নাড়ল।

লোকটা কি বুঝল সে-ই জানে। পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে সঙ্গীদের ধরার জন্যে দৌড় শুরু করল। অতীশ দেখল চত্বরটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। আর সেই শূন্য চত্বরে সে একা বসে আছে। ফলে যারা ওই দিক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তারা অবাক হয়ে তাকে দেখছে। এতক্ষণ জনতার আড়ালে থাকায় কারও নজর তার দিকে পড়েনি।

অতীশ উঠল। মাথাটা একটু টলে গেলেও মনে হল শরীরের দুর্বলতা কমেছে। সে স্যুটকেস আর ব্রিফকেস নিয়ে একটু হেঁটে একটা থামের পাশে দাঁড়াল। চারপাশে আলো জ্বলছে। ঘড়ি দেখল—সাড়ে সাতটা। আর আধঘণ্টা পরে তার ট্রেন। এতটা সময় কিভাবে কেটে গেল সে টের পায়নি। হঠাৎ সে দেখতে পেল একজন পুলিশ অফিসার প্রায় মার্চ করার ভঙ্গীতে এগিয়ে আসছে। অতীশের হৃৎপিণ্ড লাফাতে লাগল। হয়ে গেল! তার আর কিছু করার নেই! না, সে ধরা দেবে না। কিছুতেই নয়। জেলে পচে মরার বা ফাঁসিতে ঝোলার চেয়ে নিজেই নিজের ব্যবস্থা করবে। স্যুটকেস নামিয়ে রেখে সে চট করে পকেটে হাত ঢোকাল। রিভলবারটার স্পর্শ পাওয়া মাত্র মনের জোর বেড়ে গেল। অফিসার তাকে গ্রেফতার করতে এলেই সে নিজের মাথায় গুলি চালাবে! সে লোকটাকে লক্ষ্য করল। মার্চ করার ভঙ্গীতে তার সামনে দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল পুলিশ অফিসার। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরের রক্তস্রোত বিপরীতে বইতে লাগল।
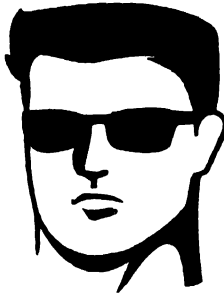
এ সি ফার্স্টক্লাসের দরজায় কন্ডাক্টর গার্ডকে টিকিট দেখাতে ভদ্রলোক তাকে ক্যুপটা দেখিয়ে দিলেন। অতীশ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই থমকে গেল। এমন দৃশ্য দেখবে সে কল্পনা করেনি। প্রচণ্ড মোটা একটি লোক বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে এক সুন্দরীকে চুমু খাচ্ছে। তাকে দেখেও মেয়েটা একটু লজ্জা পেল না। সে উল্টোদিকের বেঞ্চিতে স্যুটকেস রেখে ধপ করে বসে পড়তেই লোকটা কুৎকুতে চোখে তার দিকে তাকাল। মেদে ফোলা মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া ধরা পড়ল না। কিন্তু হাত শিথিল হওয়ায় মেয়েটি খানিকটা সরে গিয়ে একটু ভদ্রভাবে বসল। লোকটি সাদা পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরে আছে। গলায় সোনার চেন। হাতে দু-দুটো হীরের আংটি। মেয়েটির পরনে লাল গেঞ্জি আর প্যান্ট।

লোকটি কথা বলল হিন্দিতে, 'নমস্কার। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'লুধিয়ানা।' বলা মাত্র মনে হল কেন বললাম? আর একটা লোক সাক্ষী থেকে গেল।

'আরে, আমরাও তো লুধিয়ানা যাচ্ছি। ইনি আমার ওয়াইফ, সুধা। আর আমার নাম কিষেনলাল। আপনার নাম?' লোকটি পকেট থেকে পানপরাগ বের করে মুখে ঢালল।

'অতীশ।' মুখফসকে বেরিয়ে গেল। নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল এইসময়।

এইসময় ট্রেন চালু হল। কিষেনলাল বলল, 'আমি শালা বুকিং ক্লার্ককে বললাম দুজনের জন্যে ক্যুপ চাই। যা মাল লাগে দিচ্ছি। দেখুন, আপনাকে ঢুকিয়ে দিল! ওই চার নম্বরে লোক না এলে বাঁচি। আমি একটু মালউল খাই, অনেক প্যাসেঞ্জার সেটা পছন্দ করে না। আপনার আপত্তি নেই তো?'

'না, না। আপনি খেতে পারেন।' অতীশ চোখ বন্ধ করল। শীততাপনিয়ন্ত্রিত কামরায় বসে এখন আরাম লাগছে তার। সে চোখ খুলল।

'সুধা, মাই ডার্লিং! সার্ভ করো।'

লোকটি হুকুম করতেই মেয়েটি তিড়িং করে উঠে স্প্রীং-এর মত চলে গেল একটা বাস্কেটের সামনে। সেখান থেকে ব্ল্যাক লেভেল হুইস্কির বোতল বের করল, সঙ্গে জলের বোতল এবং দুটো গ্লাস।

কিষেনলাল বলল, 'আরে করছটা কি? তিনজন লোক—আর দুটো গ্লাস? আর

একটা বের কর! কাজুর প্যাকেটগুলো চাই।'

অতীশ মাথা নাড়ল, 'আপনারা খান।'

'কেন? আপনি খান না? আরে মশাই, চেহারা দেখলে আমি বলে দিতে পারি কে খায় কে খায় না! অন্তত একটা কি দুটো খান, দেখবেন নার্ভ ঠিক হয়ে যাবে।'

নার্ভ ঠিক হয়ে যাবে? এই লোকটা জানল কি করে তার নার্ভ বেঠিক? মুখ দেখে বোঝা যায় নাকি কে খুনী কে নয়?

অতীশ দেখল মেয়েটা তার সামনে চলে এসে গ্লাস বাড়িয়ে দিয়েছে। চোখাচোখি হতেই মেয়েটা হাসি ঠোঁট থেকে তুলে নিয়ে সেটায় মোচড় দিল। ওর পেছনে বসে থাকায় কিষেনলাল দৃশ্যটা দেখতে পেল না।

এখন কারও সঙ্গে বিরোধ গেলেই সে তাকে মনে রাখবে। অতীশ গ্লাস নিল। ট্রেন ছুটে চলেছে হু-হু করে। কিষেনলাল 'চিয়ার্স' বলে চেঁচাতেই সে মুখ তুলল। মেয়েটি গ্লাস হাতে বসে আছে কিষনলালের শরীর ঘেঁষে। তার কাঁধে কিষেনলালের হাত। সে দেখল লোকটা একবারে গ্লাসের অর্ধেকটা খালি করে সামনে রাখল। একটা কাজু মুখে পুরে বলল, 'এটা খান। ভাল লাগবে।'

অতীশ চুমুক দিল। স্কচের স্বাদ আজ উপভোগ করতে পারল না সে।

কিষেনলাল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি করেন? চাকরি?'

'না, ব্যবসা।'

'গুড! মনে হয় আপনি বাঙালি?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ! বাঙালিরা শুনেছি চাকরি করাটাই পছন্দ করে।—কিসের ব্যবসা?'

'চায়ের বাগান আছে।' বেমালুম মিথ্যে বলতে পারল অতীশ।

'চায়ের মার্কেট তো এই ক'বছর বেশ ভাল।' দ্বিতীয়বারে গ্লাস শেষ করে মেয়েটার হাতে তুলে দিল কিষেনলাল। মেয়েটা আবার সেটা ভরে দিচ্ছিল, কিষেনলাল বলল, 'আমার ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের ব্যবসা। আমার বাড়িতে দেখবেন সব বিদেশি মাল। শুধু জামাকাপড় আর বউ আমি বিদেশের পছন্দ করি না। আমাদের দিশি জিনিস ওদুটোর ক্ষেত্রে টপ অফ দি ওয়ার্ল্ড!' গ্লাস নিতে নিতে সুধার গালে টুক করে একটা চুমু খেয়ে নিল লোকটা।

মেয়েটির গ্লাস যখন শেষ তখনও অতীশের অর্ধেক হয়নি। কিষেনলালের তিন নম্বর চলছে। কিষেনলাল জিজ্ঞাসা করল, 'লুধিয়ানায় কদিন থাকবেন?'

'দেখি। ঠিক নেই।'

'আরে আপনি আরাম করে বসুন না! সারারাত যেতে হবে! ওখানে আমার দু-দুটো বাড়ি আছে, কিন্তু আমি হোটেলে উঠি।'

'হোটেলে?'

'হ্যাঁ। দুই বাড়িতে দুই বউ বাচ্চাদের নিয়ে থাকে। মেয়েদের নিশ্চয়ই জানেন, কেউ

কাউকে সহ্য করতে পারে না। ছয় দিন থাকি—তিন রাত বড় বউ-এর সঙ্গে, তিন রাত ছোট বউ-এর কাছে। দিনভর সুধার সঙ্গে হোটেলে।'

'সবাই মেনে নিয়েছে?'

'নেবে না মানে? যাবে কোথায়? মাল্লুর গন্ধে সব অবশ হয়ে আছে। চিল্লাবে যে তার শক্তি কোথায়? এই যে আমি মাসে একবার যাই সেটাই ওদের ভাগ্য!'

ছয় নম্বর গ্লাস পেটে চালান করেও কথা বলছিল লোকটা। এখন ওর গলার স্বর জড়িয়ে এসেছে। অতীশকে তাগাদা দিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি খাওয়ার জন্যে। আশ্বাস দিয়েছে মদের জন্যে চিন্তা না করতে, প্রচুর স্টক সঙ্গে আছে।

অতীশ বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় গ্লাস নিয়েছে। কিন্তু মদ খেতে একটুও ভাল লাগছে না তার। আর যত সময় যাচ্ছে লোকটার চক্ষুলজ্জা তত কমতে শুরু করছে। মেয়েটা যদি ওর তিন নম্বর বউও হয়, আর একজনের সামনে ওইসব কাণ্ড কি করে করছে!

অতীশ উঠল। এইসময় রেলের লোক এসে দরজায় নক্ করল। শব্দ শুনেই মেয়েটা প্রায় জোর করে সরে এল। অতীশ দরজা খুলতেই তিনটে বেডরোল দিয়ে গেল লোকটা। রাতের খাবার দিতে হবে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই পেছন থেকে কিষেনলালকে বলতে শুনল, 'নেহি চাহিয়ে। আমাদের খাবার সঙ্গে আছে।' লোকটা চলে গেল।

স্যুটকেসটা সিটের নিচে চালান করে দিয়ে ব্রিফকেসটা নিয়ে অতীশ বাইরে বের হল। প্যাসেজ ফাঁকা। টয়লেটে ঢুকে প্রথমে মুখে জল দিল সে। তারপর শরীর হালকা করে ব্রিফকেসটার দিকে তাকাল। এটাকে এখন হাতছাড়া করা দরকার। তার আগে দেখা যাক কি আছে ভেতরে! নিশ্চয়ই যে টাকা তাকে শোভনলাল দেবে বলেছিল তা এর মধ্যে রয়েছে। ব্রিফকেস খুলে বেসিনের ওপর রেখে ভেতরটা দেখল অতীশ। এ্যাকাউন্টসের কাগজপত্র, ব্যাঙ্কের পাশবই, সেভিং কিটস—একটা ডায়েরির পাশে একটা প্যাকেট পড়ে রয়েছে। প্যাকেটটা খুলে টাকা দেখতে পেল। দশ হাজার টাকার চারটে বান্ডিল। এখনো ব্যাঙ্কের সিল খোলা হয়নি। তাহলে সে যদি শোভনলালের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যেত, তাহলে টাকাটা কিভাবে দিত? অত টাকা নিশ্চয়ই ও পকেটে রাখেনি। অতীশের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। যাক গে, এখন এই প্রমাণগুলো সরানো দরকার। সে এ্যাকাউন্টসের কাগজগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে টয়লেটের গর্তে ফেলে দিল। সেভিং কিটসটাকেও। ডায়েরি ছিঁড়তে গিয়ে মনে হল ওটা পড়া দরকার। ভেতরে কি লেখা আছে তা জানা উচিত। হয়তো ওর মতলবের ব্যাপারটা জানা যাবে। এটা এখন থাকে। এবার রিভলবার। গর্তটায় ফেলে দিলে রেললাইনে পড়ে থাকবে। না, এটা ফেলবে না সে। চরম বিপদের সামনে পড়লে এই হয়তো তাকে বাঁচিয়ে দেবে। কিন্তু ব্রিফকেসটাকে কি করে ফেলবে? ওই গর্ত দিয়ে এটা গলবে না। টাকার প্যাকেট বাঁ পকেটে কোনমতে ঢুকিয়ে ডায়েরি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে। কেউ নেই কোথাও। চেকার কোনদিকে রয়েছে কে জানে? সে পেছন দিকে তাকাল। দুটো কামরার মাঝখানের প্যাসেজের দরজা খোলা। প্যাসেজের দুপাশে যে ত্রিপলের আড়াল তার

অনেকটাই ছেঁড়া বলে হু-হু করে বাতাস ঢুকছে।

অতীশ ধীরে প্যাসেজের কাছে গিয়ে এপাশ-ওপাশ দেখেই ত্রিপলের ফাঁক দিয়ে ব্রিফকেস গলিয়ে আঙুল সরিয়ে নিল। একটা বিকট শব্দ হল মাত্র, তারপর যেমন চাকার আওয়াজ হচ্ছিল তাই হতে লাগল।

দুলতে দুলতে করিডোর দিয়ে ফিরছিল সে, এবার চেকারকে দেখতে পেল।

'আপনার কোন বুথ যেন্?'

হাত তুলে দেখিয়ে দিল সে।

'টিকিটটা?'

বুকপকেট থেকে টিকিট বের করে এগিয়ে দিতেই চার্টে টিক মেরে টিকিটে দাগ বুলিয়ে ফেরত দিয়ে চেকার বলল, 'অসুবিধে হচ্ছে না তো? আপনার কো-প্যাসেঞ্জার তো প্রায় আউট হয়ে গেছে।'

সামান্য হেসে কুপের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে। ঢুকেই শুনল, 'ওয়ান মোর পেগ ডার্লিং! আমার আর এক পেগ চাই!'

'খাও না—পুরো বোতল খেয়ে নাও!'

'দশ বছর আগে হলে দেখতে খেয়ে নিয়েছি। আমার প্রথম দুই বউ দেখেছে।' লোকটার হাতে ধরা গ্লাস শূন্যে দুলছিল।

মেয়েটি সেটা আবার ভরে দিল। অতীশ দেখল এবার গ্লাসের প্রায় অর্ধেকটা হুইস্কি ঢেলে জল মিশিয়ে দিল মেয়েটা। পাতিয়ালা বলে একটা মাপ আছে হুইস্কির। এ তো ডাবল পাতিয়ালা। লোকটা চুমুক দিল, 'সাবাস! হোয়ার ইজ ইওর গ্লাস ডার্লিং? পিও ড্রিঙ্ক, বহুৎ মজা আয়েগা!'

মেয়েটি তার গ্লাস ভরে অতীশের রেখে যাওয়া গ্লাসে হাত দিল। অতীশ নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। আমার আর চাই না।'

মেয়েটা কথা বলল না। ঠোঁট মুচড়ে হেসে যা করছিল তা করে গ্লাসটা এগিয়ে দিল। প্রায় বাধ্য হয়ে সেটা নিল অতীশ। কিষেনলাল অনেকটা গলায় ঢালল, 'জিন্দেগী এক বহুৎ লম্বি সফর হ্যায়। তো আজ রাতের জন্যে ছোট করে নাও।'

আর এক ঢোঁক দিল লোকটা, 'ডার্লিং, সুধা মাই ডার্লিং—একটা গান শোনাও, প্লিজ!'

'ও নোঃ!' মেয়েটা বাড়ানো হাত থেকে সরে বসল।

'কাম অন ডার্লিং!' এখন কিষেনলালের কথা বুঝতে কষ্ট করতে হচ্ছে।

সুধা চোখ বন্ধ করল। গ্লাসটা তুলে গালের ওপর চাপল। তারপর নিচু গলায় গুনগুন করে উঠল, 'আই হ্যাভ সিন ইউ, সাম ডে সাম হোয়ার, আই ডোন্ট নো!'

মেয়েটার গলায় সুর আছে তো! অর্ধেক গ্লাস খেয়ে নিচু হয়ে স্যুটকেস খুলে টাকার বান্ডিল আর ডায়েরিটাকে ঢুকিয়ে দিল অতীশ। রিভলবারটাকে—, না, ওটা বের করতে গেলে মেয়েটার নজরে পড়ে যাবে। থাক পকেটে। স্যুটকেস বন্ধ করে সিটে বসে

গ্লাস তুলতেই দেখল কিষেনলাল জানলার ওপর কাৎ হয়ে পড়ে আছে। ওর এখন চৈতন্যরহিত। আর ওই ভঙ্গীটা দেখেই সে শিউরে উঠল। ঢলে পড়ার মুখে শোভনলালের চেহারা ওইরকম হয়েছিল। সে চোখ বন্ধ করল।

এতক্ষণে চণ্ডীগড়ের পুলিশ শোভনলালের বউ-ছেলেকে আততায়ীর বর্ণনা দিয়েছে। আর বাবা জানিয়েছে যে, শোভনলাল তার সঙ্গে দেখা করতেই দিল্লি গিয়েছিল। ওই বর্ণনার সঙ্গে তার মিল স্পষ্ট। রিসেপশনিস্ট নিশ্চয়ই চেহারার বর্ণনা দিতে পারবে। এখন দিল্লির চারপাশে, হোটেলে হোটেলে তল্লাশি চলেছে। কলকাতাতেও পৌঁছে যাবে পুলিশ। দিল্লি স্টেশনের সব কুলিকে প্রশ্ন করলে সেই কুলিটা নিশ্চয়ই বর্ণনা শুনে তাকে চিনতে পারবে। আর সে যে লুধিয়ানায় যাচ্ছে তা জানতে পেরে পুলিশ পরের স্টেশনে ট্রেন থামলে উঠে আসবে এখানে। ওঃ, কি দরকার ছিল কুলিটাকে লুধিয়ানায় যাবে বলার?

'এক্সকিউজ মি!'

সুধার গলা শুনে তাকাল অতীশ।

'আমাকে একটু সাহায্য করবেন? এই বিশাল লাসকে শোওয়ানো আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। একটু যদি ধরেন!' হাসল সুধা।

লাস শব্দটা কানে খট করে লাগল। স্বামীর শরীরকে কেউ লাস বলে? সে উঠল। হুইস্কি একটা কাজ করেছে, তার পড়ে যাওয়া রক্তচাপ আবার টেনে তুলেছে। ফলে শরীরে শক্তি ফিরেছে। কোনও মতে দুজনে মিলে কিষেনলালকে শুইয়ে দিল ওরা। সুধা দু'হাত দিয়ে ঠেলে কিষেনলালকে দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'বাপ্‌স!'

'উনি ডিনার করবেন না?'

'ডিনার! এখন যদি কেউ ওকে রেপ করে যায়, ও টের পাবে না। এই লোকটার সব ভাল কিন্তু ভিখিরীর মত মদ খায়। যতক্ষণ না লাস হচ্ছে, খেয়ে যায়। ঘণ্টা চারেক পর একটু একটু করে সেন্স ফিরতে শুরু করবে। ডিসগাস্টিং!'

'উনি আপনার স্বামী?'

'ঘটনাচক্রে।' সুধা ব্যাগ খুলে সিগারেটের প্যাকেট বের করল, 'আপনার চলবে?'

'না, ধন্যবাদ।'

'ও জেগে থাকলে আমি স্মোক করতে পারি না। মেয়েদের সিগারেট খাওয়া ও পছন্দ করে না। বেশি বেশি!' সিগারেট ধরিয়ে বড় টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সুধা।

'আপনি তাহলে ওঁকে বিয়ে করলেন কেন?'

'টাকার জন্যে। আপনার আপত্তি আছে?'

'না না। বিয়ে আপনি করেছেন, আমি আপত্তি করব কেন?'

'ডিনার করবেন না?'

'না। আচ্ছা আমি শুয়ে পড়লাম।' বলামাত্র ট্রেন হুইসল বাজিয়ে গতি কমাতে

লাগল। অতীশ দেখল একটা স্টেশন আসছে। বন্ধ কাঁচের আড়াল সত্ত্বেও আলো দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল, 'আমি একটু আসছি।'

কুপে থেকে বেরিয়ে সে সোজা টয়লেটে চলে এল। ট্রেনটা ধীরে ধীরে থেমে গেল। বাইরে যাত্রীদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। কামরার বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কেউ। পুলিশ? পুলিশ এসে কুপেগুলো খুঁজে দেখবে। ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত সে এখান থেকে বের হবে না। অবশ্য পুলিশ টয়লেটেও আসতে পারে। সেক্ষেত্রে সুযোগ পেলে প্লাটফর্মে নেমে দাঁড়ানোই ভাল। অতীশ কি করবে বুঝতে পারছিল না। ট্রেন যখন চলতে শুরু করল তখন তার হুঁশ হল। টয়লেটের দরজা খুলে সে সাবধানে চারপাশে তাকাল। না, পুলিশ নেই। সামনের কুপেতে নতুন যাত্রী উঠেছে। চেকার তাদের সঙ্গে কথা বলছে।

নিজের কুপের দরজা ঠেলতে অতীশ আবিষ্কার করল ওটা ভেতর থেকে বন্ধ। বন্ধ কেন? স্যুটকেসে চাবি দেওয়া নেই, মেয়েটা যদি—। না, তার মন অকারণে ছোট হয়ে যাচ্ছে। সে দরজায় নক করল। ভেতর থেকে সুধার গলা ভেসে এল, 'কে?'

'আমি। দরজা খুলুন।'

'এক সেকেণ্ড প্লিজ!'

প্রায় মিনিটখানেক দাঁড়াতে হল। দরজা খুলে গেলে কোনমতে চোখ ফেরাল অতীশ। মেয়েটা সত্যি সুন্দরী। এর মধ্যে পোশাক পাল্টে রাতের পোশাক পরে নিয়েছে। স্লিভলেস নাইটি হাঁটুর নিচে নামেনি। নাইটির টকটকে লাল রঙের সঙ্গে ওর ফর্সা নগ্ন হাতের চামড়া চমৎকার সমঝোতা তৈরি করেছে।

অতীশ একটাও কথা না বলে জুতে খুলে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনল সে। তারপরই প্রশ্ন, 'আপনি এতক্ষণ টয়লেটে ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে খুঁজতে ওদিকে গিয়ে দেখতে পেলাম না তাই।'

'কেন?'

'ওই—আমি চেঞ্জ করব, তাই।'

'ও।'

'আপনার গ্লাস কিন্তু এখনও শেষ হয়নি!'

'আর ভাল লাগছে না। আমি একটুও ডিস্টার্বড আছি।' দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে বলল অতীশ।

'সেটা যখন ঢুকলেন তখনই বোঝা যাচ্ছিল।'

অতীশ কথা বলল না। মনে মনে বলল, তখন তোমরা যে কাণ্ড করছিলে তাতে অন্য কিছু দেখার মত মন ছিল?

'আলো জেলে রাখলে অসুবিধে হবে?'

'না, ঠিক আছে।'

'আসলে, জানেন, আমার না খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে!'

'আপনি তো কয়েক পেগ খেয়েছেন, ঘুম পাচ্ছে না?'

'নাঃ।'

'আই অ্যাম সরি সুধা। আমি খুব ডিস্টার্বড।'

'কি ব্যাপারে? আমাকে খুলে বলুন না? আমি হয়তো কিছু সাজেস্ট করতে পারি। আপনি নিশ্চয়ই ওর মত মেয়েদের তাচ্ছিল্য করেন না!'

'আসলে এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'হৃদয়ের ব্যাপার?'

'না, জীবনের। গুড নাইট।'

মিনিট কয়েক চুপচাপ। হঠাৎ সুধা ইংরেজিতে গান ধরল, 'জীবন, জীবন মানে কি; কয়েকটা দিন বেঁচে থাকা/জীবন মানে কি, শরীরটাকে সুখে রাখা/জীবন মানে কি, সুখের জন্যে তাকে ডাকা/সে মানে কে, আমি জানি না, জানি না।' খুব নিচু গলায় গাইছিল সে। মেয়েটার গলা ভাল, মনে মনে বলল অতীশ।

'আপনাকে আমার ভাল লাগছে অতীশ।'

অতীশ? ওর নাম সুধা মনে রেখেছে?

'আসলে পুরুষমানুষ চোরের মত লোভী হয়। আপনি লোভী কিনা জানি না, তবে চোর নন—এই জন্যে ভাল লাগছে। আচ্ছা গুড নাইট, অতীশ।' তারপরেই আলোটা নিভে গেল। মেয়েটা সম্ভবত ওপরের বাঙ্কে চলে গেল।

ট্রেন ছুটছে ইচ্ছেমতন, থামছে হঠাৎ হঠাৎ। অথচ এই ট্রেনে তার যাওয়ার কথা ছিল না। কি দ্রুত সব পাল্টে গেল! বনানীর সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা বলা দরকার। কেউ কিছু বলার আগে ওকে ঘটনাটা জানানো দরকার। বনানী নিশ্চয়ই তার কথা বিশ্বাস করবে। সে খুনী নয়। কোনও মানুষকে সে খুন করতে পারে না। আজ হোটেলে শোভনলাল পরিস্থিতি এমন করে তুলেছিল যে সে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। মাথা ঠিক রাখতে না পারা তার অন্যায়, সে মানছে। কিন্তু—।

আর কিন্তু! সে যতই বলুক, পুলিশের কাছে, শোভনলালের ছেলে-বউয়ের কাছে সে খুনী। কিন্তু পুলিশ প্রমাণ করবে কি করে? এয়ারপোর্ট থেকে যে গাড়িতে সে শোভনলালের সঙ্গে হোটেলে গিয়েছিল তার ড্রাইভার নিশ্চয়ই পরিচয় জানে না। হোটেলের রিসেপশনে যা করার শোভনলাল করেছে, সে কথা বলেনি। অতএব ওরাও তার নাম পুলিশকে বলতে পারবে না। হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাকে কেউ প্রশ্ন করেনি। তাহলে? না, কোনও চান্স নেই ধরা পড়ার। হ্যাঁ, শোভনলালের বউ ছেলে তাকে সন্দেহ করতে পারে। সন্দেহ মানেই সেটা সত্যি নয়। তার জন্যে প্রমাণের দরকার হয়।

একটু স্বস্তি এল। ঘুম আসছে না কেন? তিন পেগ মদ খেয়েছে সে, এখন তো চমৎকার ঘুমানো উচিত। হোটেলে সে কোনও প্রমাণ রাখেনি, অতীশ চিন্তা করতে লাগল। অ্যাকাউন্টসের কাগজপত্র, মায় শোভনলালের ব্রিফকেস সে নিয়ে এসেছে।

প্রমাণ কি থাকবে? তারপরেই শরীরটা শক্ত হয়ে গেল। ঘর থেকে বের হবার সময় সে ল্যাচ কী'র নবে হাত রেখে সেটাকে ঘুরিয়েছিল। বেরিয়ে অবশ্য জুতোর ধাক্কায় দরজা বন্ধ করেছে কিন্তু ওই নবে তার হাতের ছাপ নিশ্চয়ই লেগে গেছে। বুদ্ধিমান পুলিশ অফিসার অবশ্যই সেই হাতের ছাপ নেবে।

ক্রমশ বুকে চাপ অনুভব করছিল অতীশ। ট্রেনটা ধীরে ধীরে গতি কমাতে শুরু করেছে। তার মানে আর একটা স্টেশন আসছে। না, কোনও ঝুঁকি নেওয়া চলবে না। সে চট করে উঠে দাঁড়াল। তারপর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

ট্রেন থামামাত্র সে টয়লেটের কাছে চলে এসে দেখল চেকার কামরার দরজা খুলে নিচে নামছে। সে উঁকি মেরে দেখল, সামনে কেউ নেই। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়ানোর সাহস তার হল না, সে টয়লেটে ঢুকে গেল।

ট্রেন যখন আবার চলতে শুরু করল সে বেরিয়ে এল টয়লেট থেকে। ধীরে ধীরে কুপেতে ঢুকে দরজা বন্ধ করল অতীশ। না, এভাবে তার ঘুম আসবে না। আর না ঘুমালে সে নির্ঘাৎ মরে যাবে। এত টেনশন আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না সে।

রিডিং ল্যাম্পটা জ্বালল অতীশ। তারপর কিষেনলালের বোতল থেকে বেশ খানিকটা হুইস্কি গ্লাসে ঢেলে সামান্য জল মেশালো। নিচে কিষেনলাল অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ওপরে ওর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। লোকটার ক্যালি আছে—তিন-তিনটে বউকে ম্যানেজ করে চলেছে! হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিল অতীশ, তারপরই সুধার সিগারেটের প্যাকেট এবং দেশলাই নজরে এল।

একটুও দ্বিধা না করে সে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে আগুন ধরাল। সিগারেটে অভ্যস্ত না হওয়ায় একটু কাশি এল। কিন্তু সামলে নিল সে। অন্ধকার কুপেতে বসে সে গ্লাসটা শেষ করল। দরজার নবে হাত দেবার আগে কেন সে একটুও ভাবল না? আফসোস হচ্ছিল এখন।

দ্বিতীয় গ্লাসে মদ ঢালতে গিয়ে দেখল বোতলে হুইস্কি নেই। যাচ্ছলে! ঠিক তখনই ওপর থেকে নিচে নেমে এল সুধা, 'নতুন বোতল ভাঙবো?'

'এ্যাঁ! না, দরকার নেই।'

'দরকার না থাকলে আপনি কেন গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে চাইছিলেন?'

'না, মানে—আসলে—।'

'লজ্জা করার কোনও কারণ নেই।'

'না, সত্যি দরকার নেই।'

'আচ্ছা ট্রেন স্টেশনে থামলেই টয়লেটে যাচ্ছেন কেন বলুন তো?'

'আমি?'

'হ্যাঁ, আপনি। দেখে তো মনে হচ্ছে শরীর খারাপ! ভয়-ভয় পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে!'

'ভয়? ভয় কেন পাবো? আচ্ছা গুডনাইট।' সিগারেট নিভিয়ে ফেলল অতীশ।

তারপর দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ল। সে টের পেল, সুধা আবার তার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। স্বস্তি হল তার।

অতীশের এক মামার ক্যানসার হয়েছিল। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। ডাক্তার প্রথমদিকে সাধারণ ঘুমের ওষুধ দিতেন। ঘুমিয়ে থাকলে যন্ত্রণা টের পাবেন না তিনি। কিন্তু ক্রমশ তার ডোজ বাড়াতে হল। যে ট্যাবলেট খেলে সাধারণ মানুষ মড়ার মত ঘুমাবে, তা ওঁর শরীরে কোনও প্রতিক্রিয়া তৈরি করছিল না। শেষদিকে বেশ কয়েকটা ভারি ইনজেকশনও কাজ করেনি। মামা যন্ত্রণায় ককিয়ে গিয়েছেন—মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন ভাব আসতো বটে কিন্তু সেটা যন্ত্রণার দমকে কেটে যেত খানিকবাদেই। আজ রাত্রে মামার কথা মনে পড়ল অতীশের। এতটা মদ, সারাদিনের পরিশ্রম এবং টেনশনজনিত ক্লান্তি—তার দু'চোখে একফোঁটা ঘুম আসছে না! মাঝেমধ্যে যখনই ট্রেন থামছে সে কাঁটা হয়ে পড়ে থাকছে। দু'দুবার ট্রেন থামামাত্র টয়লেটে যাওয়ায় সুধা তাকে সন্দেহ করছে। একটি সুন্দরী মেয়ে, যার স্বামী প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে, ট্রেনের কুপেতে মধ্যরাতে একা পেয়েও সে নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে আছে, এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। বিশেষ করে মেয়েটি যখন তাকে ভাব জমাতে ইঙ্গিত দিয়েছে কয়েকবার। ব্যাপারটা বনানী কি বিশ্বাস করবে? মদ খাওয়ার দোহাই দিয়ে একটা কিছু তো হয়ে যেতে পারত! অথচ এখন মনের যে অবস্থা, সেইসব কিছুর কথা ভাবতেই পারে না অতীশ।

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রামত এসেছিল। হঠাৎ চিৎকার কানে যেতেই চমকে উঠে বসল সে। প্রথমে দৃশ্যটা ধরতে পারেনি, চোখ ধাতস্থ হলে বুঝল কিষেনলাল দাঁড়িয়ে আছে খালিগায়ে। পরনে পাজামা। তার শরীরের সব মেদ যেন বুক পেট থেকে চারপাশে ঝুলে পড়েছে। দৃশ্যটি বীভৎস। পাঞ্জাবি চাইছে সে যা সুধা দিতে দেরি করায় ওই হুঙ্কার। পাঞ্জাবি পাওয়ার পর লোকটা হাত তুলল। সেই পাঞ্জাবি সুধাকেই পরিয়ে দিতে হল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নেশা দূরে হয়ে গেছে ওর, এখন দেখলে কে বলবে একটু আগে পাহাড়ের মত ঘুমাচ্ছিল!

পাঞ্জাবি পরে কিষেনলাল দরজা খুলে পাশ ফিরে বেরিয়ে গেল। সম্ভবত টয়লেটে যাচ্ছে। অতীশ শুনল সুধা বলছে, 'একদিন ঠিক খুন করব আমি! মদে বিষ মিশিয়ে দেব!'

অতীশ হেসে ফেলল। কাল দুপুরের পর এই প্রথম সে হাসতে পারল।

'আপনি হাসছেন? আমি কি পাচ্ছি বলুন? কি পাচ্ছি? আমাকে তো এখন মা করতে পারবে না হাতিটা, সে ক্ষমতাও শেষ হয়ে গিয়েছে।'

'টাকা পাচ্ছেন। তখন তো বললেন টাকার জন্যে বিয়ে করেছেন!'

জ্বলন্ত চোখে তাকাল সুধা। অতীশ বেরিয়ে এল বাইরে। ভোরের ঘুমন্ত ট্রেনে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজ। কাউকে খুন করার পর কি অবস্থা হয় সুধা জানে না, জানলে ওই কথা মুখেও উচ্চারণ করত না।

লুধিয়ানা আসছে। কুপেতে ফিরে এসে দেখল কিষেণলাল সাজুগুজু করে বসে আছে। সুধা বেরিয়ে গেল তার হাতব্যাগ এবং তোয়ালে নিয়ে। কিষেনলাল হাসল, 'বলুন ভাই, কাল কিরকম ঘুম হয়েছিল? আমি তো মাল খেলে আর কিছু টের পাই না!'

'হ্যাঁ, দেখলাম।'

'আমার এই বউটাকে কেমন লাগল?'

'কেমন লাগল মানে?'

'মানে কথাবার্তা, ব্যবহার?'

'বেশ ভদ্র।'

'আরে মশাই, ট্রেনিং দিতে হয়েছে। বনের বাঘিনীকে ট্রেনিং দিয়ে নেড়ি কুত্তি বানানো তো কম হিম্মতের কথা নয়! হ্যা হ্যা হ্যা! আমার প্রথম বউ ভিলেজম্যান—অল্পবয়সে খুব খারাপ লাগত। দ্বিতীয় বউ চণ্ডীগড়ের—মধ্যবিত্ত। এই মধ্যবিত্ত বউরা খুব ঝামেলা করে। আর এই থার্ড বউ দিল্লির মেয়ে। বিয়ের আগে ওর পেছনে লাইন পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, বয়স হলে, বুঝলেন মশাই, অল্পবয়সী গ্রামের মেয়ে বেশি এফেকটিভ হয়—প্রতিবাদ করে না।' কিষেনলাল মাথা নাড়ল।

'তাহলে চতুর্থবার বিয়ে করুন!'

সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর জোরে শব্দ করে হাসতে লাগল কিষেনলাল। ওর শরীর দেখে মনে হচ্ছিল, পাহাড়ে ডিনামাইট চার্জ করা হয়েছে, এখনই ধস নামবে। হাসি কোনমতে থামিয়ে কিষেনলাল বলল, 'আইডিয়াটা খারাপ বলেননি। কিন্তু সুধা বলেছে আবার বিয়ে করলে ওকে ডিভোর্স করতে হবে। ডিভোর্স মানে প্রচুর টাকা এবং ও হাতছাড়া! না মশাই, ডিভোর্স পেলেই ও কোনও ছোকরাকে বিয়ে করবে। আমার বউ অন্য কারও সঙ্গে থাকছে তা আমি সহ্য করব না—ডিভোর্স করলেও নয়।'

অতীশের তখন এসব শোনার মন ছিল না। লুধিয়ানা স্টেশনে নেমে সে কি করবে? যদি প্ল্যাটফর্মেই পুলিশ তার জন্যে অপেক্ষা করে? বাইরে বের হবার গেটেও অপেক্ষা করতে পারে! লুধিয়ানা স্টেশনটা তার জানা নেই। বাইরে যাওয়ার অন্য কোনও পথ সে কি করে খুঁজবে? সুধা ফিরে এল সেজেগুজে। কিষেনলালকে এড়িয়ে তার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে হাসল।

ট্রেন থামতেই কুলির ঝাঁক উঠে এল। কিষেনলাল তাদের সামনে নিচে নামল প্রথমে। অতীশ স্যুটকেসটা নিয়ে পেছন পেছন আসছিল, হঠাৎ সুধা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার সঙ্গে আর একটা ব্যাগ ছিল না? যখন উঠলেন তখন তো দুটো হাতই এনগেজ্‌ড ছিল!'

অতীশ মাথা নাড়ল, 'না, ভুল দেখেছেন।'

সুধা যে উত্তরটা শুনে বেশ অবাক হল তা ওর মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। সে দ্রুত সুধাকে কাটিয়ে এগিয়ে গেল দরজার কাছে।

কিষেনলালদের লটবহর কম নয়। তিনটে কুলি মাথায় মাল তুলছে। কিষেনলাল বলল, 'ডার্লিং, এরা তো দৌড়বে, তুমি এদের সঙ্গে এগিয়ে যাও। বাইরে ড্রাইভার আছে—আমি পেছন পেছন আসছি। আচ্ছা নমস্কার!' শেষ কথাটা অতীশের জন্যে।

'নমস্কার।'

'আপনি কোন হোটেলে উঠছেন?'

'হোটেল হলিডে।'

'কি কাণ্ড! আরে মশাই, লুধিয়ানায় এসে হোটেলে উঠলে আমরা ওখানেই উঠি। তাহলে একসঙ্গেই যাওয়া যাক। বাইরে আমার গাড়ি আছে।'

কুলিরা দৌড়াতে শুরু করলে সুধা ওদের অনুসরণ করল। কিষেনলাল তার বিশাল শরীর নিয়ে চলছে ধীরে ধীরে। অতীশ পা চালাল। ভীড় কাটিয়ে সে সুধাকে ধরে ফেলল। সুধা তাকে আড়চোখে দেখল, কিছু বলল না। অতীশ হাঁটছিল আর চারপাশে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হল সুধার সঙ্গে কথা বলতে বলতে গেলে পুলিশ তাকে হয়তো সন্দেহ করবে না। পুলিশ তার চেহারার একজন লোককে একা খুঁজবে—সঙ্গে মহিলা আছে ভাবতে পারবে না।

সে গায়ে পড়ে কথা বলল হাঁটতে হাঁটতে, 'আমরা তাহলে একই হোটেলে উঠছি!'

'তাতে আপনার কি লাভ হবে?' চটজলদি জবাব ভেসে এল।

'আপনি এভাবে বলছেন কেন?' জোর করে হাসতে চেষ্টা করল অতীশ।

'কারণ আপনি একজন মিথ্যেবাদী।'

'সেকি?'

'আপনার হাতে একটা ব্রিফকেস ছিল!'

'ওঃ, ওটা খারাপ হয়ে গেছে বলে ফেলে দিলাম।'

'খারাপ কি রাস্তায় হল?'

'হ্যাঁ, পড়ে গিয়ে।' অতীশ দেখল গেট এগিয়ে আসছে। সেখানে বেশ বড় জটলা। রেলের লোকের সঙ্গে সাদা পোশাকের পুলিশ নাকি? সে দ্রুত সুধার শরীরের কাছে চলে এসে একটা ঘনিষ্ঠভাব আনার চেষ্টা করল।

সুধা জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'এভাবেই একটু চলুন, প্লিজ!' কাতরগলায় বলল অতীশ।

যেন স্বামীস্ত্রী ওরা, এমন ভঙ্গীতে গেটের কাছে পৌছে টিকিট বের করল অতীশ। সেটা নিয়ে চেকার সুধার দিকে তাকাল, 'আপনার?'

সুধা বলল, 'পেছনে আসছে।'

'একটু দাঁড়ান তাহলে।'

কুলিরা এগিয়ে যাচ্ছিল, অতীশ যেন তাদের ধরার জন্যেই দ্রুত পা চালালো। পুলিশ কি তার পেছনে ছুটে আসছে? স্টেশনের বাইরে এসে কুলিরা থামতে ও পেছন

ফিরে তাকাল। লোকজন বেরিয়ে আসছে কিন্তু তাদের ভেতর পুলিশ আছে কিনা বুঝতে পারল না। কে জানত সুধার টিকিট কিষেনলালের কাছে আছে!

এখানে পুতুলের মতন না দাঁড়িয়ে থেকে সরে গেলেই ভাল হয়। মেয়েটা এর মধ্যে তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। সে কুলিদের একজনকে বলল বাবুকে বলে দিতে যে তার এক বন্ধু আসায় সে চলে যাচ্ছে।

অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল সে।
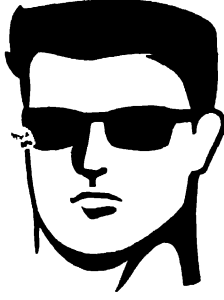
এখন লুধিয়ানা শহরের ঘুম ভাঙছে। কুঁকড়ে বসে ছিল অতীশ। আর একটা ভুল করে ফেলল সে, কি দরকার ছিল কিষেনলালকে হোটেল হলিডের কথা বলা? লোকটা যদি তার খোঁজ করে ওখানে? কিন্তু হোটেলের সামনে পৌঁছে একটু স্বস্তি হল। বিশাল হোটেল তৈরি করেছে যশোবন্ত। আটতলা বাড়িটায় নিশ্চয়ই প্রচুর ঘর। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে নামতেই পোর্টার এসে স্যুটকেস তুলে নিল।

রিসেপশনের ঝকমকে আলো, সুন্দরী রিসেপশনিস্ট দেখে কে বলবে বাইরে শহরটার সবে ঘুম ভাঙছে! ডি রায় নামে ঘর নিল অতীশ। চাবি হাতে পেয়ে বলল, 'যশোবন্তকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?'

'উনি এখন ঘুমাচ্ছেন। নটার পর পাবেন।'

'দয়া করে ওকে বলবেন যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। প্রয়োজন আছে।' অতীশ দ্রুত লিফটের দিকে এগিয়ে গেল।

তার ঘর ছয়তলায়। জানলা দিয়ে শহরটা দেখা যাচ্ছে। জুতো পরেই বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। আঃ, কি আরাম! সঙ্গে যা আছে তাতে কদিন চলবে তার? অতীশ নিজের ওপর রেগে গেল—এই তার স্বভাব, যখনই একটু স্বস্তিতে থাকে তখনই কুচিন্তা টেনে আনে। এই জন্যেই বনানী বলে, তুমি খুব হতাশবাদী। জীবনকে উপভোগ করতে কখনও পারবে না। ঠিকই বলে। অতীশ উঠল। জামাপ্যান্ট পাল্টে দাড়ি কামিয়ে ব্রাশ করে স্নান করল। তারপর একটু ঝকঝকে হয়ে রুমসার্ভিসকে বলল চা টোস্ট আর আজকের সবকটা ইংরেজি কাগজ পাঠিয়ে দিতে।

কাল দুপুরে দিল্লিতে কেউ খুন হলে আজ কি লুধিয়ানার কাগজে সেই খবর ছাপা হবে? দিল্লির কাগজ কি এখানে আসে? কখন আসে?

কুড়ি মিনিটের মধ্যে চা-টোস্ট এবং তিনটে কাগজ এসে গেল। প্রথমে তৃপ্তি করে চা-টোস্ট খাওয়ার চেষ্টা করল সে। কাগজ স্পর্শ করল না। তারপর জানলার কাছে সোফায় বসে কাগজ খুলতে লাগল। প্রথম দুটোয় তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনও খবর পেল না। বরং জানা গেল গতরাত্রে কলকাতায় ভূমিকম্প হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। তবে শহরের উত্তর অংশের কয়েকটা বাড়ি ভেঙে

পড়েছে। তাদের বাড়িটার কোনও ক্ষতি হয়নি তো? বেশ পুরনো বাড়িটা—সারাবো সারাবো করেও সারানো হয়নি। অতীশ টেলিফোনের দিকে তাকাল, এখনই ইচ্ছে করলে সে বনানীর সঙ্গে কথা বলতে পারে। ওকে সব কথা খুলে বললে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। তারপরেই মনে হল, নিজের বিপদ সে আর একবার ডেকে আনবে। হোটেল রেকর্ড রাখবে তার টেলিফোনের। যশোবন্ত ঠিক কি ব্যবহার করবে সে জানে না। দীর্ঘকাল বাদে এয়ারপোর্টে পরিচিত কাউকে দেখে উদার হয়ে নেমন্তন্ন করা হয়তো যায় কিন্তু সে খুন করে এসেছে শোনার পর তাকে ঝেড়ে ফেলাই স্বাভাবিক। হয়তো নিজের দায় নামাতে যশোবন্তই পুলিশ ডেকে আনবে। তাছাড়া আগবাড়িয়ে বনানীকে টেনশনে ফেলার কোনও দরকার নেই। বরং সুযোগ পেলে রাস্তার কোনও বুথ থেকে ওকে এস টি ডি করে জানিয়ে দেবে সে ভাল আছে, চিন্তার কোন কারণ নেই। তৃতীয় কাগজটা খুলল সে। একই খবর। কিন্তু তিনের পাতায় চোখ আটকে গেল। ছোট্ট খবর। দিল্লির ক্যাপিটাল হোটেলে চণ্ডীগড়ের ব্যবসায়ী খুন। খুনী ধরা পড়েনি। তবে পুলিশের সন্দেহ, নিহত ব্যক্তি খুনীর পরিচিত ছিল। তদন্ত চলছে। খবরটা ছাপা হয়েছে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে।

হঠাৎ ঘুম পেয়ে গেল অতীশের। হয়তো স্নানখাওয়া এবং ঘরের আরাম তার শরীরকে আচ্ছন্ন করল। সে বিছানায় চলে গিয়ে বালিশ আঁকড়ে ধরল।

একটা যান্ত্রিক শব্দ যখন তাকে ঘুমের গভীর খাদ থেকে টেনে তুলল তখন দশটা বেজে গেছে। কোনমতে চোখ খুলতেই বুঝতে পারল টেলিফোনটা বাজছে। সে কোনমতে শরীরটাকে নিয়ে গেল রিসিভারের কাছে, 'হ্যালো!'

'মিস্টার রায়?' মহিলার গলা।

'সরি। রঙ নাম্বার।' রিসিভার নামিয়ে রাখল অতীশ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফোন বাজল। রিসিভার তুলতেই মহিলা বললেন, 'এই ঘরে মিস্টার রায়ের থাকার কথা। উনি কি আছেন?'

হুড়মুড় করে স্মৃতি ফিরে এল। হোটেলের খাতায় সে নিজের পরিচয় লিখেছে ডি. রায়। অতীশ হাসবার চেষ্টা করল, 'হ্যাঁ, বলছি। আসলে এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—'

'আপনি মিস্টার যশোবন্ত সিং-এর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'প্লিজ হোল্ড অন।'

অতীশ সোজা হয়ে বসল। মিনিট খানেক অপেক্ষা করতে হল। তারপর পুরুষ কণ্ঠে, 'হ্যালো।'

'হ্যালো যশোবন্ত!'

'আমি অতীশ।'

'অতীশ! সরি!'

'তোর সঙ্গে কলকাতা এয়ারপোর্টে দেখা হয়েছিল, একই ফ্লাইটে গতকাল দিল্লি

এসেছি আমরা, মনে পড়ছে?'

'মাই গড! তুই কখন এলি? দাঁড়া দাঁড়া। আচ্ছা, তুই চলে আয় আমার কাছে। সেকেন্ড ফ্লোরে। ওকে?' যশোবন্ত বলল।

'না, প্লিজ তুই এই ঘরে আয়।'

ওপাশে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ পেয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল অতীশ। এখন কোনভাবেই ঘর থেকে বের হতে চায় সে।

মিনিট দশেক বাদে দরজায় শব্দ হতেই সে ওটা খুলল। বেয়ারা। ট্রে নিতে এসেছে। পকেটে থেকে বিল বের করে সই-এর জন্যে যখন এগিয়ে দিচ্ছে তখন যশোবন্তের গলা শোনা গেল, 'ওটা করার দরকার নেই। মিস্টার রায়ের বিল আমার অ্যাকাউন্টে যাবে।' বেয়ারা সেলাম করে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজা বন্ধ করে গেল। যশোবন্ত হেসে হাত বাড়াল, 'হোয়াট এ সারপ্রাইজ!'

করমর্দন করল ওরা।

যশোবন্ত বলল, 'দিল্লির কাজ একদিনেই শেষ হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। তুই আমার নেমন্তন্ন রেখেছিস বলে ধন্যবাদ। কদিন যাক, আমি ভাল গাইড দিয়ে দেব। সুন্দরী গাইড হলে কেমন হয়?' চোখ টিপল যশোবন্ত।

'আমি তোর কাছে ঘুরতে আসিনি যশোবন্ত।'

যশোবন্তের মুখের চেহারা পাল্টে গেল। শিকারী কুকুর যেমন শত্রুর গন্ধ পেয়ে সতর্ক হয় তেমনি ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করল, 'পার্টনার টাকা দেয়নি?'

মাথা নাড়ল অতীশ, 'না।'

'ঠিকানা দে।'

'ও এখন কোনও ঠিকানায় নেই।'

'তার মানে?'

অতীশ খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে খবরটার ওপর আঙুল দিয়ে যশোবন্তকে দেখিয়ে দিল। খবরটা পড়ে যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কি করে হল?'

ছেড়ে রাখা প্যান্টের পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে টেবিলে রাখল অতীশ। তারপর একে একে সব ঘটনা খুলে বলল।

রিভলবারটা তুলে নিল যশোবন্ত। ঘুরিয়ে দেখল, তারপর ওটা থেকে বাকী গুলি বের করে নিল। তারপর হেসে বলল, 'সো মিস্টার রায়, তুমি এখন বিপদে পড়েছ!'

'হ্যাঁ, যশোবন্ত। আমি কি করব? রাস্তা বলে দাও, প্লিজ!'

যশোবন্ত রিসিভার তুলে দিল্লির একটা নাম্বার চাইল। তারপর বলল, 'যদি তুমি তোমার পার্টনারের মত ওই হোটেলে একটা ঘর নিতে আর ঘটনার পর রিসেপশনকে জানাতে তোমার পার্টনার দরজা খুলছে না, তাহলে পুলিশের পক্ষে প্রমাণ করা মুশকিল হত তুমিই খুনী। অবশ্য যা হয়ে গেছে তা নিয়ে পোর্স্টমর্টেম করার কোনও মানে হয়

না।'

টেলিফোন বাজল। যশোবন্ত কথা বলল, 'হ্যাঁলো! হ্যাঁ, কি খবর? আচ্ছা কাল তোমার ওখানে যে মার্ডারটা হয়েছে তার খবর কি? ইন্টারেস্টড না হলে আমি ফোন করব কেন? হুঁ হুঁ—আচ্ছা! আজ জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসবে? তোমরা কাউকে মৃতের সঙ্গে হোটেলে ঢুকতে দ্যাখনি? টেল ইউর স্টাফ—এটা বলতে। ওকে।'

ফোন নামিয়ে যশোবন্ত বলল, 'ক্যালাস!'

'কি হল?'

'ক্যাপিটালের মালিক বলল আজ পুলিশ হোটেলের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসবে। ওরা সন্দেহ করেছে যে লোকটা শোভনলালের সঙ্গে ঢুকেছিল সে-ই খুন করেছে এবং যাওয়ার সময় একটা ব্রিফকেস নিয়ে ঢুকেছিল। বেরুবার সময় ওর আর এক হাতে ব্রিফকেস ছিল। আমি কি বললাম সেটা তো শুনলি!'

'কিন্তু শোভনলালের ড্রাইভার আমাকে দেখেছে।'

'দেখলেও দেখবে না আর। কারণ সে-ও হোটেলের স্টাফ।' যশোবন্ত উঠে দাঁড়াল, 'এর আগে কখনও খুন করেছিস?'

'খুন! কেন খুন করব?' চমকে উঠল অতীশ।

'খুন কেন করে? তুই কেন করলি?' হাসল যশোবন্ত।

'তুই বিশ্বাস কর, এটা কি করে হয়ে গেল আমি নিজেই বুঝতে পারছি না? জীবনে আমি কখনও কাউকে খুন করা দূরে থাক, আঘাতও করিনি।' অসহায় গলায় বলল অতীশ।

'ঠিক হ্যায়। তুই কয়েকটা দিন এখানে থাক। আমার হোটেলে তুই সম্পূর্ণ নিরাপদ। সারাদিন ঘরেই থাকিস। ইচ্ছে হলে সন্ধের পর হাওয়া খেতে যেতে পারিস। তবে না যাওয়াই ভাল। আমি দেখছি কি করা যায়।' যশোবন্ত চলে গেল।

দিল্লি থেকে পালাবার সময়ে টেনশনে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তখন প্রতিটি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই বুঝি পুলিশের থাবা তার ঘাড়ে এসে পড়ল। আর আজ প্রায় গোটা দিন এই ঘরে শুয়ে বসে হাঁপিয়ে উঠল অতীশ। আশ্চর্য কাণ্ড, বিছানায় শুয়েও তার ঘুম আসল না! সোফায় বসে টিভি চালিয়েও সেটায় মন দিতে পারছে না। সারাদিন আর যোগাযোগ করেনি যশোবন্ত। অনেকবার ইচ্ছে হয়েছে তবু ফোন করেনি অতীশ। যশোবন্ত সকালে যাওয়ার সময় রিভলবারের গুলিগুলো নিয়ে গিয়েছে, রিভলবারটা পড়েছিল টেবিলে। অতীশ ওটাকে আড়ালে রেখেছে। ঘরে বেয়ারারা আসছে খাবার নিয়ে বিভিন্ন সময়ে, ওদের চোখে রিভলবার পড়া ঠিক নয়। গুলি নিয়ে যাওয়ায় যন্ত্রটা আপাতত অকেজো। ভুল করে না ইচ্ছে করেই যশোবন্ত গুলি নিয়ে গিয়েছে বুঝতে পারছে না অতীশ। লোকটার ওপর অতখানি ভরসা করা ঠিক হচ্ছে কি? কিন্তু আর কি করতে পারে সে? অন্য কোন পথ তো খোলা নেই!

শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে জানলার বাইরে সন্ধে নামতে দেখল সে। আলো জ্বলে

উঠল ঘরে। দরজায় শব্দ হল। বিকেলে চা দিয়ে গিয়েছিল বেয়ারা, চায়ের পট ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। দরজা খুলল সে। বেয়ারাই—কিন্তু তার হাতে হুইস্কির বোতল। নিঃশব্দে টেবিলে রেখে চায়ের কাপ ডিস পট নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অতীশ জিজ্ঞাসা করল, 'আমি তো তোমাকে হুইস্কি আনতে বলিনি!'

'মালিক পাঠিয়ে দিয়েছেন।' বেয়ারা দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল।

হুইস্কি বিদেশি। তাহলে যশোবন্ত তার আরামের কথা ভাবছে! কিন্তু তার যে কোনও কিছু খেতেই ইচ্ছে করছে না সেটা ও কি করে বোঝাবে? আর একটু রাত হলে সে ঘর থেকে বের হল। দরজায় চাবি দিয়ে লিফ্‌ট এড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল। ওপাশে রিসেপশন। সেদিকে না তাকিয়ে সোজা দরজার দিকে পা বাড়াল। দরজায় দাঁড়ানো দারোয়ান তাকে দেখে কপালে হাত ছোঁয়ালো।

রাস্তায় নেমে পকেটে হাত ঢুকিয়ে অতীশ খানিকটা হাঁটল। দুপাশে সাজানো দোকান। জায়গাটা পাঞ্জাবীদের তা বোঝা যাচ্ছে। একটা এস টি ডি বুথের সামনে গিয়ে দুপাশ দেখে চট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। বুথটা খালি। কিন্তু কলকাতার কোড্‌ নাম্বারটা জিজ্ঞাসা করে জানতে হল। মন খুঁতখুঁত করতে লাগল তার। কেউ এখান থেকে ইচ্ছে করলে খবরটা নিতে পারবে।

নাম্বারগুলো ঘোরালো অতীশ। এনগেজড শব্দ হচ্ছে। কার সঙ্গে কথা বলছে বনানী এইসময়? নাকি পুলিশ লাইনের দখল নিয়ে রেখেছে তাকে ধরবে বলে? প্রায় মিনিটখানেক অপেক্ষা করার পর আবার ডায়াল করল সে—এবার রিং হচ্ছে।

'হ্যালো?' বনানীর গলা।

'আমি বলছি।'

'ও। কি ব্যাপার বল তো? কাল সকালে পৌঁছে ছত্রিশ ঘণ্টা পরে সময় পেলে?'

তার মানে বনানী এখনও জানতে পারেনি, পুলিশ এখনও পৌঁছায়নি? এই প্রথম একটু ভাল লাগল অতীশের। বনানী আবার বলল, 'হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। লাইনটা ডিস্টার্ব করছে।' মিথ্যে কথা বলল অতীশ।

'তুমি কবে ফিরছ?'

'ঠিক বলতে পারছি না। একটু ঝামেলায় পড়েছি।'

'টাকা দিচ্ছে না?'

'না।'

'তোমার ফোন-নাম্বার বল।'

'আমি আজই এখান থেকে পাঞ্জাবে যাচ্ছি। তুমি চিন্তা করো না। আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। রাখছি।' বনানীকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল অতীশ। ফোনের টাকা মিটিয়ে রসিদ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে সেটা ছিঁড়ে ফেলল সে। বনানী কি তার কথা শুনে কোনও অস্বস্তিতে পড়বে? তার পাঞ্জাব যাওয়ার কথা শুনে কোনও অস্বস্তিতে পড়বে? তার পাঞ্জাব যাওয়ার কথা শুনে ভাববে শোভনলালের

সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে! ঝামেলা শুনে হয়তো ভাল লাগবে না, এই পর্যন্ত। তবু যোগাযোগ তো হল!

সে হোটেলের দিকে ফিরে আসছিল, দূর থেকে দেখল কিষেনলাল দুটো ছেলের সঙ্গে হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা গাড়িতে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সিগারেটের দোকানের আড়ালে চলে গেল সে। প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে হল তাকে। কিষেনলালের গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার পর সে হোটেলে ঢুকে পড়ল।

দরজা বন্ধ করে সিগারেটের প্যাকেটটা টেবিলে রাখতেই অ্যাশট্রের পাশে রাখা হোটেলের ছাপমারা দেশলাই-এর পাতা নজরে এল। সিগারেট খায় না সে, কলেজে থাকতে দু-একবার খেয়ে দেখেছে— ভাল লাগেনি। সে কতকাল আগের কথা! বনানীর সঙ্গে কথা বলার পর তার ভাল লাগছিল। বনানী এককালে বলত, ছেলেদের দু-একটা সিগারেট খাওয়া উচিত। ঠোঁটে সিগারেটের গন্ধ নাকি অন্য মাদকতা আনে এমন কথা সে বই-এ পড়েছে। এসব বিয়ের কিছুকাল পরের কথা। এখন আর কথাগুলো বনানীর নিজেরই মনে নেই। মাদকতা খোঁজার দিন তার শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু আজ সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে একটা ধরাল অতীশ। ভেবেছিল খুব কাশি হবে, অস্বস্তিতে পড়বে—কিন্তু কিছুই হল না। বরং ধোঁয়া শরীরে ঢোকার পর নার্ভগুলো বোধহয় আরাম পেল। সোফায় বসে চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানতে টানতে সেই আরামটাকে উপভোগ করছিল সে, হঠাৎ টেলিফোনটা ঝনঝনিয়ে বেজে উঠতেই চমকে সোজা হয়ে বসল। কে টেলিফোন করছে? তারপরই হেসে ফেলল সে, যশোবন্ত ছাড়া আর কারও তো করার সম্ভাবনা নেই।

সে রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যাঁ, বল!'

ওপাশে চুপচাপ। তারপর নারীকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করল, 'এক্সকিউজ মি, আমি কি মিস্টার রায়ের সঙ্গে কথা বলছি?'

রায়! তাহলে রিসেপশনিস্ট। সে গম্ভীর হল, 'ইয়েস স্পিকিং।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো এই হোটেলে ওঠেননি। কিন্তু একটু আগে আপনাকে হোটেলে ঢুকতে দেখে বুঝলাম এই কথাটা সত্যি বলেছিলেন।'

'আপনি কে কথা বলছেন?'

'মিথ্যেবাদীদের আই কিউ সাধারণের চেয়ে বেশি হয় জানতাম।' কথাটা বলেই মহিলা হাসলেন। এবং তখনই অতীশ বুঝল বাইরে বেরিয়ে সে কী ভুল করেছে! কিষেনলালকে এগিয়ে দিতে কি সুধা নেমেছিল? নিশ্চয়ই। তারপর রিসেপশনে চেক করে জেনে গেছে সে কত নম্বর ঘরে এবং কি নামে আছে? সে ট্রেনে পাঠিয়ে দেবার সময় নাম বলেছিল, উপাধি তো বলেনি! অতীশ নামটা কি সুধা মনে রেখেছে? তাহলে ডি রায় দেখে। সে হাসার চেষ্টা করল, 'ও—আপনি! তাই বলুন।'

'আপনি আমার ঘরে আসুন। রুম নম্বর চারশ আটাশ।' টেলিফোনের লাইন কেটে গেল। অতীশ কি করবে বুঝতে পারছিল না। নিজেকে খুব বোকা বোকা মনে হচ্ছিল

তার। তারপরেই মনে হল কেউ ডাকলেই যে যেতে হবে তার কি মানে আছে? ফোন তুলে অপারেটারকে বললে কেমন হয় তাকে যেন আর লাইন না দেওয়া হয়। ভাবনাটা বাতিল করল সে। এটা করলে আরও চিহ্নিত হয়ে যাবে।

দরজায় শব্দ হল। সুধা এই ঘরে চলে এল? সে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখল যশোবন্ত দাঁড়িয়ে, 'গুড ইভনিং!'

'গুড ইভনিং।'

'বেরিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ, একটু।'

'কোন দরকার থাকলে বললেই হত। চেষ্টা করবি বাইরে যাওয়া এড়িয়ে যেতে।'

'কেন কিছু হয়েছে?'

'শোভনলালের কেসটা যে এনক্যুয়রি করছে তার নাম প্রবীণ কাপুর। লোকটা খুব চালাক, যাকে বলে এফিসিয়েন্ট, ঠিক তাই। সবচেয়ে খারাপ খবর হল, ঘুষ খায় না।'

'ঘুষ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দ্যাখ অতীশ, তোকে বাঁচতে হলে টাকা খরচ করতে হবে।'

'কত?'

'অ্যামাউন্টটা আমি এখনই বলতে পারব না। রাজী আছিস?'

'আমি বাঁচতে চাই যশোবন্ত।'

'সবাই চায়। এখন মন দিয়ে শোন। শোভনলালের ছেলেকে পুলিশ দিল্লিতে নিয়ে গিয়েছে বডি আইডেন্টিফাই করার জন্য। ওর বাবা কেন দিল্লি গিয়েছিল সেইকথা নিশ্চয়ই সে পুলিশকে বলছে। এদিকে আমার কথা অনুযায়ী ক্যাপিটাল হোটেলের কর্মচারীরা কাপুরকে বলেছে ওরা শোভনলালের সঙ্গে কাউকে ওর ঘরে যেতে দ্যাখেনি। কিন্তু একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছে।'

'কি?' অতীশের গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল।

'শোভনলালের পাশের ঘরে কানপুর থেকে আসা একটা ফ্যামিলি আছে। তাদের একজন বলেছে শব্দ শুনতে পেয়ে দরজা খুলে বাইরে তাকিয়েছিল। করিডোর ফাঁকা দেখে দরজা বন্ধ করার সময় লক্ষ্য করে শোভনলালের ঘর থেকে একটা লোক এক হাতে স্যুটকেস অন্য হাতে ব্রিফকেস নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। লোকটার মুখ দেখতে পায়নি। পেছন থেকে যা মনে হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছে। সেই ঘটনার সঙ্গে শোভনলালের ছেলে যদি তোর নামে এফ-আই-আর করে তো কাপুর ঠিক মিলিয়ে নেবে।'

অতীশ মনে করতে পারল না পাশের ঘরের দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে ছিল কিনা।

সেদিকে তাকাবার মত মানসিকতা তখন ছিল না।

যশোবন্ত রিসিভার তুলে চণ্ডীগড়ের লাইন চাইল। ওটা শোভনলালের নয়।

'হ্যালো! তোমাকে এখনই একটা কাজ করতে হবে—ঠিকানাটা লিখে নাও। হাউস নাম্বার টু জিরো ফোর, সেকটার থার্টি ফাইভ এ। বাড়ির মালিক শোভনলাল দিল্লিতে মারা গিয়েছে। ওর স্ত্রীকে বলবে ওর স্বামীর খুনের ব্যাপারে পুলিশের কাছে কারও নাম যেন এফ-আই-আর না করা হয়। শোভনলালকে কে খুন করেছে ওরা জানে না, কিন্তু কোন সন্দেহের কথা পুলিশকে যেন না বলে। বললে ওর ছেলে দিল্লি থেকে আর ফিরে আসবে না। ক্লিয়ার? টিম নিয়ে যাবে। একঘণ্টার মধ্যে কনফার্ম করো।' রিসিভার নামিয়ে রাখল যশোবন্ত।

অতীশ বলল, 'কিন্তু ভদ্রমহিলা তো চণ্ডীগড়ে আর ছেলেটা বলছিস দিল্লিতে! সেই ছোকরা যদি এর মধ্যে এফ-আই-আর করে দেয়?'

'দেবে না। দিল্লিতে ওর কাছে আমার লোক পৌঁছে গেছে। এসব প্রব্লেম নয়। আমি শুধু কাপুরকে নিয়ে ভাবছি। এখানকার এস.পি.র সঙ্গে কাপুরের বসের বন্ধুত্ব আছে। আই পি এসে ওরা একসঙ্গে ট্রেনিং করেছে। এস পি বলল, কাপুর অন্য ধাতে গড়া। তাই কিছুদিন পর পর ট্রান্সফার হয়। এক্ষেত্রে হয়তো সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আচ্ছা, শোভনলালের ব্রিফকেসটা কোথায়?'

'ওটা আমি ফেলে দিয়েছি।'

'কোথায়?'

'রাত্রের ট্রেনে। লাইনের ধারে পাথরের ওপর যে স্পীডে পড়েছে এখন আর চেনা যাবে না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'কি ছিল ব্রিফকেসে?'

'অ্যাকাউন্টসের কাগজপত্র। সেগুলো ছিঁড়ে আমি টয়লেটের গর্তে ফেলে দিয়েছি। ওই রিভলবারটাও ছিল—আর কিছু টাকা।'

'কত?'

'এখনও গুনে দেখিনি। পঁচিশ ত্রিশ হবে।'

'তাহলে তোকে যে টাকা দিতে সে রাজী ছিল সেটা কোথায়? নিশ্চয়ই সঙ্গে এনেছিল। কিন্তু ওর হাতে ব্রিফকেস ছাড়া কিছু ছিল না। সকালে হোটেলে চেক ইন করে গাড়ি নিয়ে তোকে আনতে এয়ারপোর্ট গিয়েছিল। যেহেতু সঙ্গে কোনও জামাকাপড় নিয়ে যায়নি, তখন ওর প্ল্যান ছিল তোর সঙ্গে কথা শেষ করেই চণ্ডীগড়ে ফিরে যাওয়ার। তাহলে টাকাগুলো রাখল কোথায়?' কথাগুলো বলতে বলতে ভাবছিল যশোবন্ত। হঠাৎ মুখ তুলল, 'ব্রিফকেসের ভেতর গোপন চেম্বার ছিল না তো? চেক করেছিলি?'

'না।'

'করা উচিত ছিল। ব্রিফকেস ভেঙে গেলেও টাকাটা ঠিক থাকতে পারে। আর ওই

জায়গাটায় যদি আজ কেউ যায়, অত টাকা পেয়ে নিশ্চয়ই মাথা ঠিক রাখতে পারবে না। ঠিক কোন্ জায়গায় ফেলেছিস?'

'অত রাত্রে আমি চলন্ত ট্রেন থেকে কি করে বুঝব কোন জায়গায় পড়েছে!'

'ঠিক হ্যায়।' যশোবন্ত উঠে দাঁড়াতেই টেলিফোন বাজল। সে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে আলতো গলায় বলল, 'হ্যালো!'

ওপাশের কথা শুনে রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে প্রশ্ন করল, 'মেয়েটা কে?'

'কোন্ মেয়ে?'

'যে তোকে ঘরে যেতে বলেছিল?'

'ও, ট্রেনে আলাপ হয়েছিল।'

'ও জানল কি করে তুই এখানে আছিস?'

'বোধহয় সন্ধ্যের সময় যখন বাইরে বেরিয়েছিলাম তখন দেখেছে।'

'কথা বল।'

অতীশ রিসিভার কানে নিয়ে কোনও আওয়াজ পেল না। সে বলল, 'হ্যালো!'

'এতক্ষণ কি করছিলেন?' সুধার গলা।

'কিছু না।'

'তাহলে চুপ করে ছিলেন কেন? আপনি যদি ভাল চান চলে আসুন।' সুধা টেলিফোন রেখে দিল।

অতীশ বলল, 'মাথা খারাপ হয়ে যাবে আমার!'

'দেখতে কেমন?' যশোবন্ত হাসল।

'ভালই। এখানকার এক ব্যবসায়ীর তৃতীয় পক্ষের বউ।'

'ওহো, কিষেনলালের? লোকটা কিন্তু সাপের মত, সাবধান! তুই মাল খাস না? বোতল খোলা হয়নি দেখছি!'

'ইচ্ছে করেনি।'

'আরে ইয়ার, বন্ধ ঘরে বসে সবসময় দুশ্চিন্তা করলেই তোর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? ভেবে তুই কি করবি? আমি তো চেষ্টা করছি!

'তা ঠিক। কিন্তু..., আচ্ছা চণ্ডীগড়ে তুই কার সঙ্গে কথা বললি?'

'এসব প্রশ্ন করিস না। তোর কাজ হওয়া নিয়ে কথা, কি করে হচ্ছে জানার কোনও দরকার নেই। তুই এখন ফূর্তি কর। মাল খা, পেশাদারী মেয়ের সঙ্গে ফুর্তি করতে পারিস, কিন্তু হোটেলের বাইরে যাস না আর ওই সাপের লেজে পা দিস না!'

'তুই সাপ-সাপ বলছিস কেন?'

'দু'দুটো বউকে এই শহরের এই দুই বাড়িতে রেখে যে তিন নম্বরকে নিয়ে হোটেলে ওঠে সে সহজ লোক নয়। কোন বউ এটা মেনে নেবে? এখানে যে কদিন থাকবে প্রতি রাত্রে এক এক বউ-এর সঙ্গে কাটায়। যে বউ-এর কাছে রাত্রে থাকবে তার ছেলেরা হোটেলে নিতে আসে—এরকম মাল আমি কখনও দেখিনি!'

'তোর সঙ্গে কিরকম সম্পর্ক?'

'হোটেলটা আমার আর সে ভাড়া দিয়ে থাকে। গুডনাইট।'

যশোবন্ত বেরিয়ে যাওয়ার পরই অতীশের মনে হল, লোকটা এর মধ্যেই পাল্টে গেছে। দমদম এয়ারপোর্টে যেরকম আন্তরিক ব্যবহার করেছিল সেটা আর এখন নেই। এখন সে ওর মুঠোর মধ্যে, এমন ভঙ্গী কথাবার্তায় এসে গিয়েছে। প্রশ্ন করলে বেশ হেঁয়ালির সঙ্গে জবাব দিচ্ছে। যশোবন্ত তাকে টাকা খরচের কথা বলল, কত টাকা লাগবে বলল না। ও কি তাকে মুরগী হিসেবে দেখছে? এই ফাঁকে কিছু টাকা হাতিয়ে নেবে?

একটা প্রতিবাদী মন তৈরি হয়ে গেল অতীশের। কিন্তু সে কি ভাবে প্রতিবাদ করবে ভেবে পাচ্ছিল না। পুলিশের হাতের ছায়া তাঁর হাতের উপর এসে পড়েছে। তার নিজের কোনও নিষ্কৃতির পথ জানা নেই। যশোবন্তের ওপর তাকে নির্ভর করতেই হবে। কিন্তু যা হুকুম করবে তাই তাকে শুনতে হবে কেন? আর তখনই তার মনে হল সুধার সঙ্গে দেখা করা উচিত। ও যখন দুবার ফোন করেছে তখন নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। অবশ্য সে এটা সচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারত যদি যশোবন্ত তাকে ভয় না দেখাতো। এখন যশোবন্তের কথা না মানার জন্যই সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

চারতলার আটাশ নম্বর দরজার পাশের বোতাম টিপল অতীশ। দশ সেকেন্ডের মধ্যে দরজা খুলল। সুধা দাঁড়িয়ে আছে দুধসাদা খাটো স্কার্ট পরে। মাথার চুল ফুলে ফেঁপে রয়েছে। সুধা হাসল, 'সময় হল শেষ পর্যন্ত! আসুন।'

অতীশ ঘরে ঢুকতেই সে দরজা বন্ধ করে বলল, 'আমিই আপনার ঘরে যেতে পারতাম কিন্তু উপায় নেই। পুরনো বউ-এর সঙ্গে প্রেম করতে করতে তিনি ঠিক এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর আমাকে ফোনে বলবেন—আই লাভ ইউ ডার্লিং। যতক্ষণ না তার সেন্স চলে যাচ্ছে ততক্ষণ আমাকে ওটা শুনতে হবে। আসলে আমি ঘরে আছি কিনা সেটাই পরখ করতে চায়। গলা শুনলে নিশ্চিত হয়।'

'এসব আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার।' অতীশ বলল।

হঠাৎ অতীশের সামনে চলে এল সুধা, 'আপনি কে?'

'তার মানে?' হকচকিয়ে গেল অতীশ।

'ট্রেনে নাম বলেছিলেন অতীশ। হোটেলের খাতায় লিখেছেন ডি রায়। অর্থাৎ আপনি আপনার পরিচয় লুকোতে চান। যে কোনও স্টেশনে ট্রেন থামতেই আপনি টয়লেটে চলে যাচ্ছিলেন, কারণ আপনি নিজেকে আড়াল করতে চান। আপনার ব্রিফকেস আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেটা আপনি রানিং ট্রেন থেকে বাইরে ফেলে দিয়েছেন। নিজের জিনিস কেউ ট্রেন থেকে ফেলে দেবে না।' চোখ ছোট করে তাকাল সুধা।

'আমার ব্যাপারে আপনি এত ভাবছেন কেন?' অতীশ একটু দিশেহারা হয়ে পড়ছিল।

'কারণ নিপাট ভদ্রলোকরা আমাকে একটুও টানে না।'

'তার মানে আমি ভদ্রলোক নই?'

'মোটেই না। আপনার মধ্যে দুনম্বরী ব্যাপার আছে। হয় আপনি স্মাগলার, নয় ডাকাত, নয়তো খুনটুন করেছেন। মোদ্দা কথা পুলিশ আপনাকে খুঁজছে।' সুধা বলামাত্র টেলিফোন বেজে উঠল। সুধা জিভে বিরক্তি প্রকাশ করল। তারপর রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো! হ্যাঁ, কি আর করব, বসে বসে হুইস্কি খাচ্ছি আর বোর হচ্ছি। নাঃ, টিভি খুলতে ভাল লাগছে না। সত্যি? হাউ মাচ?' অদ্ভুত হাসি হেসে উঠল মেয়েটা। তারপর থ্যাঙ্কু বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

'কিষেনলালজী?'

'এখনই কথা জড়িয়ে গেছে। এক ঘণ্টা বাদে ফোন করতে পারবে বলে মনে হয় না। বলল, সমুদ্রে যত ঢেউ ওঠে তার থেকে বেশি আমাকে ভালবাসে। ওর মেজ বউ ওকে তখন কাজু খাইয়ে দিচ্ছিল। লোকটার বুকের পাটা আছে। হুইস্কি খাবেন?'

'না।'

'এখন সবসময় অ্যালার্ট থাকতে হচ্ছে?'

'তার মানে?'

'হুইস্কি খেয়ে যদি নেশা হয়ে যায়, তাহলে পালাবার দরকার হলে পারবেন না—এই কারণে ভয়ে উপোস করছেন! ঠিক কিনা?'

'আপনি কি চান বলুন তো?'

'আমি? আপনার সঙ্গে শত্রুতা করতে চাই না। তবে আপনি আমাকে এড়িয়ে চললে আমার মাথা গরম হয়ে যাবে এবং তখন রাগের মাথায় পুলিশকে ফোন করে আপনার কথা বলেও দিতে পারি। আমার মাথা অল্পেই গরম হয়ে যায়।' গ্লাসে হুইস্কি ঢালল সুধা।

'আপনাকে এখানে নিয়ে এসে হোটেলে একা রেখে কিষেনলাল যা করছেন তাতে আপনার মাথা গরম হচ্ছে না?' কথা ঘোরাতে চাইল অতীশ।

'ঠিক ধরেছেন। হচ্ছে না কারণ লোকটা আমাকে টাকা দিচ্ছে।'

হঠাৎ অতীশ শান্ত হয়ে গেল। সে বলল, 'আপনি কি আমার থেকে টাকা চাইছেন?'

'এখনও চাইনি। তবে প্রয়োজন হলে চাইব। আপনি আমাকে না জানিয়ে হোটেল থেকে উধাও হয়ে যাবেন না। অবশ্য গেলেও পুলিশকে আপনার ছবি দিতে পারব।'

'ছবি? আমার ছবি আপনি কি করে পাবেন?'

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ব্যাগ খুলে একটা ছবি বের করে সামনে ধরল সুধা, 'এটা আপনার ছবি তো? অবাক হবার কিছু নেই, হোটেলে যখন ঢুকছিলেন তখন গোটা তিনেক ছবি তুলেছিলাম আপনার—আপনি টেরও পাননি। এই ছবিটা যদি হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন, তাতে আপনার কোনও লাভ হবে না—আরও দুটো ছবি তোলা আছে। পোলারয়েড ক্যামেরার সুবিধা হল, তৎক্ষণাৎ ছবি তোলা যায়। হুইস্কি

তাহলে খাবেন না?'

অতীশ নিজেই এগিয়ে গিয়ে গ্লাসে ঢেলে নিল খানিকটা। জল মিশিয়ে বলল, 'আপনি দেখছি বেশ আঁটঘাঁট বেঁধে কাজ করেন! তো কিষেনলালজী এসব জানলে খুশী হবেন?'

'হবে না। কিন্তু আপনি পুলিশের হাতে পড়বেন। আচ্ছা কি করেছেন, বলুন না? দেখে মনে হয় ডাকাতি করার লোক আপনি নন। স্মাগলিং কিংবা রেপ?'

'কোনটাই নয়।'

'তাহলে অফিসের অথবা কোনও বন্ধুর টাকা মেরে পালাচ্ছেন?'

'এটাও হল না।'

'তাহলে? না, আপনি খুন করতে পারেন না। পেশাদার খুনী এত নার্ভাস হয় না। আপনি নিশ্চয়ই বিবাহিত মানুষ। বউ-এর সঙ্গে ঝামেলা হলে পুলিশকে ভয় পাবেন কেন?'

'আমি পুলিশকে ভয় পাচ্ছি আপনাকে কে বলল?'

'পাচ্ছেন না? বেশ, এখনই আমার সঙ্গে থানায় চলুন। গিয়ে বলবেন আপনার নাম ডি রায়, দিল্লি থেকে আসছেন। আপনার ব্রিফকেস চুরি হয়ে গিয়েছে।' হাসল সুধা, 'কি, পারবেন যেতে? পারবেন না।' গ্লাসটা শেষ করল সুধা।

'আপনি আমাকে এই ঘরে ডেকে নিয়ে ঠিক কাজ করেননি!'

'কেন?'

'কিষেনলালজী এটা পছন্দ করবেন না।'

'আপনি কি ঢাকঢোল পিটিয়ে এই ঘরে এসেছেন?'

'তা নয়।'

'আপনার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কাল রাত্রে ট্রেনে যখন কিষেনলাল জ্ঞান হারিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন আমি আপনার সঙ্গে যা ইচ্ছে করতে পারতাম। ঘুম ভাঙার পর কিষেনলাল এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেনি। যে লোকের নিজের শরীরে অজস্র ঘা রয়েছে সে অন্যকে জামাকাপড় পরা দেখতেই পছন্দ করে।' সুধা সোফায় বসল।

অতীশ দাঁড়িয়েছিল, সুধার দিকে তাকিয়ে তার হঠাৎ-ই মনে হল, এই মেয়েটি তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। এবং যথেষ্ট সুন্দরী। কিষেনলালের সঙ্গে এর জীবন কি আদৌ সুখে কাটছে? জীবনের কথা মনে হতেই সে একটু গুটিয়ে গেল। মৃত্যুর খাঁড়া তার মাথার উপর ঝুলছে, যে কোনও মুহূর্তেই পুলিশ তার পরিচয় জেনে যাবে। যশোবন্ত ইতিমধ্যেই তাকে কব্জা করে নিয়েছে বলে ভাবছে। আবার সুধা তার মত করে এগোচ্ছে—সে কি করবে?

'খুব ভাবনায় পড়েছেন?'

সুধার গলা শুনে নিজেকে সামলে গ্লাস শেষ করে সে বলল, 'এবার চলি।'

'আপনাকে আমি এত তাড়াতাড়ি ছাড়ছি না।'

'তার মানে?'

'বসুন না। গল্প করি। আমি কি দেখতে এত খারাপ?'

'আপনি আমাকে প্রভোক করার চেষ্টা করছেন?'

'করছিই তো! যদি আপনার চৈতন্য হয়!'

'আমি যদি প্রভোকড্ হই?'

'আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তবে তার আগে আপনাকে বলতে হবে কেন আপনি পুলিশকে ভয় পাচ্ছেন? কি করেছেন আপনি?'

'তার মানে আপনি আমাকে ব্ল্যাক মেইল করছেন?'

'না। আপনাকে আমি সাহায্য করতে চাইছি।'

'সাহায্য? কেন? আপনি তো আমাকে চেনেনই না!'

'কে বলল?'

'আশ্চর্য! আপনি আমাকে গতকালই প্রথম দেখলেন। তখন নাম শুনেছেন অতীশ। আজ এই হোটেলের রেজিস্ট্রারে নাম দেখেছেন ডি রায়। এতে কতটুকু চিনলেন?'

'আপনি যা বললেন তা দিয়ে কি মানুষ চেনা যায়? গতরাত্রে আপনি আমাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পেয়েও ছেড়ে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলে আপনি যা খুশী করতে পারতেন। কিন্তু করেননি। এইটুকুই আপনার পরিচয়, যা আপনাকে চেনার পক্ষে যথেষ্ট। দোহাই, এবার বলবেন না আপনি কিষেনলালের মত প্রাকৃতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত! অবশ্য বললেও আমার কিছু এসে যায় না।'

'আমি গতকাল খুব ডিস্টার্বড ছিলাম। খুবই টেনশন হচ্ছিল। আমার শরীরও ভাল ছিল না। মদ খেতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। গতরাত্রে আমি চুপচাপ শুয়ে থেকেও ঘুমাতে পারিনি। এ অবস্থায় ওসব ভাবনা আমার মাথায় আসার কথা নয়।'

'কি নাম বলে ডাকব আপনাকে?'

'কেন?'

'বলুন না!'

'ওই অতীশই বলুন।'

'অতীশ, আপনি আমার পাশে এসে বসবেন? প্লিজ! ওহো, আপনার আমার গ্লাস শেষ হয়ে গিয়েছে, একটু ভরে দেবেন?'

অতীশ দুটো গ্লাসে মদ ঢেলে জল মিশিয়ে একটা সুধার হাতে দিয়ে পাশে বসল। সুধা চুমুক দিয়ে বলল, 'আজকে আমার দ্রুত নেশা হচ্ছে।'

'আর খাবেন না তাহলে।'

'দূর! হ্যাঁ, টেল মি—কী করেছেন?'

'আমি কিছুই করিনি।'

'আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, না?'

অতীশ চুপ করে রইল। পাশে সরে এল সুধা, 'বলুন, বিশ্বাস করতে খুব অসুবিধে

হচ্ছে? ভাবছেন আমি আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব?'

এই সময় টেলিফোন বাজল। সুধা চট করে ঘড়ি দেখল, 'এখনও তো একঘণ্টা হয়নি!' সে রিসিভার ধরে হ্যালো বলল।

ওপাশে কি হচ্ছে তা অতীশ জানে না। সে সুধাকে বলতে শুনল, 'তুমি এখন আর কথা বলতে পারছ না? ঘুমিয়ে পড়—হ্যালো, প্লিজ, ঘুমিয়ে পড়।'

সুধার কপালে ভাঁজ পড়ল। খুব বিরক্ত দেখাচ্ছিল ওকে। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল, 'হুঁ দা হেল ইউ আর! আমার সঙ্গে কথা বলার সাহস হয় কি করে? ওকে রিসিভারটা দিন—আই ওয়ান্ট হিম রাইট নাও! এখনই ওকে হোটেলে চলে আসতে হবে!...হ্যালো! হ্যালো! হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার বউ আমার সঙ্গে কেন কথা বলল? আমি ওর হুকুম কেন শুনব। তুমি চলে এসো—এখনই! কি? ওঃ, ঠিক আছে, কালই এসো। গুডনাইট।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সুধা।

'আমি কি যেতে পারি?' অতীশ জিজ্ঞাসা করল।

'কেন?'

'আপনি খুব আপসেট!'

'এটা না করলে কিষেনলাল আজ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারত না।'

'তার মানে?'

'ওর বউ আমাকে উপদেশ দিচ্ছে আর আমি সেটা মেনে নিচ্ছি শুনলে ওর মনে সন্দেহ আসত। ভাবত আমি কোনও ধান্দা করছি? আমি প্রতিবাদ করায় ও খুশী হল। ভাবল আমি ঠিকই আছি।'

'তার মানে আপনি অভিনয় করলেন?'

'না। ওর বউ আমার সঙ্গে কথা বলার সাহস পাচ্ছে দেখে আমি সত্যি রেগে গিয়েছিলাম। যাক গে, আপনি এখনও উত্তরটা দেননি!'

গ্লাস খালি করে নামিয়ে রাখল অতীশ, 'এই উত্তরটা আমার পক্ষে এখনই দেওয়া সম্ভব নয়। গুডনাইট।' দ্রুত দরজায় চলে এসে সেটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল অতীশ। লম্বা লম্বা পা ফেলে লিফটে উঠে নিজের ঘরে ফিরে এল।

ঘরে ঢুকে হুইস্কির বোতলটা চোখে পড়া মাত্র সেটা খুলল সে। গ্লাসে ঢেলে জল মিশিয়ে জানলার সামনে দাঁড়াল। সুধা কি চায়? কিষেনলালের নিশ্চয়ই প্রচুর টাকা আছে—অর্থাৎ সুধার টাকার অভাব নেই, অথচ তার ওপর জাল ফেলে সে গুটিয়ে তুলতে চাইছে। কেন?'

অতীশের মনে হল আজ রাত্রেই এখান থেকে চলে গেলে কেমন হয়? একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা! কোনও পাহাড়ি শহরে গিয়ে ঘরভাড়া নিয়ে সে থাকতে পারে, যেমন ডালহৌসি। খুব কম মানুষ সেখানে বেড়াতে যায়। তার কাছে যে টাকা আছে তাতে অন্তত একটা বছর কোনওমতে কি কাটাতে পারে না? যশোবন্ত এবং সুধার হাত থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র রাস্তা।

আজ সন্ধ্যা থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। এমন কি ডিনারের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, তবু তাও করা হয়নি। অতীশ বুঝতে পারছিল তার নেশা হচ্ছে। মাথা ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। ফোন করে ডিনার চাইবে নাকি? অতীশ ফোনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এইসময় সেটা শব্দ করে উঠল?

অতীশের মনে হল ডিনারের ব্যাপারে খোঁজ করছে। সে রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই যশোবন্তের গলা শুনতে পেল, 'অতীশ, কাজ এগিয়েছে।'

'বুঝলাম না।'

'এটা তোকে বুঝতে হবে না। শুধু জেনে রাখ, শোভনলালের স্ত্রী কথা দিয়েছে তোর বিরুদ্ধে এফ-আই-আর করবে না। কিন্তু ওর ছেলে এখন দিল্লিতে। ছেলে কি করছে তা মহিলা জানে না। কিন্তু সে ফোন করলে নিষেধ করে দেবে।'

'মহিলা জানে আমিই—।'

'কারও মনের কথা জানার দরকার নেই। কিন্তু তোকে কালই এখান থেকে চলে যেতে হবে। হোটেলে থাকা ঠিক হচ্ছে না।'

'চলে যাব? কোথায় যাব?'

'ভেবে দেখি। গুডনাইট।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ধপ্ করে বসে পড়ল অতীশ। এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে না মানে নিশ্চয়ই কোনও সমস্যা হয়েছে যা যশোবন্ত তাকে বলল না। যশোবন্ত যেন তার বস্ এমন ব্যবহার করছে। যদি ওর কথা সত্যি হয়, ফোন করে চণ্ডীগড়ে শোভনলালের সদ্যবিধবা স্ত্রীকে এফ-আই-আর না করাতে রাজী করতে পেরেছে—তাহলে নিশ্চয়ই দারুণ কাজ করেছে। আর এই কাজ যে সে করতে পারবে না। সদ্য খুন হওয়া স্বামীর আততায়ীকে ধরতে চাইছে না তার স্ত্রী, এমনটা ভাবা যায়? যারা গিয়েছিল তাদের নিশ্চয়ই কুখ্যাতি আছে, খুনের পর খুন করেও তারা অতীশের মত ভয়ে কুঁকড়ে থাকে না। শোভনলালের স্ত্রী সেটা বুঝেই মুখ বন্ধ করে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু দিল্লির পুলিশ অফিসার কাপুর সম্পর্কে যশোবন্ত যা বলেছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে লোকটা কি এত সহজে তাকে ছেড়ে দেবে। একটা বর্ণনা লোকটা পেয়েছে। আর শোভনলালের ছেলে তো তার হাতের মুঠোয়। মাথা খারাপ হবার উপক্রম হল অতীশের। শোভনলালের বউ যদি শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে কাপুরকে জানিয়ে দেয় সে লোক পাঠিয়ে প্রাণের ভয় দেখিয়েছে, তাহলে? যা কিছু রহস্য ছিল তা সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে যাবে কাপুরের কাছে। উপকার করার বদলে যশোবন্ত তাকে আরও অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলছে। কি উদ্দেশ্য ওর?

খালি পেটে মদ খেতে খেতে নেশা হয়ে যাচ্ছিল অতীশের। আর সেই সঙ্গে অনেক অনেক সময় বাদে ঘুম এল। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল সে। একটা গভীর অন্ধকার কুয়োর মধ্যে সে হৈ-হল্লা করে নেমে যাচ্ছিল। প্রথম দিকে একটা ক্ষণভাবনা কাজ করছিল, হাত বাড়িয়ে কিছু ধরে নিজেকে আটকাবার—শেষে তাও চলে গেল।
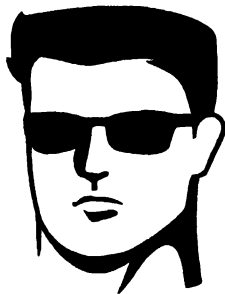
ক্যাপিটাল হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে নেমে একটু দাঁড়াল কাপুর। দীর্ঘকায়, ফর্সা, দামী গগল্‌স পরা মানুষটিকে দেখে হোটেলের দারোয়ান সোজা হয়ে দাঁড়াল। কাপুর হোটেলটাকে দেখছিল। দিল্লির অভিজাত হোটেলের পর্যায়ে পড়ে না বটে কিন্তু এদের হোটেল বেশ চালু। সমস্ত ভারতবর্ষের লোক দিল্লিতে কোন না কোন ধান্দায় এসে এই রকম হোটেলে ওঠা পছন্দ করে। যত সব দুনম্বরী ব্যাপার স্বচ্ছন্দে এইরকম হোটেলে করা যায়। মুশকিল হল হোটেলের মালিক সেসব চেপে রাখে যতটা সম্ভব। পুলিশকে জানালে খদ্দেরদের আস্থা চলে যাওয়ার ভয়ে মুখে কুলুপ এঁটে রাখে। এই যে এখানে একটা খুন হয়েছে, এদের একজন প্রায় নিয়মিত খদ্দের, তবু মুখ খুলছে না কেউ। অথচ প্রথমদিন খুনের খবর দেওয়ার সময়, ডেডবডি নিয়ে যাওয়ার পরও এদের কথাবার্তায় একটা সহজ ভাব ছিল। পরদিন হঠাৎই সেটা চলে গেল। এখন কেউ কিছু দ্যাখেনি, কেউ কিছু শোনেনি এমন ভাবভঙ্গী। কাপুর মাথা নাড়ল। তারপর হোটেলের ভেতর ঢুকে পড়ল।

রিসেপশনে যারা ছিল তারা কাপুরকে দেখে সন্ত্রস্ত। সেখানে পৌঁছে কাপুর একটু হেসে বলল, 'আমি আবার এলাম!'

যে মেয়েটি চার্জে ছিল সে জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন, আমরা কি করতে পারি?'

'আমি এখানে বেড়াতে আসিনি। আপনি গতকাল মিথ্যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন কেন?'

'আমি? না স্যার, যা জানি তাই বলেছি।'

'বলেননি।'

'আমি কি বলব স্যার! আপনি বরং আমাদের মালিকের সঙ্গে কথা বলুন। উনি বলেছেন কোন প্রয়োজন হলে ওঁর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে।'

'আমার এখন ওঁকে কোনও প্রয়োজন নেই। আর আমি যদি এখন মিথ্যে স্টেটমেন্ট দেবার অপরাধে আপনাকে ধরে নিয়ে যাই তো আপনাকেই যেতে হবে—ওঁকে নয়। তাই তো?'

মেয়েটির নাকে ঘাম জমল।

কাপুর বলল, 'খাতাটা বের করুন। হ্যাঁ, ভদ্রলোক সকাল সাতটায় হোটেলে এসেছেন। আপনি ডিউটিতে ছিলেন। ওঁর সঙ্গে কি ছিল মনে আছে?'

মেয়েটি বলল, 'আমি তো গতকাল বলেছি।'

'আজ আবার বলুন।'

'উনি একটা ব্রিফকেস নিয়ে এসেছিলেন।'

'কদিন থাকবেন বলেছিলেন?'

'ওটা ওপ্‌ন রেখেছিলেন।'

'একটা লোক সঙ্গে কোনও জামাকাপড় না নিয়ে এসে হোটেলে চেক ইন করছে দেখে কিছু প্রশ্ন মনে আসেনি আপনার? নাকি দুচার ঘণ্টার জন্যে ঘরভাড়া দেওয়ার রেওয়াজ এই হোটেলেও চালু আছে! বলুন?'

'না স্যার। আমি ভেবেছিলাম ওর ব্রিফকেসে হয়তো কিছু পোশাক আছে। অনেকে সেরকম নিয়ে আসেন। এর আগেও উনি একবার এইভাবে এসেছেন।' মেয়েটি জানাল।

'সাতটার সময় হোটেলে এসে উনি কোথায় বেরিয়েছিলেন?'

'মেয়েটিকে এবার বেশ নার্ভাস দেখাল। সে একটু সময় নিয়ে বলল, 'জানি না স্যার।'

'কখন ফিরলেন?'

'দশটার একটু পরে।'

'একা?'

'আমরা কাউকে ওঁর সঙ্গে দেখিনি স্যার।'

'আপনারা কেউ গতকাল বলেননি যে হোটেলে আসার পর উনি আবার বেরিয়েছিলেন। আমি নেহাৎই আন্দাজে কথাটা জিজ্ঞেস করলাম আর আপনি উত্তর দিলেন!' কাপুর বিরক্ত হল, 'একটা মানুষ খুন হয়েছে, অথচ তার খুনীকে ধরতে আপনারা পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না! যেটুকু সময় শোভনলাল এখানে ছিল তাতে কি কি বিল ওর নামে হয়েছে?'

'চেক আপ করতে হবে স্যার!'

'একটা লোক কদিন আগে মারা গিয়েছে অথচ তার বিল এখনও রেডি করেননি, এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। পেন্ডিং বিলের ফাইলটা দেখি!' হাত বাড়াল কাপুর।

মেয়েটি বাধ্য হয়ে একটা ফাইল এগিয়ে দিল। কাপুর দেখল তাতে অন্তত গোটা ত্রিশেক বিল ফাইল করা হয়েছে, 'এত বিল পেমেন্ট হয়নি?'

'না স্যার।'

'অফিসের অ্যাকাউন্টে যারা এই হোটেলে এসে ওঠে সেগুলো?'

'সেগুলা আলাদা।'

শোভনলালের বিল দেখতে পেল কাপুর। কম্প্যুটার থেকে বের করল।

একদিনের রুম রেন্ট, এক ছোট পট চা, এক বড় পট চা, দু ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের জন্যে হোটেলের গাড়িভাড়া বাবদ যা পাওনা হয় তা লেখা রয়েছে।

'সিঙ্গল কাপ চায়ের পটের দাম কত?'

'সতের টাকা।'

'তিরিশ টাকা তাহলে ডাবলের?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'শোভনলালের ডেডবডি যে অফিসার হোটেল থেকে নিয়ে যায় তার রিপোর্টে দেখেছি ওই ঘরের টেবিলে দুটো কাপ ছিল। দুটো কাপই ব্যবহৃত। আপনাদের কথা অনুযায়ী ওই দু কাপ চা শোভনলাল একা খেয়েছিল, তাই তো?'

'না স্যার। নিশ্চয়ই উনি ওর গেস্টের জন্যে চা বলেছিলেন। কিন্তু সেই গেস্ট কখন কিভাবে ওঁর ঘরে গিয়েছে তা আমরা লক্ষ্য করিনি।'

'যে বেয়ারা ওই চা সার্ভ করেছে তাকে ডাকুন।'

'ইয়েস স্যার।' মেয়েটি টেলিফোনে চাপা গলায় কিছু বলল কাউকে। তারপর মুখ তুলে বলল, 'স্যার, আপনি যদি এখানে না দাঁড়িয়ে আমাদের মালিকের ঘরে বসে কথা বলেন তাহলে সুবিধে হয়। বাইরের লোকজন এখানে আসছে তো—।'

'ঠিক আছে।'

মেয়েটির নির্দেশে একটি বেয়ারা ওকে নিয়ে এল যে ঘরে সেই ঘরে কেউ নেই। চেয়ারে বসল কাপুর। মেয়েটি তাকে ওখান থেকে সরিয়ে দিল যাতে মালিকের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। দরজায় শব্দ হল। একটি বেয়ারা ঢুকে নমস্কার করল।

'তুমি সেদিন সকালে আটশো দশ নম্বর ঘরে চা সার্ভ করেছ?'

'জী সাব।'

'মিথ্যে কথা বললে তুমি বিপদে পড়বে। কি নাম তোমার?'

'জাহাঙ্গীর।'

'বেশ। চা নিয়ে ঘরে ঢুকে তুমি দুজন লোককে দেখলে—কে হোস্ট কে গেস্ট তা চিনলে কি করে?'

'স্যার, সকালে আমি ওঁকে চা দিয়েছিলাম।'

'গুড। ওরা তখন কি করছিল?'

'কথা বলছিল। আমি ঢুকতে চুপ করে যায়।'

'গেস্টের চেহারা কি রকম? কোনও বৈশিষ্ট্য নজরে পড়েছে?'

'না স্যার। আমি অবশ্য ভাল করে দেখিনি।'

'কেন?'

'আমার কাজ ছিল—চা দিয়ে আসা। তাই করেছিলাম।'

কাপুর লোকটির দিকে তাকাল। লোকটা এবার চালাক হবার চেষ্টা করছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'গতকাল যখন পুলিশ জিজ্ঞাসা করেছিল তখন লোকটার কথা বলোনি কেন?'

'না স্যার, গতকাল কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি। আমার ডিউটি অফ ছিল।'

কাপুর উঠে দাঁড়াল, 'তুমি আমাদের সাহায্য কর। ওই লোকটাকে আমার চাই।

একটু ভেবে দ্যাখ, ওর চেহারার কিছুটাও মনে পড়ে কিনা।'

বেয়ারা মাথা নিচু করল। ভাবতে ভাবতে মাথা নাড়ল, 'না স্যার, কিছু মনে পড়ছে না।'

কাপুর বেরিয়ে এল। রিসেপশনকে বলল শোভনলালের ঘরটা খুলে দিতে। বডি নিয়ে যাওয়ার পর হোটেলের ওই ঘর পুলিশ সিল করে গিয়েছিল। গতকাল আবার খুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও হোটেল কর্তৃপক্ষ ওই ঘর কাউকে বরাদ্দ করেনি। ভেতরে ঢুকে চুপচাপ দাঁড়াল কাপুর। যে কোনও আরামদায়ক হোটেলের ঘর এইরকম হয়। আততায়ী খুন করেছে এখানে। লোকটার সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। খুন করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়েছে। পাশের ঘরের লোক গুলির আওয়াজ পেয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেছে একটি লোক একহাতে সুটকেস অন্য হাতে ব্রিফকেস নিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লোকটার দুটো হাতে যদি মাল থাকে, তাহলে দরজা খুলতে তার একটাকে নিচে রাখতে হয়েছে। বডি নিয়ে যাওয়ার আগে এ-ঘরের সব জায়গার হাতের ছাপ নেওয়া হয়েছে। তাহলে দরজার নবে আততায়ীর হাতের ছাপ থাকবে, চায়ের কাপেও থাকা উচিত। ফিরে গিয়ে ওগুলো নিয়ে বসতে হবে।

কাপুর সোফায় বসল। গতকাল খুলে দেবার পর নিশ্চয়ই এই ঘর পরিষ্কার করা হয়েছে। এখন কিছুই পাওয়া যাবে না। পাওয়ার থাকলে সেদিনই তার অধস্তন অফিসাররা পেয়ে যেত। কিন্তু এই হোটেলের লোকজন সত্যি কথা বলছে না!

সে ঘর থেকে বেরিয়ে লিফট পর্যন্ত গেল। লোকটা লিফট খুলেছিল—কিন্তু তারপরে এত লোক ওখানে হাত দিয়েছে যে কোন ছাপ আলাদা করা যাবে না, কাপুর নিচে নামল। দূরে রিসেপশন। লোকটা এখান থেকে বেরুতে গেলেও দারোয়ানের নজরে পড়বেই। অথচ দারোয়ানও বলেছে কাউকে সে বেরুতে দ্যাখেনি। এটা অসম্ভব ব্যাপার। তাহলে তো বিল না মিটিয়ে অনেকেই চুপচাপ মালপত্র নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে পারে!

হোটেলের সামনে থেকেই লোকটা নিশ্চয়ই কোনও গাড়িতে উঠেছিল। মৃতের ঘরে কোনও জিনিসপত্র পাওয়া যায়নি। মৃতের ব্রিফকেসটা নিয়ে আততায়ী বেরিয়ে গেছে। প্রথমে মনে হয়েছিল স্যুটকেসটাও সে ওই ঘর থেকে নিয়ে গেছে, কিন্তু এরা বলছে শোভনলাল শুধু ব্রিফকেস নিয়ে হোটেলে ঢুকেছিল। তাহলে? স্যুটকেস হাতে নিয়ে কেউ খুন করতে আসে?

কাপুর রিসেপশনের দিকে এগিয়ে গেল, 'মিস্টার ভার্মা কোথায়?'

'উনি দিল্লি গিয়েছেন স্যার।'

'কবে ফিরবেন?'

'ঠিক বলতে পারব না স্যার।'

'ফেরামাত্র আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।'

কাপুর হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এল। গাড়িতে ওঠার আগে চারপাশে তাকাল।

না, আততায়ী দুহাতে মালপত্র নিয়ে হেঁটে যেতে পারে না—এখান থেকেই গাড়িতে উঠেছে। সেটা দারোয়ানের নজরে না পড়ে উপায় নেই। শোভনলালের ব্রিফকেসে এমন কিছু ছিল যার জন্যে আততায়ী ওকে খুন করতে বাধ্য হয়েছে। আর আততায়ী দিল্লির লোক নয়। স্থানীয় মানুষ স্যুটকেস হাতে হোটেলে খুন করতে আসবে না।

কিন্তু রিসেপশন যদি মিথ্যে কথা বলে থাকে? যদি স্যুটকেসটা শোভনলালের হয়? হঠাৎ মনে পড়ে গেল কাপুরের, গাড়িতে না উঠে সোজা ফিরে গেল হোটেলে। মেয়েটিকে বলল, 'যে গাড়ি শোভনলালকে দু ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের জন্যে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল তার ড্রাইভারকে এখনই এখানে ডাকুন।'

মেয়েটিকে খুব নার্ভাস দেখাল। কিছু একটা বলার চেষ্টা করতেই কাপুর হাত তুলল, 'আমি কোনও অজুহাত শুনতে চাই না। এখন পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হচ্ছে—মাইকে ওর গাড়ির নাম্বার বলে এখানে আসতে বলুন!'

মেয়েটি বাধ্য হল আদেশ মান্য করতে। কাপুর সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে চলে গেল। একটু বাদেই লোকটাকে দেখা গেল হোটেলের দিকে এগিয়ে আসতে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ড্রাইভার?'

'জী।'

'শোভনলালকে নিয়ে সেদিন সকালে কোথায় গিয়েছিলে?'

'শোভনলাল!'

'যে এই হোটেলে খুন হয়েছে?'

'এয়ারপোর্ট।'

'কাউকে রিসিভ করতে গিয়েছিলে নিশ্চয়ই, লোকটার নাম কি?'

'জানি না স্যার।'

'লোকটার হাতে কিছু ছিল?'

'হ্যাঁ স্যার, একটা ছোট স্যুটকেস।'

'তারপর? ওকে নিয়ে শোভনলাল সোজা এই হোটেলে ঢুকেছে, তাই তো?'

'না স্যার!'

'তাহলে? এয়ারপোর্টে যে লোকটা তোমার গাড়িতে উঠেছিল সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? সত্যি কথা বল, নইলে ভীষণ বিপদে পড়বে।'

'রাস্তায় নেমে গিয়েছিল। হনুমান রোডের মুখে।'

'ঠিকানা জানো?'

'না স্যার। ওরা বাংলায় কথা বলছিল—আমি বাংলা বুঝি না।'

'বাংলা? তার মানে লোকটা বাঙালি?'

'বোধহয় তাই স্যার।'

'চেহারা কি রকম?'

ড্রাইভার ভাবতে লাগল। কাপুর বলল, 'ঠিকঠাক মনে কর।'

'অনেকটা ফারুক শেখের মতো ভালমানুষ ভালমানুষ।'

'ফারুক শেখ? সে কে?'

'স্যার, ফিল্ম আর্টিস্ট!'

'হোটেল থেকে তোমাকে বলা হয়নি পুলিশের কাছে কোনও কথা চেপে যেতে?'

'না স্যার।'

গাড়িতে উঠল কাপুর। সলিড কোন ক্লু পাওয়া গেল না। ড্রাইভারটা সব সত্যি বলছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে গেলে চারপাশ থেকে হৈ-হৈ শুরু হয়ে যাবে। এই হোটেলের মালিক মিস্টার ভার্মার প্রভাব কম নয়। শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে মারধোর করার পর বোকা বনতে সে রাজী নয়। কিন্তু তার এলাকায় খুন করে কেউ হাওয়া হয়ে যাবে এটা সে কিছুতেই মেনে নেবে না।'

আপাতত জানা যাচ্ছে, আততায়ী বাঙালি। সকালের ফ্লাইটে কলকাতা থেকে এসেছে। সঙ্গে একটা স্যুটকেস ছিল। তাকে এয়ারপোর্টে আনতে গিয়েছিল শোভনলাল, তার মানে ওই লোকটিকে বেশ গুরুত্ব দিত শোভনলাল। ড্রাইভারের বিবৃতি অনুযায়ী সেই লোক ফেরার পথে হনুমান রোডে নেমে গিয়েছে। কথাটা সত্যি হলে রিসেপশনের স্টেটমেন্টও মিথ্যে হচ্ছে না। হতে পারে, লোকটা নেমে গিয়েছিল আগে, তারপর হোটেলে এসে খুন করেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে যেখানে নেমেছিল সেখানে স্যুটকেসটা রেখে আসবে সে। সেটা না করায় সন্দেহ হচ্ছে দায়িত্ব নিতে চাইছে না বলে কারও নির্দেশে ওই হোটেলের সব কর্মচারী একসঙ্গে মিথ্যে বলছে। আততায়ীকে লুকোতে চাইছে ওরা। একজন বাঙালিকে কেন হোটেলের মালিক অথবা অন্য কেউ বাঁচাতে চাইবে? একটা লোক হোটেলে এসেছিল, চা খেয়েছে, খুন করেছে অথচ তাকে কেউ দ্যাখেনি!

অফিসে ঢুকেই খবরটা পেল কাপুর। দিল্লি থেকে একশ কিলোমিটার দূরে রেল-লাইনের পাশে প্রচুর টাকা ছড়িয়ে ছিল। দুজন গ্রামবাসী সেটা প্রথম দ্যাখে। দেখে তারা নিজেরা টাকাটা আত্মসাৎ করতে চায়। কিন্তু ভাগাভাগি সমান না হওয়ায় ঝামেলা আরম্ভ হয়ে যায়। কাছাকাছি থানায় খবর চলে যায়। পুলিশ গিয়ে প্রায় সত্তর হাজার টাকা উদ্ধার করে। সন্দেহ করা হচ্ছে চলন্ত ট্রেন থেকে ওই টাকা ছড়িয়ে পড়েছে। না ছড়িয়ে যা পাওয়া যায়নি এমন টাকা অনেক থাকতে পারে। গরীব গ্রামবাসীরা রেললাইনের দুপাশের ঝোপঝাড়জলা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে। একটা ব্রিফকেস পাওয়া গিয়েছে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়—তার মধ্যে কিছু ছিল না।

খবরটার শেষ অংশ কাপুরকে উত্তেজিত করল। ব্রিফকেস-ভর্তি টাকা কেউ ইচ্ছে করে ট্রেনের বাইরে ছুঁড়ে ফেলবে না। যদি কেউ ছিনতাই করে পালাতে গিয়ে ফেলে দিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই যার গেছে সে পুলিশকে জানাতো।

আধ ঘন্টা ধরে টেলিফোনে যে খবর কাপুর পেল তার সারমর্ম হল, কেউ কোন স্টেশনে এইরকম ডায়েরি করেনি। কাপুর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য পুলিশের বড়কর্তাকে

টেলিফোন করল। করে জানল এই পড়ে পাওয়া টাকার রহস্য এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সে অনুরোধ করল ওই ব্রিফকেসটির জন্যে—সে তদন্ত করছে এখন একটি মার্ডার কেসের সঙ্গে ওই ব্রিফকেসের সংযোগ আছে কিনা সেটা যাচাই করা দরকার।

এইসময় থানা থেকে ফোন এল। শোভনলালের ছেলে তার বাবার মৃতদেহ নিয়ে চণ্ডীগড়ে রওনা হতে চাইছে এখনই। ওদের ট্রাক তৈরি।

কাপুর জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে জেরা করেছেন?'

ওসি বললেন 'সামান্য। এত আপসেট হয়ে আছে যে কথা বলার অবস্থায় নেই।'

'ওকে একটু অপেক্ষা করতে বলুন, আমি আসছি।'

মিনিট দশেকের মধ্যে থানায় পৌঁছে গেল সে। ওসির টেবিলের উল্টোদিকে বসে ছেলেটি বলছিল, 'কেন আমাকে আপনারা যেতে দিচ্ছেন না? যত সময় যাবে তত বডি নষ্ট হবে!'

ওসি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কাপুরকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। নিজের চেয়ার ছেড়ে দিয়ে পাশে সরে গেলেন। কাপুর সেই চেয়ারে বসল।

ছেলেটির বয়স তেইশ-চব্বিশ হবে। ফর্সা, রোগা এবং বুদ্ধিদীপ্ত। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে ওর ওপর দিয়ে বেশ ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

কাপুর বলল, 'আপনাকে দেরি করিয়ে দেবার জন্যে দুঃখিত।' তারপর ওসিকে জিজ্ঞাসা করল, 'বডির চারপাশে ভাল করে বরফ দিয়ে দেওয়া হয়েছে?'

ওসি পাশের চেয়ারে বসে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার। তবে যা গরম—।'

কাপুর ছেলেটির দিকে তাকাল, 'আপনি এখন খুব আপসেট হয়ে আছেন, কিন্তু আপনার বাবার মৃত্যু যেহেতু একজন খুনীর হাতে হয়েছে তাই আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছে। আপনি বাবার মৃত্যুর জন্যে কাকে সন্দেহ করছেন?'

ছেলেটি বলল, 'এই কথাটা আমি এর আগে কয়েকবার বলেছি। আমি কারও নাম মনে করতে পারছি না।'

'আপনার বাবা কবে দিল্লি এসেছিলেন?'

'যেদিন খুন হয়েছেন তার আগের রাত্রে চণ্ডীগড় থেকে রওনা হন।'

'কেন?'

'ব্যবসার কাজে। বাবা সিরিয়ালের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেইজন্যে তাঁকে প্রায়ই দিল্লিতে আসতে হত।'

'উনি সঙ্গে কি নিয়ে এসেছিলেন?'

'একটা ব্রিফকেস ছাড়া কিছু আনেননি।'

'আচ্ছা! এখানে কার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন?'

'আমি জানি না। ব্যবসার ব্যাপারে বাবা আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন না।'

'সেদিন এয়ারপোর্টে উনি গিয়েছিলেন একজন বাঙালি ভদ্রলোককে রিসিভ করতে।

আপনি অনুমান করতে পারেন তিনি কে?'

'বাঙালি?'

'হ্যাঁ। হনুমান রোডের কাছে থাকেন!'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে বাবার পার্টনার বাঙালি, তিনি থাকেন কলকাতায়। দিল্লিতে নাকি অনেক আগে থাকতেন, সেইসময় থেকে বাবার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। কিন্তু রায় আঙ্কলের কোনও বাড়ি দিল্লিতে নেই বলেই আমি জানি।'

'পুরো নাম কি?'

'অতীশ রায়।'

'আপনি মনে হয় ভাল চেনেন!'

'হ্যাঁ, উনি খুব ভাল মানুষ।'

'এই ভদ্রলোক কি আপনার বাবাকে খুন করতে পারেন না?'

'নো। অন্তত আমার তা মনে হয় না। উনি খুব নরম প্রকৃতির মানুষ।'

'পেছন থেকে দেখতে ওঁকে কিরকম লাগে, বর্ণনা দিন!'

ছেলেটি ভাবার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'অনেকদিন দেখিনি, গুলিয়ে যাচ্ছে। তবে লম্বা, কাঁধ চওড়া, মাথার চুল কমে গিয়ে একটু টাক পড়েছে।'

'মাথায় টাক পেছন থেকে দেখা যায়?'

'না, ঠিক তা নয়—।'

'ফারুক শেখের মত দেখতে?'

'এ্যাঁ! হ্যাঁ, কিছুটা।'

'তাহলে এই রায়কেই আপনার বাবা এয়ারপোর্ট থেকে এনেছিলেন! কিন্তু তিনি পরে হোটেলে গিয়েছেন কিনা—, ওঁর ফোন নাম্বার জানা আছে?'

'এখানে কোথায় উঠেছেন জানি না। তবে কলকাতার নাম্বার বাড়িতে লেখা আছে।'

'আপনি এখনই চণ্ডীগড়ে ফোন করে নাম্বারটা জেনে নিন।'

ছেলেটি টেলিফোন টেনে নিয়ে এস টি ডি করল। লাইন পাওয়া গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—'হ্যালো, সুন্দরলাল বলছি। মা কেমন আছে? হ্যাঁ, দাও। হ্যালো মা, আমি দিল্লির পুলিশ থানা থেকে বলছি। একটু বাদেই ট্রাক নিয়ে রওনা হচ্ছি, কিন্তু পুলিশ বাবার পার্টনার রায় আঙ্কলের টেলিফোন নাম্বার চাইছে—এ্যাঁ! ও—ও। কিন্তু...ঠিক আছে। রাখছি।' ছেলেটা ফোন রেখে দিল।

কাপুর লক্ষ্য করছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে বলতে ছেলেটার মুখের চেহারা হঠাৎ বদলে গেল। প্রথমে চোয়াল শক্ত হল, তারপর ভয়ের ছায়া পড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'নাম্বার নিয়েছেন?'

রুমালে মুখ মুছল ছেলেটি, 'না। মায়ের মনের অবস্থা এখন কিছু খুঁজে দেখার মত নেই। আচ্ছা আমি যেতে পারি?'

'সুন্দরলাল! আমি চাই আপনার বাবার খুনী ধরা পড়ুক। এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার। আপনি একটা স্টেটমেন্ট দিন। যাদের সন্দেহ হয়, তাদের নাম বলুন।'

সুন্দরলাল বলল, 'আমি একটু ভেবে বলব। চট করে কোনও নাম মনে আসছে না।'

'তার মানে আপনার বাবার কোনও শত্রু ছিল না?'

'থাকলেও আমি জানি না।'

'আপনি এ ব্যাপারে কোনও ডায়েরি করতে চান?'

'না। এখনই না।'

'শুনুন। আপনার বাবা চণ্ডীগড় থেকে আসার সময় ব্রিফকেসে কত টাকা নিয়ে এসেছেন সেটা জানেন?' কাপুর অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'না। বাবা আমাকে কিছু বলে আসেননি।'

'ঠিক আছে। আপনার বাবার শেষকৃত্য আগামীকালের মধ্যে হয়ে যাবে বলে আশা করছি। হয়ে যাওয়া মাত্র আপনি চণ্ডীগড় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।' কাপুর উঠে দাঁড়াল। ওসি-কে জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁর ফোন নাম্বার ঠিকানা নোট করা আছে?'

ওসি বললেন, 'ইয়েস স্যার।'

সুন্দরলাল তার বাবার মৃতদেহ নিয়ে চণ্ডীগড় রওনা হল। কাপুরের মনে হচ্ছিল ফোনে কথা বলার সময় থেকেই ছেলেটা কেমন বদলে গেল। সে ওসিকে জিজ্ঞাসা করল তিনি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন কিনা!

ওসি বললেন, তিনিও এ ব্যাপারে একমত। গতকাল চণ্ডীগড় থেকে এসে ছেলেটা খুব কান্নাকাটি করেছিল। যে কোনও সন্তানই বাবার অকস্মাৎ মৃত্যুতে ভেঙে পড়ে। বডি আইডেন্টিফাই করার পর ও খুব ইমোশনাল হয়ে পড়ে। তখন ওকে আমি প্রেসার দিইনি। আজ সকাল থেকে প্রশ্ন করেছি। তখন বলেছে ওর বাবা খুব ক্লিন জীবনযাপন করেনি। যার সঙ্গে ব্যবসা করেছে সে-ই বাবার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনেছে। ইদানীং সিরিয়াল ব্যবসায় নেমেছিল। 'তসবীর' বলে সিরিয়াল ওরাই প্রোডিউস করেছিল। সুন্দরলাল বলেছিল বাবাকে কেউ খুন করতে পারে বলে সে ভাবতেও পারেনি। কারণ তার বাবা সঙ্গে সবসময় বিদেশি রিভলভার রাখতো।

'লাইসেন্সড?' কাপুর জানতে চাইল।

'জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সেটা—সুন্দরলাল জানে না। কিন্তু হোটেলের ঘরে আমরা কোনও অস্ত্র খুঁজে পাইনি, অথচ ফোনটা করার পর ও একদম পাল্টে গেল। আমার মনে হয় স্যার, ওকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে মুখ না খুলতে!'

'সুন্দরলাল তো ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলল। তিনি—।'

'আমরা জানি না টেলিফোনে কে কথা বলেছে।'

কাপুর কাজের মধ্যে ফিরে গেল। ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিপোর্ট মিলিয়ে দেখল। দরজার নবে

অনেক আঙুলের ছাপ। বিশেষজ্ঞের মতে বাঁ হাতের দুটো আঙুলের ছাপও রয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে কোন ল্যাটা লোক দরজা খুলে বের হয়েছে। চায়ের কাপে যে আঙুলের ছাপ তার সঙ্গে দরজার নবের কোনও ছাপের মিল নেই। তাহলে যে চা খেয়েছে সে ল্যাটা ছিল না! অথচ পেয়ালার আঙুলের ছাপের সঙ্গে দরজার নবের কেন ছাপের একটুও মিল নেই? ফাঁপরে পড়ল কাপুর। হঠাৎ মনে হল, এমনও তো হতে পারে, বাঁ হাতে ব্রিফকেস ছিল লোকটার! সেটা মেঝের ওপর নামিয়ে বাঁ হাত দিয়ে নব ঘুরিয়েছে!

কাপুর খুব হতাশ হচ্ছিল। এখন পর্যন্ত অনুমান ছাড়া কোনও সলিড প্রমাণ সে পায়নি। অবশ্য এয়ারপোর্টে গিয়ে কোনও বাঙালিকে রিসিভ করার ব্যাপারটাকে যদি সে জোর দেয়, তাহলে ওই থেকে একটা সূত্র পাওয়া যেতে পারে। লোকটা যদি শোভনলালের পার্টনার হয় তাহলে দিল্লিতে থেকেও হোটেলে দেখা করতে আসেনি কেন? মৃত্যুসংবাদ সব কটা স্থানীয় কাগজে বেরিয়েছে, টিভিতে বলেছে। পার্টনার খুন হয়েছে শুনলে ওর তো ছুটে আসা উচিত! অথচ লোকটা আসেনি! অপরাধী না হলে কেউ এভাবে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে না। কাপুর লোক পাঠাল মাণ্ডি হাউসে। টিভির কর্তাদের কাছে তসবীর সিরিয়ালের প্রযোজকদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে।

বিকেলবেলায় প্যাকেট এল। রাজ্য পুলিশ তৎপর হয়ে পাঠিয়েছে। প্যাকেট খুলে দেখা গেল ভেঙে তুবড়ে যাওয়া একটা ব্রিফকেস। এখন যা চেহারা এবং অবস্থা তা এর মালিকের কাছেও অচেনা বলে মনে হবে। পরীক্ষা করার পর দুটো তথ্য পেল কাপুর। এই ব্রিফকেসের ভেতর গোপন চেম্বার ছিল। যতই ভেঙে দুমড়ে যাক, চেম্বারের ফাঁকটা বোঝা যাচ্ছে। তার মানে টাকাগুলো ওখানেই লুকনো ছিল। আততায়ী খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে ব্রিফকেসটাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলেছে। ব্রিফকেসের সামনের দিকের একটি অংশ এখনও অটুট, সেখানে ইংরেজি এস অক্ষরটি জ্বলজ্বল করছে। সাধারণত ডানদিকেও এরকম আর একটি অক্ষর থাকে। জায়গাটা উড়ে যাওয়ায় সেখানে কি ছিল তা বোঝা যাচ্ছে না।

তবু কাপুরের ধারণা হল এটাই শোভনলালের ব্রিফকেস। কিন্তু সেই সঙ্গে ধন্দ শুরু হয়ে গেল। এটা পাওয়া গিয়েছে দিল্লি ছাড়িয়ে যে লাইন পঞ্জাবে যাচ্ছে তার পাশে। অর্থাৎ আততায়ী দিল্লি থেকে পাঞ্জাবে যাচ্ছিল। কলকাতার বাঙালি হলে সে কেন পাঞ্জাবে যাবে? তাহলে কি চণ্ডীগড় থেকে শোভনলালের কোনও পুরনো শত্রু দিল্লিতে এসে খুন করে ফিরে গেল? কিন্তু সে এত ঝুঁকি নেবে কেন? কাজটা তো সে চণ্ডীগড়েই অনায়াসে করতে পারত।

কাপুর তার একজন স্টাফকে নিউ দিল্লি স্টেশনে পাঠাল। পরশু দিন দুপুর বারোটার পর পঞ্জাবগামী যেসব ট্রেন ছেড়েছে তার কোনটায় বাঙালি উপাধির কোন মানুষ টিকিট কেটেছে কিনা। কাটলে তাদের সম্পর্কে ডিটেলস নিতে আসতে। আর সেই সঙ্গে কুলিদের কাছে খোঁজখবর নেওয়া, পরশু দুপুরে কোনও বাঙালি বাবু একহাতে

স্যুটকেস অন্যহাতে ব্রিফকেস নিয়ে স্টেশনে ঢুকেছিল কিনা। এটা অবশ্য কারও মনে থাকার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া সময়টা দুপুরের বদলে রাত্রেও হতে পারে। বোঝাই যাচ্ছে রাত্রে যে ট্রেন ছেড়েছে তা থেকেই ব্রিফকেস পড়েছিল। তবু একটা চান্স নেওয়া, যদি কেউ কিছু মনে রাখে।

মাণ্ডি হাউস থেকে খবর সংগ্রহ করে লোক ফিরে এল। 'তসবীর' সিরিয়ালের প্রযোজক ছিল যে সংস্থা তার দুজন অংশীদার। একজন শোভনলাল অন্যজন অতীশ রায়। এদের দিল্লিতে কোনও ঠিকানা নেই। চণ্ডীগড়ে মূল অফিস এবং শাখা অফিস কলকাতায়। কাপুর মিলিয়ে দেখল চণ্ডীগড়ের অফিসের ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার শোভনলালের বাড়ির। কলকাতা অফিসের নাম্বারে সে ফোন করল। একজন ভদ্রমহিলা ফোন ধরলেন। কাপুর ভদ্র গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার অতীশ রায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

মহিলা জবাব দিলেন, 'উনি নেই। আপনি কে বলছেন?'

'কোথায় পাওয়া যাবে ওঁকে?'

'উনি দিল্লিতে গিয়েছেন ব্যবসার কাজে। কে বলছেন?'

'আমি সিরিয়ালের ব্যাপারেই বলছি মাণ্ডি হাউস থেকে। উনি দিল্লিতে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি। ওঁর পার্টনারও কি দিল্লিতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। তার সঙ্গে দেখা করতেই উনি দিল্লি গিয়েছেন।'

'কবে ফিরবেন কিছু বলেছেন?'

'না।'

'অনেক ধন্যবাদ।' লাইন কেটে দিল কাপুর। তারপর মনে মনে বলল, 'এই লোকটাকে আমার চাই। একে পেলে অনেক রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।

টেলিফোন বাজল। স্টেশন থেকে কর্মচারীটি জানাচ্ছে, 'স্যার, পরশু সারাদিনে একটি বাঙালির নাম পাচ্ছি। রাত্রের ট্রেনে রওনা হয়েছে। এ রায়—অনেকে বলছে রায় টাইটেল নাকি ননবেঙ্গলিদেরও হয়। তাই ঠিক—।'

'কোন্ স্টেশনের টিকিট কেটেছিল?'

'লুধিয়ানা।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, চলে এসো।' কাপুর রিসিভার নামিয়ে রাখল।
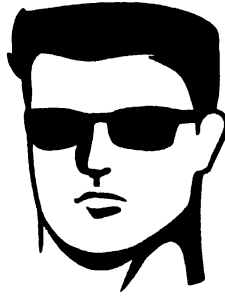
সারাটা রাত তো বটেই, সারাদিন ঘুমিয়ে কাটাল অতীশ। শেষ পর্যন্ত বিকেল পেরিয়ে তার ঘুম ভাঙতেই মনে হল ঠোঁট গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। সে চিৎ হয়ে শুলো এবং তখনই বুঝতে পারল গতরাত্রে মাতাল হয়ে গিয়েছিল। ডিনার করা হয়নি, জামাপ্যান্ট পাল্টায়নি, কাটা গাছের মত বিছানায় পড়ে গিয়েছিল। ওইসময় যদি পুলিশ আসতো তাহলে কিছুই করার ছিল না। সে ঠিক করল ওইভাবে গোগ্রাসে আর মদ খাবে না। কলকাতাতেও সে কখনও মাতাল হবার মত মদ্যপান করে না। কি যে হল গতরাত্রে!

টয়লেট থেকে বেরিয়ে শরীরটা তাজা লাগল। টেলিফোনে চা এবং খবরের কাগজ বলেছিল। বেয়ারা সেগুলো দিয়ে যেতে চোখ রাখল—প্রথম পাতায় খবরটা...রেল লাইনের ধারে টাকা উড়েছে। পাঞ্জাবগামী চলন্ত ট্রেন থেকে কেউ টাকাভর্তি ব্রিফকেস ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। গ্রামবাসীরা সেই টাকা নিয়ে মারপিট শুরু করার পর পুলিশ হস্তক্ষেপ করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যার টাকা হারিয়েছে সে পুলিশের কাছে কোনও ডায়েরি করেনি। পুলিশ তদন্ত করছে।

খবরটা পড়ে চায়ের কথা ভুলে গেল অতীশ। যাচ্চলে! তাহলে ওই ব্রিফকেসে টাকা ছিল এবং সে বুঝতে পারেনি! মেনে নিলে যে টাকাটা শোভনলাল তাকে দিত সেটাই চোরা খোপে রেখে দিয়েছিল? ওখানে টাকা আছে জানলে ব্রিফকেসটা ফেলে দেবার প্রশ্নই উঠত না। টাকার শোকের পাশাপাশি আর একটা ভয় শিরদাঁড়া স্পর্শ করল। আজ নয় কাল পুলিশ জানতেই পারবে ব্রিফকেসটা কার? এবং সেই সঙ্গে তারা এও জেনে যাবে শোভনলালের খুনী দিল্লি থেকে পঞ্জাবে চলে এসেছে। নিজের মৃত্যুবাণ সে অজান্তেই রেখে দিয়ে এসেছে ট্রেন লাইনের ধারে। ছুঁড়ে ফেলার আগে একবারও মনে হয়নি একথা। ঠাণ্ডা চা গলায় ঢালতেই দরজায় শব্দ হল।

অতীশ দরজা খুলতেই যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কাগজ দেখেছিস?'

মাথা নিঃশব্দে নাড়ল অতীশ।

'তুই কিরকম বুদ্ধু ভেবে দ্যাখ! টাকা তো গেল, প্রমাণও রেখে এলি।' ঘরে ঢুকল যশোবন্ত, 'শোভনলালের ডেডবডি নিয়ে ওর ছেলে আজই চণ্ডীগড়ে ফিরে গিয়েছে। রাত্রে শেষকৃত্য হবে। কিন্তু তোর কি হয়েছে?'

'মানে?'

'আমি তো ভেবেছি তুই সুইসাইড করেছিস। ফোন বেজে গেছে ধরিসনি। হোটেলের মাস্টার কী দিয়ে দরজা খুলে বেয়ারা দেখে গেছে মড়ার মত ঘুমোচ্ছিস। আমি নিষেধ করেছিলাম ডাকতে। কাল রাত্রে কত পেগ মাল খেয়েছিস?' বলতে বলতে বোতলটা তুলে চোখের সামনে ধরে সে মাথা নাড়ল, 'নাঃ, খুব বেশি তো খাসনি! তাহলে?'

'শরীরটা কাহিল হয়ে পড়েছিল—অত টেনশন—!'

বোতল নামিয়ে রেখে যশোবন্ত বলল, 'শোভনলালের ছেলে এখন পর্যন্ত পুলিশকে কোনও স্টেটমেন্ট দেয়নি। তোর ফোন নাম্বার চেয়ে দিল্লি থেকে ফোন করেছিল বাড়িতে, তখনই বোধহয় ওকে মুখ খুলতে নিষেধ করে দিয়েছে বাড়ির লোক।'

'আমার ফোন নাম্বার?'

'হ্যাঁ। তুই শোভনলালের পার্টনার, তোর নম্বর পুলিশ চাইতেই পারে।'

'তুই জানলি কি করে?'

'সেটা জানি বলেই আমি বলছি। যাক গে, শোভনলালের ফ্যামিলিকে ম্যানেজ করা গেছে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছে ওরা ভয় পেয়েছে বলে। ভয় দেখিয়ে বেশিদিন মানুষকে বশে রাখা যায় না। ওরা অবশ্য এখনও জানে না খুন তুই করেছিস আর তোর জন্যে ওদের ভয় দেখানো হচ্ছে! আমার লোক আজ শোভনলালের সৎকার হয়ে গেলেই ওর ছেলের সঙ্গে কথা বলবে। ছেলেটা কি বলে তার ওপর তোর ভাগ্য নির্ভর করবে।'

'তার মানে?'

'কেসটা চালাতে টাকা চাই। এর মধ্যে আমার ভাল টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। তোর কাছে এখন কত টাকা আছে ক্যাশ?' যশোবন্ত সরাসরি জানতে চাইল।

'হাজার পঞ্চাশেক।'

'দূর! ওটা তো এই হোটেলের বিল মেটাতেই চলে যাবে।' হাসল যশোবন্ত।

'আমি চেষ্টা করে কলকাতা থেকে কিছু টাকা আনাতে পারি।'

'কলকাতা থেকে টাকা আনতে গেলে পুলিশের কাছে ফেঁসে যাবি। কিন্তু টাকাটা আমার এখনই চাই। যারা সাহায্য করবে তারা হাত পেতে বসে আছে। টাকা না পেলে কেউ এগোবে না। তুই ভাব, আমিও ভাবি। আর হ্যাঁ, টাকার ব্যবস্থা হলে কালই তোকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

'চলে যাব?'

'হ্যাঁ। ব্রিফকেসটা আমাকে চিন্তায় ফেলেছে। এখান থেকে নব্বই কিলোমিটার দূরে আমার একটা খামারবাড়ি আছে, জায়গাটার নাম শক্তিমানপুর—চারপাশে মাঠ আর ক্ষেত, ওখানে থাকবি হাওয়া ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত। গুড নাইট।' যশোবন্ত চলে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল অতীশ। তারপর রুম সার্ভিসকে বলল খাবার দিতে, প্রচণ্ড খিদে পাচ্ছে তার। খাওয়া শেষ করে মনে হল, যশোবন্ত অকারণে তার ওপর চাপ দিচ্ছে। মুখ বন্ধ করার জন্যে টাকা টাকা করছে ও, সেটার কোনও হিসেব কখনও

পাওয়া যাবে না। কাল যে অঙ্ক ও বলেছিল তত টাকা বনানী মরে গেলেও যোগাড় করতে পারবে না। তাহলে তার ফ্ল্যাট বিক্রি করতে হয়। সেটা করার চেয়ে তার আত্মহত্যা করা উচিত। তখনই মনে হল কেন সে আত্মহত্যা করবে? সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার আছে। এই টাকা নিয়ে কোথাও পালিয়ে গেলে কেমন হয়? যশোবন্তকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। যে লোকটা তাকে হোটেলে এসে উঠতে নেমন্তন্ন করেছিল, সেই এখন পরোক্ষে বলে গেল বিল মেটাতে!

বনানীর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল খুব। সব কথা খুলে বলা উচিত। কিন্তু কথা বলতে গেলে হোটেলের বাইরে যেতে হয়। ঘর থেকে লাইন চাইলে সবটাই যশোবন্ত জেনে যাবে। এখন তার কাছে যশোবন্ত আর পুলিশ একই ব্যাপার।

টেলিফোন বাজল। তিনবারের বার রিসিভার তুলল সে। পুরুষকণ্ঠ। সাড়া দিতেই চেঁচিয়ে উঠল ওপারে, 'আরে আপনি মোশাই এই হোটেলে আছেন অথচ আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না, এ কেমন কথা! চলে আসুন, আমার ঘরে চলে আসুন!'

'কে বলছি? আমি কিষেনলাল। টেরেনে আলাপপরিচয় হয়েছিল, মনে নেই?'

'ও।'

'চারশো আঠাশ নম্বর ঘর। চলে আসুন।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অতীশ। এটা কি রকম ব্যাপার হল? লোকটা জানল কি করে সে এই ঘরে আছে? সুধা বলেছে? আশ্চর্য! তাছাড়া এখন সন্ধে সাতটা। গতকাল এর আগেই কিষেনলাল বেরিয়ে গিয়েছিল ওর বউ-এর কাছে। আজও তো আর এক বউ-এর বাড়িতে যাওয়ার কথা। তাহলে?

মিনিট খানেক বাদে সে উঠল। একা ঘরে বসে থাকলে দুশ্চিন্তা বারংবার ছোবল মারে। কিছুতেই স্বস্তি পায় না সে। তার চেয়ে কথা বলতে পারলে একটু অন্যমনস্ক থাকা যাবে। চারশো আঠাশ নাম্বারের দরজায় পৌঁছে গেল সে।

দরজা খুলল সুধা। যেন তাকে চেনে না এমন ভাব করে সরে দাঁড়াল। কিষেনলাল বিছানায় বসে আছে কোলবালিশ পায়ের ওপর নিয়ে। বলল, 'আসুন, আসুন। কি তাজ্জব কথা, আপনি এখানে আছেন জানতাম না! তা সুধা বলল কাল ওর ক্যামেরায় ছবি তুলেছিল। সেই ছবি দেখে পরে জেনেছে আপনিও এখানে। শুনে রিসেপশনে ফোন করলাম। এই হোটেলে এখন একজনই বাঙালিবাবু আছেন—আপনাকে ধরে ফেললাম ফোনে।'

সোফায় বসল অতীশ। কিষেনলাল হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার মুখ দেখছ, এ্যাঁ! ঘরে মেহমান এসেছে, স্কচ ঢালো!' তৎক্ষণাৎ সুধা হুকুম মান্য করল।

গ্লাস হাতে নিয়ে কিষেনলাল বলল, 'নিন, শুরু করুন। আরে মশাই, মুখ বন্ধ করে কি মাল খাওয়া যায়? আমার ছোটবউ খুব গোসা করে আছে আজ।'

'কে বলেছে? আমি কারও ওপর রাগ করিনি।'

'হা-হা-হা।'

'আপনি আজ আর বের হননি?'

'নাঃ, দুপুরের খবর হল যে বউ-এর কাছে যাওয়ার কথা তার খুব জ্বর এসেছে। তা গেলে তো পেশেন্টের সেবা করতে হবে। আমার চেয়ে ওর ডাক্তার নার্স দরকার এখন। তা আপনি কদিন থাকবেন এখানে?'

'ঠিক নেই।'

'বহুৎ ভারি ব্যবসার কাজ নিয়ে এখানে এসেছেন বলে মনে হচ্ছে!'

'না, সে রকম নয়।'

হঠাৎ সুধা বলল, 'আজ কাগজে দেখলাম যে ট্রেনে আমরা এসেছি সেই ট্রেন থেকে কেউ টাকাভর্তি ব্রিফকেস বাইরে ফেলে দিয়েছিল। সকালে গ্রামের লোক তার কিছু টাকা খুঁজে পেয়েছিল।'

'সেকি? টাকাভর্তি ব্রিফকেস? ফেলে দিয়েছিল? কে?'

'কে তা পুলিশ এখনও জানতে পারেনি।'

'কার টাকা?'

'কোনও চুরি-ছিনতাই-এর টাকা! যার গেছে সে-ও চেপে গেছে!'

'আরে শালা, বাইরে না ফেলে আমাকে দিয়ে দিতে পারত!'

'আমার মনে হয় বাইরে ফেলতে চায়নি—'

'তাহলে?'

'কাউকে দিয়ে ব্রিফকেসটা পাচার করতে চেয়েছিল। পুলিশের ভয়ে মাঝরাস্তাতে সাহায্য পায়নি, কিন্তু যে লোকটা নিয়ে পালাচ্ছিল তার হাত থেকেই পড়ে গেছে।'

'না-না, এ ঠিক হল না। পড়লে ট্রেনের মধ্যেই পড়ত, বাইরে পড়বে কেন?' এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে ফেলল কিষেনলাল।

অতীশ বুঝতে পারছিল সুধার উদ্দেশ্য কি? এসব কথা যে তাকে শোনানোর জন্যে তাতে সন্দেহ নেই। হঠাৎ সুধা বলল, 'আপনি আজ সারাদিন কি করলেন, ব্যবসা?'

কিষেনলাল নতুন গ্লাস নিয়ে মাথা নাড়ল, 'আপনি দুপুর থেকে ঘরে ছিলেন না, টেলিফোন করলে নো-রিপ্লাই হচ্ছিল।'

'হ্যাঁ, ওই একটু।' বাক্য শেষ না করে হাসার চেষ্টা করল অতীশ।

কথা বলছিল কিষেনলালই। ক্রমশ তা অসংলগ্ন হয়ে গেল—লোকটার কথা জড়িয়ে যেতে লাগল, চোয়াল ঝুলে গেল, হাত থেকে গ্লাস খসে পড়তেই সুধা সামান্য ঠেলল। সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল কিষেনলাল। তার মাথা বালিশের ওপর তুলে দিয়ে সুধা জিজ্ঞাসা করল, 'আজ সারাদিন কোথায় ছিলেন?'

'বললাম তো!'

'না, আপনি হোটেল থেকে বের হননি। আমি রিসেপশনে চেক করেছি।'

'শরীর কাহিল ছিল। সারাদিন ঘুমিয়েছি।'

'সর্বনাশ! দিন গ্লাসটা।'

'না, আর খাবো না আজ।'

'আপনাকে আর খেতে বলতাম না আজ। ওটা সরিয়ে দেবার জন্যে চেয়েছিলাম।'

'ওঁর ঘুম ভেঙে যেতে পারে।'

'না, ভোরের আগে ভাঙবে না। ওর লিভারের অবস্থা ভাল নয়। ওষুধ খেতে হচ্ছে—সেই সঙ্গে অ্যালকোহলও খাচ্ছে। কদিন বাঁচবে জানি না।'

'ওকে মদ খেতে দিচ্ছেন কেন?'

'আমি দেবার কে? তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীর কথা শোনার মত মানুষ এ নয়। তা ছাড়া যে চলে যাবে তার তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভাল। আমি হাঁপিয়ে উঠছি। রোজ রাত্রে এই এক দৃশ্য দেখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।'

'আপনি ডিভোর্স করছেন না টাকার লোভে?'

'কথাটা অংশত সত্য। বাকিটা হল, সেটা করতে চাইলে ও আমাকে মেরে ফেলবে।'

অতীশ কিষেনলালকে দেখল। বিশাল চর্বির পাহাড় যেন পড়ে আছে। জেগে থাকলে টাকার জোরে লোকটা সমস্ত ক্ষমতা কিনে রাখে। অথচ এখন কী অবস্থা!

'ব্রিফকেসে টাকা ছিল জানতেন না?'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'পুলিশ জানে আপনি ব্রিফকেস নিয়ে এসেছেন?'

'কী জানি!'

'অতীশ, আপনি এখনও আমার কাছে সহজ হতে পারছেন না?'

অতীশ স্পষ্ট তাকাল, 'আপনি কি চাইছেন?'

'কিচ্ছু না। আপনার কাছে কি এখন পর্যন্ত কিছু চেয়েছি? আপনাকে আমার ইন্টারেস্টিং চরিত্র বলে মনে হচ্ছে। আপনার আচার-আচরণের মধ্যে অপরাধীর গন্ধ আছে বলেই আপনি আমাকে আকর্ষণ করেছেন। অপরাধী অথচ সেটা আপনার পেশা নয়।' সুধা হাসল।

'আপনার ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে আমার ব্যক্তিগত কথা আপনাকে বলতে যাব কেন? আপনি জানতে পারলে আমার বিপদ!'

'আপনি বিবাহিত?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনার স্ত্রী জানেন?'

'না।'

'কেন?'

'ওর পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ হবে না জানি বলেই জানাইনি।'

'আপনি এখান থেকে কবে পালাচ্ছেন?'

'পালাচ্ছি? তা বটে—আগামীকাল।'

'কোথায়?'

'শক্তিমানপুর।' মুখফসকে নামটা বেরিয়ে এল।'

'সেটা কোথায়?'

'আমি জানি না। পাঞ্জাবেই। আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'কে নিয়ে যাবে?'

'আমার এক পরিচিত। আচ্ছা উঠি।'

'দাঁড়ান। এই কার্ডটা রাখুন। আমরাও কাল দিল্লিতে ফিরে যাব। যদি কোনও দরকার লাগে, জানাবেন।' সুধা একটা ছোট্ট সুন্দর কার্ড এগিয়ে ধরল।' ওটা নিয়ে চোখ বোলালো অতীশ। তারপর পকেটে রেখে দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

ঘরে ঢুকে ডিনারের অর্ডার দিয়ে টিভি খুলল সে। সুধা তাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। মহিলা ঠিক কি চায় তা বুঝতে পারছে না সে। তার উপকার করতে চাইছে কেন আগ-বাড়িয়ে? ট্রেনের এক রাত্রে সহযাত্রীকে ভাল লেগে গেল? কিন্তু সে বিবাহিত জানা সত্ত্বেও তো ভাবনাটা পাল্টালো না! অবশ্য দুবার বিবাহিত পুরুষকে যে স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে সে ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

রাত্রের খাওয়া শেষ হতেই দরজায় শব্দ হল। অতীশ দরজা খুলে দেখল দুটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যায় নিজেদের শক্তির ওপর ওরা বেশ আস্থাশীল। একজন বলল, 'বস্ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে বলেছেন।'

'বস্—বস্ কে?'

দুজন পরস্পরের দিকে তাকাল। একজন জবাব দিল, 'যশোবন্তজি।'

'কোথায় যেতে বলেছে?'

'আপনি চিনবেন না।'

'কিন্তু সে যেতে বলেছে তার প্রমাণ কি?'

'রিসেপশনে ফোন করুন।'

অতীশ ফোন করল। এখন ডিউটিতে একটি পুরুষ। লোকটি জানাল যারা ওর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে তারা মালিকের কাছের মানুষ। সন্দেহ করার কিছু নেই।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে বাইরে পা রাখল অতীশ। স্যুটকেস ওদের একজন বইছে। গম্ভীরমুখে হোটেল থেকে বেরিয়ে ওরা একটা গাড়িতে ওকে নিয়ে উঠে পড়ল।

এখন ভাল রাত। রাস্তা ফাঁকা বললেই চলে। মিনিট দশেকের মধ্যে গাড়িটা একটা বাগানওয়ালা বাড়ির গেটে পৌঁছে যেতে উর্দি পরা লোক পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। ড্রাইভার যশোবন্তের নাম করতে গেট খুলে গেল। একটা বাংলোবাড়ি। সামনে গাড়ি থামল। দুজনের একজন গাড়িতে থাকল, অন্যজন তাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। দোতলার ঘরে যশোবন্ত আর ভারী চেহারার

একজন মদ্যপান এবং গল্প করছে। তাকে দেখে যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে না বলতে দ্বিতীয় লোকটি বলল, 'বসুন।'

যশোবন্ত বলল, 'ইনি আমার বন্ধু। তোমার কেসটা ইনি দেখছেন।'

লোকটি হাত তুলল, 'আমি দেখার কে? যা করবেন ওপরওয়ালাই করছেন। দেখুন ভাই, খুন খুব খারাপ ব্যাপার। চুরিচামারি চিটিংবাজি ম্যানেজ করে দেওয়া যত সহজ, খুন ম্যানেজ করে দেওয়া তার ডাবল শক্ত। তবে হ্যাঁ, যতক্ষণ কেউ আপনার নামে ডায়েরি না করছে ততক্ষণ আপনি বাইরে থাকতে পারেন।'

'কিন্তু আমি তো ক্রিমিন্যাল নই! শোভনলালকে খুন করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। এটা নেহাতই একটা দুর্ঘটনা।' কাতর গলায় বলল অতীশ।

'মে বি। আপনি যা বলছেন তা হয়তো সত্যি। কিন্তু একজন প্রফেশনাল কিলারও প্রথম খুন করার আগে খুনী হয় না। আর আপনি যা দুর্ঘটনা বলছেন তা আইনের চোখে খুন। ভাল উকিল দিলে ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন হতে পারে, এই যা।' ভদ্রলোক নিস্পৃহ গলায় বলে যাচ্ছিলেন। অতীশ হতাশ চোখে যশোবন্তের দিকে তাকাল।

যশোবন্ত বলল, 'কিন্তু একটা রাস্তা তো বের করতেই হবে। অতীশ আমার বন্ধুমানুষ।'

'তা তো ঠিক। আপনি আমাকেও ফাঁসিয়ে দিলেন। একজন খুনের আসামী আমার এই বাংলোয় বসে আছে অথচ আমি পুলিশকে জানাইনি, এটা আমার অপরাধ হিসেবে ধরা হবে।'

'আপনি কি করে জানলেন ও খুনের আসামী? এখন পর্যন্ত পুলিশ ওর নামে হুলিয়া জারি করেনি। এখন পর্যন্ত আপনার কোনও সমস্যা নেই।'

ভদ্রলোক গ্লাস তুলে নিলেন, 'সবই তো বুঝলাম। এখন প্রত্যেকে এমন ভান করে থাকে যেন সবাই সতীসাবিত্রী। আগে রেস্টুরেন্টে এক টাকার চা খেলে দশ পয়সা প্লেটে রাখলে বেয়ারা সেলাম করত। এখন পাঁচ টাকার চা খেয়ে দু টাকা রাখলে ওদের মুখে হাসি দেখতে পাবেন না। কি, ঠিক কিনা? খরচ এত বেড়ে গেছে!'

যশোবন্ত বলল, 'আপনি খরচের জন্য চিন্তা করবেন না। মানুষের জীবন টাকার থেকে অনেক দামী। যে করেই হোক অতীশকে বাঁচাতেই হবে।'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'মুশকিল হল হোটেলটা কাপুরের জুরিসডিকশনে। আর ডিপার্টমেন্টের সবাই জানে ও একেবারে আলাদা। জেদী, একগুঁয়ে—কখনও হার মানতে চায় না।'

'ট্রান্সফার করে দেওয়া যায় না?'

'আল্টিমেটলি তাই করতে হবে, দেখা যাক। তবে আমার কিছু করার আগে যদি কাপুর এর কাছে পৌঁছে যায় তাহলে আর কোনও চান্স নেই।'

'পৌঁছাতে যাতে না পারে তার ব্যবস্থা করছি।'

'ঠিক আছে। গুড লাক।' মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক।

অতীশকে নিয়ে নিচে নেমে এল যশোবন্ত। চাপা গলায় বলল, 'তোর কাছে যা আছে তা থেকে চল্লিশ এখন দে।'

'চল্লিশ?'

'হ্যাঁ। ওটা তো শোভনলালের টাকা।'

'আমার সুট্যকেসে আছে। কিন্তু হোটেলের বিল—।'

'বন্ধু হিসেবে তোকে আমি নেমন্তন্ন করেছিলাম—কাউকে নেমন্তন্ন করে বাঙালিরা বিল ধরিয়ে দেয় নাকি? আমি জানি না!'

গাড়ির পেছনের সিটে রাখা স্যুটকেসের ভেতর থেকে চারটে দশ হাজার টাকার বান্ডিল বের করে যশোবন্তের হাতে তুলে দিল সে। যশোবন্ত বলল, 'এটা এখনই অ্যাডভান্স হিসেবে দিতে হবে, তুই ইচ্ছে করলে নিজের হাতে দিতে পারিস।'

বেশ চেষ্টা করে হাসল অতীশ, 'যাকে বন্ধু বলে মনে করেছি তাকে অবিশ্বাস করা মানে নিজেকে প্রতারণা করা।'

যশোবন্ত কাঁধ ঝাঁকাল, 'তুই গাড়িতে উঠে পড়। তোকে ওরা আমার ফার্মহাউসে রেখে আসবে। সব কিছু ওখানে আছে, কোন প্রব্লেম হবে না। ওখানে তুই নিরাপদে থাকবি। তবে কখনই শক্তিমানপুর বাজারে আসিস না। তোকে দেখলেই স্থানীয় মানুষ সন্দেহ করবে। ফার্ম হাউসের ভেতরে থাকলে তোর কোনও ভয় নেই। গুড নাইট।'

'ফার্ম হাউসটা কার?'

'আমার।' যশোবন্ত বাংলোয় ঢুকে পড়ল।
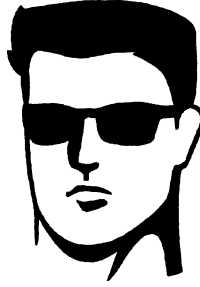
সেই রাত্রে গাড়ি ছুটেছিল হু-হু করে। পাঞ্জাবের রাস্তাঘাট বেশ ভাল। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ভাল করে বুঝতে পারছে না অতীশ। মাঝখানে একবারই অমৃতসর লেখা মাইলস্টোন নজরে পড়েছিল। তার দুপাশে বসা দুজন লোক মুখ বন্ধ করে রয়েছে, যশোবন্ত যা বলে দিয়েছে তাই করবে ওরা।

মধ্যরাতে হাইওয়ে ছেড়ে সরু রাস্তা ধরল গাড়ি। একটা বাজারমত এলাকা ছাড়িয়ে গেল দ্রুতগতিতে! আরও কিছুটা যাওয়ার পর কাঁচা পথে গাড়ি বাঁক নিল। মিনিট দশেক বাদে গাড়ি থামতেই দুটো লোক দু'পাশের দরজা খুলল।

অতীশ নেমে দাঁড়াল। বেশ ঘন গাছপালার মধ্যে আলো জ্বালা একটি বাড়ির গেটের সামনে সে দাঁড়িয়ে। গেট খুলছে একজন। এগিয়ে গিয়ে তাকে নিচুগলায় হুকুম পৌঁছে দিল—যশোবন্তের লোক। লোকটা এগিয়ে এসে তাকে সেলাম করে স্যুটকেস তুলে নিতেই সঙ্গে আসা লোকদুটো আবার গাড়িতে উঠে বসল। অতীশ কিছু বলার আগেই গাড়িটা ফিরে গেল ওদের নিয়ে।

'আইয়ে, সাহাব।'

লোকটাকে অনুসরণ করে অতীশ মিনিট পাঁচেক হেঁটে একটা বাংলোবাড়িতে চলে এল। অন্ধকারে জায়গাটা বোঝা যাচ্ছে না। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে একটা ঘরের দরজা খুলে স্যুটকেস রাখল লোকটা। আলো জ্বালিয়ে বলল, 'আমার নাম করতার। সাহেবের কি রাত্রের খাওয়া হয়ে গেছে?'

অতীশ মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

'তাহলে যদি কোন দরকার না থাকে শুয়ে পড়ুন। তবে তার আগে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিন।' লোকটা এগোল।

'এখানে আর কেউ থাকে না?'

'না, সাহাব। কিন্তু আপনার কোন ভয় নেই। এখানে একটা সাপও ভুল করে আসবে না। তবে—।' লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর মাথা নেড়ে কথা শেষ না করে বেরিয়ে গেল।

'লোকটি বয়স্ক। মুখে পাকা দাড়ি। মাথায় পাগড়ি নেই কিন্তু ছোট্ট কাপড়ে চুল আটকে রেখেছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার পর অতীশ দরজা বন্ধ করল। বাংলোটা

বেশ চমৎকার সাজানো। ঢুকেই ড্রইংরুম। সোফা টি ভি সেট থেকে শুরু করে পায়ের তলায় কার্পেট—সবই রয়েছে। ওপাশে আরও দুটো বন্ধ দরজা। অতীশ স্যুটকেস রেখে ঘরে ফিরে এল। জানলা বন্ধ। ঘরে শীততাপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে। বিছানা হোটেলের থেকে ভাল।

সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে আয়নায় নিজের মুখ দেখল সে। সারাদিন দাড়ি না কামিয়ে অদ্ভুত চেহারা হয়ে গেছে। বাথরুমে সাবান, শ্যাম্পু, ইউডিকোলন, ধবধবে তোয়ালে—কী নেই! একটা প্রথম শ্রেণীর হোটেলের আরামের সমান ব্যবস্থা এখানে।

পোশাক পাল্টে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল সে। চারপাশে বাতাস ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। শীততাপনিয়ন্ত্রণের যন্ত্রটা সে চালু করেনি। কি মনে হতে অন্ধকারেই উঠে একটা জানলা খুলে দিল। বাইরে দুটো আলো জ্বলছে। তাতে একটা রাস্তা আর কিছু গাছগাছালি দেখা যাচ্ছে। আকাশ নির্মেঘ। এই তাহলে যশোবন্তের ফার্ম হাউস!

আজও ঘুম আসছে না। এপাশ ওপাশ করেও চোখ বন্ধ হচ্ছে না শরীরের প্রতিটি শিরায় যেন ব্যথা ছড়িয়ে পড়েছে। তিনদিন আগে সে কী ছিল, এখন কোথায়? বনানী কি এতক্ষণে সব জেনে গিয়েছে? ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার। হঠাৎই মনে হল, বিয়ের পর এত বছর একসঙ্গে থেকেও বনানীর সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। একসঙ্গে থাকতে থাকতে একটা অভ্যাস তৈরি হয়েছিল মাত্র। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বনানীকে তার খুব প্রয়োজন। ওকে বন্ধু বলে ভাবতে খুব ইচ্ছে করছে।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল। কেউ যেন বাংলোর সিঁড়িতে উঠে দাঁড়িয়েছে। দরজাটা বন্ধ, তাই যে উঠল সে ভেতরে ঢুকতে পারবে না। করতার সিং বলল এই বাংলোয় কেউ থাকে না। তাহলে সিঁড়ি বেয়ে উঠল কে? একটু বাদেই শব্দটা থেমে গেল। মনে পড়ল এই বাংলো সম্পর্কে তাকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে করতার সিং সব কথা বলার পরও 'তবে' শব্দটা ব্যবহার করেছিল—বাক্যটা সম্পূর্ণ করেনি। তার মানে এখানে ভূত-প্রেতের আনাগোনা আছে নাকি? হেসে ফেলল সে। জীবনে যে ওসব আমল দিল না সে এ নিয়ে ভাববে? চাপে পড়ে মন দুর্বল হয়ে গেল নাকি? যা হোক, এখন তার কিছুই করার নেই। যশোবন্তের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছে যখন ও যা চাইবে তাই করতে হবে। এইরকম অবস্থাকে কি বলা যায়—অবিশ্বাস করেও সাহায্য নেওয়া?

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রাভাব এসেছিল। কানে শব্দ আসতেই সে চোখ মেলল। কয়েক সেকেন্ড লাগল ধাতস্থ হতে। ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘর পেরিয়ে দরজা খুলতেই অতীশ দেখল একটি স্বাস্থ্যবতী পাঞ্জাবী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সালোয়ার কামিজ এবং ওড়না দেখে বোঝা যাচ্ছে বাইরে থেকে আসেনি। অতীশ সরে দাঁড়াতেই শব্দ করে পা ফেলে ভেতরে চলে গেল। কোন কোন মানুষ কাজ করার সময় শব্দ না করে করতে পারে না। মেয়েটি ওপাশের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে চলে গেল। অতীশ অনুমান করল এ কাজের লোক। কিন্তু তার সঙ্গে একটি কথাও বলেনি মেয়েটি। ধরণ দেখে

বোঝাই যাচ্ছে তার অস্তিত্ব ও জানে।

অতীশ সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতেই মন ভাল হয়ে গেল। বাংলোর চারপাশে সবুজ গাছগাছালিতে ভোরের রোদ পড়েছে। হাওয়া দিচ্ছে—আঃ! কাছাকাছি কোথাও বেশ কিছু প্রাণী সমস্বরে ডাকছে। ডাক অনুমান করে সে এগিয়ে যেতেই গাছেদের ওপাশে লম্বা বাঁধানো খাল দেখতে পেল। আর সেই খালের জলে ছোটাছুটি করে ডাকছে প্রচুর রাজহাঁস। দৃশ্যটি বড় মনোরম। এপাশে বিশাল তারের নেটে খাঁচা তৈরি করা হয়েছে। খাঁচার একপাশে মুরগী, অন্যপাশে ঘুঘু জাতীয় পাখি। ঠাওর করলে বোঝা যায়, ঘুঘু না—আবার পায়রাও না। গিজগিজ করছে। তারপরেই মাঠ। মাঠে এমন সবুজ গমক্ষেত আগে দ্যাখেনি সে।

'সাহাব!'

ডাক শুনে পেছনে তাকাল সে। করতার সিং দাঁড়িয়ে আছে।

'একটু গলতি হয়ে গেছে সাহাব। আপনার বেড টি দেওয়া হয়নি।'

'ঠিক আছে।'

'চা রেডি। এখানে নিয়ে আসবে?'

'না। আমিই যাচ্ছি।' ঘরে ফিরে এল অতীশ। টয়লেট থেকে পরিষ্কার হয়ে বেরুতেই দেখল টেবিলে চায়ের পট কাপ চিনি দুধ এবং বিস্কুট দেওয়া হয়ে গিয়েছে। জানলার পাশে বসে সেগুলো পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে খেল সে।

করতার সিং এসে দাঁড়াল, 'সাহাবের অভ্যেস তো জানি না। ব্রেকফাস্ট লাঞ্চে কি করলে ভাল লাগবে যদি বলে দেন!'

'তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। আমার কোনও অভ্যেস নেই। আচ্ছা, এই যে ফার্ম হাউস—এটা দেখাশোনা করে কে?'

'পাঁচজন লোক আছে। তারা এখান থেকে আধ কিলোমিটার দূরে থাকে। রাত্রে এদিকে আসার হুকুম নেই। দিনের বেলায় না ডাকলে বাংলোর কাছে আসবে না।'

'কেন?'

'তাই হুকুম। এদিকের সব কাজের ভার আমার ওপর। আপনার যখন যা দরকার আমাকে বলবেন, আমি আনিয়ে দেব।' করতার সেলাম করে চলে গেল।

যশোবন্ত সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই ছিল না। স্কুলজীবনের স্মৃতি দীর্ঘদিনের ব্যবধানে মুছে গিয়েছিল। দমদম এয়ারপোর্টে দেখা হবার পর এবং প্লেনে পাশাপাশি বসে আলাপ করে মনে হয়েছিল ও একজন সফল হোটেল ব্যবসায়ী এবং সেই সঙ্গে কিছুটা প্রতিপত্তি হয়েছে। হোটেলে যাওয়ার পর আর একটা দিক তার সামনে খুলে গেল। শুধু হোটেল ব্যবসায় সাফল্য নয়, অপরাধ জগতের একজন ডন হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। এইরকম লোককে হয় অন্ধ হয়ে বিশ্বাস করতে হয়, নয় সম্পর্ক ত্যাগ করে দূরে সরে থাকা উচিত। তার পক্ষে দ্বিতীয়টা আর করা সম্ভব নয়। পাঞ্জাব-হরিয়ানার পুলিশ নিশ্চয়ই তার অস্তিত্ব এখন জেনে গিয়েছে এবং সেটা যশোবন্তের

কল্যাণে। সে যেন একটা ইদুঁর, যে ওদের খাঁচায় পোরা আছে, শুধু কাপুর নামক একজন সৎ পুলিশ অফিসারকে চিলের মত ছোঁ মেরে তাকে তুলে নিয়ে যেতে দেবে না বলে পরিকল্পনা করছে। আর এই পরিকল্পনার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচের কথা বলে রেখেছে যশোবন্ত। সে অসহায়, তার কিছু করার নেই।'

কিন্তু এখানে এই শক্তিমানপুরের ফার্ম হাউসে এসে যশোবন্তের আর এক পরিচয় পেল অতীশ। এই বিশাল জায়গা নিয়ে তৈরি এত সুন্দর খামার বাড়িটার মালিককে যে সে শুধু ব্যবসায়ী নয়, তার রুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না। যেটুকু সে এর মধ্যে দেখেছে তা ছবির মত লেগেছে। কিন্তু এত ব্যস্ত মানুষ এখানে এসে কদিন থাকে?

চা খেয়ে অতীশ বেরিয়ে পড়ল। বাইরের ঘরে তখন সেই মেয়েটি ঝাড়ন নিয়ে আসবাবপত্র পরিষ্কার করছে। আড়চোখে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিল। কথা না বলে মাটিতে পা রাখল অতীশ। মেয়েটি কে? করতার সিং-এর কেউ হবে! নিশ্চয়ই এই বাংলোয় কাজকর্ম করে, অথচ করতার সিং পরিচয় করিয়ে দেয়নি।

কাল রাত্রে যাদের নিছক গাছপালা বলে মনে হয়েছিল, আজ বুঝতে পারল সেগুলো অকারণে এখানে নেই। প্রতিটি গাছ কোন না কোন ফলের। ভারি ভাল লাগছিল তাদের তলায় দাঁড়াতে। পাখি ডাকছে খুব। পাঞ্জাবের যে রুক্ষতার কথা সে শুনে এসেছে তার সঙ্গে কোন মিল নেই। ওপাশে গরু ডাকছে। অতীশ এগোল। সুন্দর শেডের তলায় স্বাস্থ্যবতী গরুরা দাঁড়িয়ে আছে। গুনল সে—বত্রিশটা। তাদের বাছুরগুলো রয়েছে ঠিক সামনের শেডে। অর্থাৎ গরুর দুধের ব্যবসা আছে এখানে। তৃতীয় একটি শেডের নিচে কয়েকটি ষাঁড়কে দেখতে পেল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। পাহাড়ের মত চেহারা এক-একটির।

গতরাত্রে যে গেট দিয়ে ঢুকেছিল তার কাছাকাছি আসতেই একটা দু'ঘরের বাড়ি চোখে পড়ল। সাধারণ চেহারা। একটা বাচ্চা মেয়ে তাকে দেখেই বাড়ির দিকে ছুটে গেল। আর তারপরই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল করতার সিং। দৌড়ে তার সামনে পৌঁছে বলল, 'সাহাবের কি কোন দরকার হয়েছে? ইস, আমি একদম বলতে ভুলে গিয়েছি! আর ওই হতচ্ছাড়িটা ওখানে কি করছে? ও তো বলতে পারত, বাইরের ঘরের দরজার পাশে বোতামটা টিপলেই আমার এখানে আওয়াজ হবে। তাহলে সাহাবকে এতদূরে হেঁটে আসতে হত না।'

অতীশ হাসল, 'এখানেই তুমি থাকো?'

'হাঁ, সাহাব। বলুন কি করতে হবে?'

'কিচ্ছু না। আমি একটু চারপাশ ঘুরে দেখতে বেরিয়েছি।'

দুশ্চিন্তার রেখাগুলো মুখ থেকে উধাও হয়ে গেল করতার সিং-এর। সে বলল, 'চলুন, আমি আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি।'

ওরা হাঁটতে লাগল, 'এই দিকটায় মকাই লাগানো হয়। মকাই যখন বড় হয় তখন সাহাব দেখতে খুব ভাল লাগে। কিছুদিন আগে সব কেটে নেওয়া হয়েছে বলে এখন

আপনি ন্যাড়া জমি দেখতে পাচ্ছেন।'

অতীশ আদিগন্ত নগ্ন জমি দেখতে পেল। কত জমির মালিক যশোবন্ত?

'এইসময় একটা ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এল। করতার সিং বলল, 'চলুন সাহাব, বাংলোয় ফিরে চলুন। ওরা আসছে।'

'কারা?'

'এই ফার্মহাউসে যারা কাজ করে। ওরা জানে না মালিকের দোস্ত এখানে আছে। মালিকও চায় না এখনই কেউ জানুক।' করতার সিং ঘুরে দাঁড়াল। কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হল ফিরে যেতে। করতার সিং দ্রুত পা চালাল।

হাঁটতে হাঁটতে সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মালিকের সঙ্গে কখন কথা হল?'

'কাল। উনি খুব জরুরী না হলে ফোন করেন না।'

'ও, এখানে ফোন আছে তাহলে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওঁকে ছাড়া অন্য কোথাও ফোন করা নিষেধ।'

অতীশ তাকাল। নিষেধের একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে। বাংলোর সামনে এসে সে ডিশ অ্যান্টেনা দেখতে পেল। টিভির পর্দায় অনেক চ্যানেল দেখার সুবিধে রেখেছে যশোবন্ত। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই লোকজন কখন চলে যাবে?'

'কেন সাহাব?'

'আমি তো সারাদিন বাড়িতে বন্দী হয়ে বসে থাকতে পারব না!'

করতার সিং তাকাল। সেটা দেখে অতীশের সন্দেহ হল লোকটা কি তার বিষয়ে কিছু জানে? একজন সামান্য কর্মচারীর কাছে যশোবন্ত কি গোপন-ব্যাপারে গল্প করবে?

করতার সিং বলল, 'তিনটের মধ্যে ওদের ফেরৎ পাঠিয়ে দেব।'

অতীশ একাই বাংলোয় ঢুকে পড়ল। ঘরে ঢুকে টিভিটা চালাতে গিয়ে বুঝল জানলাদরজা বন্ধ করতে হবে ছবি দেখার জন্যে। সকালবেলায় সেটা করতে পছন্দ হল না। সে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে স্যুটকেস খুলল। রিভলবারটা এখনও তার কাছে রয়ে গেছে। গুলি বের করে নেওয়ার পর এটা একটা হাতুড়ির চেয়ে অর্থহীন। অথচ পুলিশ যদি এখন এটা তার কাছে পায় তাহলে আর দেখতে হবে না! এই খামারবাড়ির যে কোন একটা জায়গায় ফেলে দিলে কেমন হয়? তারপরই মনে হল রিভলবারটা ফেলার আগে যশোবন্তের সঙ্গে কথা বলতে হবে। মনে হওয়ামাত্র তার মনে ক্রোধ হল। এই যে এখন প্রতিটি ব্যাপারে যশোবন্তের অনুমতি নিতে হচ্ছে, এটা কাঁহাতক ভাল লাগে। যশোবন্ত যেন তারও মালিক হয়ে গিয়েছে।

রিভলবার স্যুটকেসে রেখে দিয়ে সে ডায়েরিটা বের করল। ডায়েরি লেখার অভ্যেস তার নেই। ঠিকানা, ফোন নাম্বার ছাড়া মাঝে মাঝে ছোটখাটো হিসাবনিকাশ ওতে করে সে। আজ মনে হল ঘটনাটা লেখা উচিত। চিঠির আকারে লিখলে ভাল হয়। কারুর সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গীতে লিখলে লেখা সহজ হবে। বনানীকে লিখবে? হ্যাঁ, যা যা ঘটেছে তা খোলাখুলি লিখে বলবে যাতে তাকে বনানী ভুল না বোঝে। টেলিফোনে সব

কথা বলা যায় না, বললেও বোঝানো সম্ভব হয় না।

ডায়েরি টেবিলে নিয়ে গিয়ে কলম খুলল অতীশ। কি ভাবে শুরু করবে? দমদম এয়ারপোর্ট থেকে, যেখানে যশোবন্তের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? ঝরঝর করে একটা পাতা লিখে ফেলতেই মনে হল বড্ড ধীরগতিতে সে এগোচ্ছে। এত বিশদে লিখলে এই খামারবাড়িতে পৌঁছাতে একশ পাতা লেগে যাবে। তাছাড়া সব কথা লিখতে হলে সুধার কথাও লিখতে হয়। সুধার ব্যাপারটা বনানীর তো ভাল লাগবে না। আর শোভনলালকে খুনের সঙ্গে সুধার কোন সম্পর্ক নেই। যদিও সুধা তাকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারত। ওর ছবি সে তুলেছে। তবে এখন সে সুধার ধরাছোঁয়ার বাইরে। শক্তিমানপুরের এই খামারবাড়ি খুঁজে তাকে আবিষ্কার করতে সুধা কখনও পারবে না। অবশ্য সে শক্তিমানপুর নামটা মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল। জায়গাটা কোথায় খুঁজে বের করতে পারলেও বাজার এলাকা থেকে এতদূরে সুধা আসবে কি করে? এটুকু ভাবতেই সুধার মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মেয়েটি বুদ্ধিমতী। তার সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি। একটু ভয় দেখাবার চেষ্টা করলেও সবসময় বলেছে বন্ধু হিসেবে সাহায্য করতে চায়। ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারলে ভাল হত।

লেখা শুরু করল অতীশ। প্রথম পাতাটা যেভাবে লিখেছিল তারপর আর হাত সরতে চাইছে না। শব্দ লিখে কেটে দিতে হচ্ছে। সেইসময় পায়ের শব্দ হল। একটু জোরেই। সে মুখ তুলে দেখল মেয়েটি খাবারের ট্রে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে উঠতেই মেয়েটি আবার ফিরে গিয়ে ওপাশের ডাইনিং টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখল।

এগিয়ে গিয়ে চেয়ার টেনে বসে অতীশ হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি কথা বলতে পার না?'

মেয়েটি জবাব না দিয়ে শব্দ করে চলে গেল সামনে থেকে।

অতীশের তখন মনে হল মেয়েটি সত্যি বোবা। হয়তো কানেও শোনে না। শোনে না বলে পায়ের চাপে শব্দ হচ্ছে জোরে তা টের পাচ্ছে না। খাবার শেষ হবার আগেই এক লম্বা গ্লাসভর্তি দুধ দিয়ে গেল মেয়েটা।

অতীশ আপত্তি করল। ইশারায় বোঝাল, সে দুধ খায় না, ওটার দরকার নেই।

মেয়েটি চোখ বড় করে দেখল। তারপর গ্লাসটা তুলে নিয়ে চলে গেল। খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে এল অতীশ। এখন এক কাপ চা দরকার। করতার সিং বলেছিল দরজার পাশে বোতাম আছে, সেটা টিপলে সে আওয়াজ টের পাবে। কিন্তু এক কাপ চায়ের জন্যে বেচারাকে এতদূরে ছুটিয়ে আনার কি দরকার! তারপরেই করতার সিং-এর কথা মনে পড়ল। একটু আগে তাকে দেখে করতার সিং ছুটে এসে আক্ষেপ করছিল কেন বোতাম টিপে তাকে না ডেকে অতীশ কষ্ট করে হেঁটে গেল! করতার বলেছিল, 'ওই হতচ্ছাড়িটা ওখানে কি করছে? ও তো বলতে পারত, বাইরের ঘরের দরজার পাশের বোতামটা টিপলেই আমার এখানে আওয়াজ হবে।' ও তো বলতে পারত—মানে মেয়েটা কথা বলতে পারে? অবশ্যই। এই মেয়েটি তার সঙ্গে

অভিনয় করছে।

পায়ের শব্দ শোনা গেল। মেয়েটি আসছে। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল চায়ের কাপ হাতে নিয়ে। অতীশ ইচ্ছে করেই জিজ্ঞাসা করল, 'কি ওটা?'

মেয়েটির ঠোঁটের একটা পাশ কুঁচকে গেল। যেন এরকম নির্বোধ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোনও মানে হয় না। কাপ প্লেট অতীশের পাশের টুলে নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল সে, অতীশ ডাকল, 'শোন, তুমি বোবা নও—তাহলে কথা বলছ না কেন?'

'মেয়েটি দাঁড়াল। অতীশের দিকে পেছন ফিরে বলল, 'কথা বললে আমাকে সত্যি সত্যি বোবা করে দেওয়া হবে!'

'তার মানে?' চমকে উঠল অতীশ।

'জিভ টেনে ছিঁড়ে দিলে তো মানুষ বোবা হয়ে যায়!'

'আশ্চর্য! কে তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে দেবে?'

'যারা এখানে কাজ করার হুকুম দিয়েছে।'

'কার হুকুমে তুমি এখানে কাজ করছ?'

'মালিকের।'

অতীশ বুঝল, মালিক হচ্ছে যশোবন্ত। এ কি অদ্ভুত আদেশ! এখানে কাজ করবে অথচ কথা বলতে পারবে না! সে হেসে বলল, 'তোমাদের মালিক আমার বন্ধু। আমি তাকে বলব যে তোমার ওপর এই আদেশ যেন সে তুলে নেয়!'

'আপনি তাহলে আমার ক্ষতি করবেন।'

'ও! বেশ বলব—তুমি কথা বলো না একটাও, এতে আমার অসুবিধে হচ্ছে।'

'তাহলে উনি আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দেবেন।' সে হঠাৎ সচকিত হল। তারপর দ্রুত শব্দ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যময়। সারাটা সকাল চুপচাপ শুয়ে থাকল অতীশ। আর লিখতে ইচ্ছে করছিল না। এর মধ্যে মেয়েটি একবার এসে কাপ-ডিশ তুলে নিয়ে গেছে। তার পায়ের শব্দে সেটা টের পেয়েছে অতীশ। শুয়ে থাকার কারণে একটু ঝিমুনি লাগছিল, হঠাৎ দরজায় শব্দ হতে চোখ খুলে দেখল করতার সিং দাঁড়িয়ে, 'সাহাব কি স্নান করার আগে বিয়ার খাওয়া পছন্দ করেন? ঠাণ্ডা বিয়ার এনেছি!'

এই অভ্যেস কোনদিনই ছিল না। বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে দু'তিনবার খেয়ে সে দেখেছে ভাত বেশি খাওয়া হয়ে যায় আর তারপরে জব্বর ঘুম পেয়ে যায়। এখানে যখন কিছুই করার নেই তখন খেতে আপত্তি কি? করতার সিং যত্ন করে বিয়ার গ্লাস আর প্লেটে কাজুবাদাম এনে দিয়ে একটু দূরে সরে দাঁড়াল।

গ্লাসে চুমুক দিয়েই শরীর বেশ শান্ত হল। কি আরাম! এই পাঞ্জাবী বিয়ার বেশি তেতো নয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখানে একাই থাকো?'

'না সাহাব। বালবাচ্চা আছে। বেশি বয়সে বিয়ে করে মুশকিলে পড়েছি।'

'তোমার আর কী এমন বেশি বয়স!'

করতার সিং খুশি হল। সামান্য হাসল।

'এই মেয়েটি, যে এখানে কাজ করে, সে তোমার কে হয়?'

'কেউ না সাহাব।'

'মেয়েটা কি বোবা? কথা বলেনি একটাও!'

মাথা নাড়ল করতার সিং, 'দুঃখের কথা আর কি বলব সাহাব! মালিকের দয়ার শরীর তাই ওকে আশ্রয় দিয়েছে। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল যার সঙ্গে সেই লোকটা ছিল দুনম্বরী। ট্রাক ড্রাইভারের খালাসীগিরি করত। গ্রামে থাকত না। বউ বড় হচ্ছে—অথচ কাছে স্বামী নেই। বুঝতেই পারছেন অবস্থা। বাইরের লোক দূরের কথা, নিজের ভাসুর দেবররাই ঠোকরাতে চায়। শেষপর্যন্ত ও নিজেই স্বামীর কাছে জলন্ধরে চলে যায়। সে ব্যাটা খালাসীর নিজেরই থাকার জায়গা নেই, ড্রাইভারের আশ্রয়ে থাকে। চলে আসার জন্যে বউকে ধরে খুব মারল সে। তখন ড্রাইভার তাকে থামিয়ে একটা মাথা গোঁজার জায়গা ঠিক করে দিল। ড্রাইভারটা ভেবেছিল এই করে সে মেয়েটার কাছে পাত্তা পাবে। কিন্তু ভুল ভেবেছিল। বাধা পেয়ে ড্রাইভার অন্য পরিকল্পনা নিল। খালাসীকে বোঝাল মাল ট্রাকে নিয়ে কোথাও গেলে বউকে একা ফেলে রাখা ঠিক হবে না। খালাসী তার বউকে রাজী করাল। হাইওয়েতে গাড়ি খারাপ হয়েছে এই অজুহাত দেখিয়ে ড্রাইভার খালাসীকে অন্য একটা ট্রাকে চাপিয়ে পাঠাল মিস্ত্রি ডেকে আনতে। সেই নির্জন হাইওয়ের পাশে দাঁড় করানো ট্রাকে খালাসীর বউ-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ড্রাইভার। মেয়েটা নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল—প্রাণপণে ঠেলে দিয়েছিল লোকটাকে। ট্রাক থেকে ছিটকে পড়তেই পেছন থেকে আসা একটা প্রাইভেট কার লোকটাকে চাপা দেয়। সেই দৃশ্য দেখে মেয়েটা ভয়ে পালাতে থাকে। তার জামাকাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল—শরীর দেখা যাচ্ছিল, আর তাই দেখে পেছন ধাওয়া করে এসেছিল চাপা দেওয়া গাড়ির আরোহীরা। মেয়েটাকে ধরে ইজ্জৎ লুঠ করেছিল তারা। কিন্তু শেষমুহূর্তে মরীয়া হয়ে গিয়ে ও একটি লোকের গোপন অঙ্গে এমন আঘাত করে যে সে আর উঠতে পারে না। ওইসময় আমাদের মালিক দুটো গাড়ি নিয়ে ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে দেখে লোকগুলো পালিয়ে যায়। আহত লোকটি বাঁচেনি। মেয়েটিকে তুলে ইজ্জতের সঙ্গে এই খামার বাড়িতে নিয়ে আসেন মালিক। ওকে জিজ্ঞাসা করেন খালাসী স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায় কিনা। সেই থেকে ওর মাথা বোধহয় ঠিক কাজ করে না। ও যেতে চায়নি ফিরে। মালিক তখন ওকে এই বাংলোর কাজে বহাল করেন। ও এখানে কারও সঙ্গে কথা বলে না। আমি দশবার জিজ্ঞাসা করলে একবার জবাব দেয়। তবে মেয়েটা ভাল, কোন বদদোষ নেই—শুধু একটা ছাড়া।'

'কি সেটা?'

'রাতদুপুর পর্যন্ত বাগানে একা একা ঘুরে বেড়ায়, গান গায়। দুটো আড়াইটের আগে ঘুমাতে যায় না। বোধহয় ওই স্মৃতি ওকে ঘুমাতে দেয় না।' করতার সিং বলল, 'ও চুপচাপ থাকে বলে আপনি কিছু মনে করবেন না সাহাব!'

একজন মানুষকে সামনে দেখলে একরকম ধারণা তৈরী হয় আবার তার ইতিহাস শুনলে সেই ধারণাটা বদলে যায়। শুধু মানুষ কেন, যে কোন জিনিস—একটা পাথর সম্পর্কেও এই কথা বলা যেতে পারে। মেয়েটির জন্যে খারাপ লাগছিল তার। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রশ্নও থেকে গেল। মেয়েটি মুখ খুললে ওর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে বলে ও বিশ্বাস করে। এমন হুমকি নিশ্চয়ই ওকে দেওয়া হয়েছে। কেন? কিন্তু করতার সিংকে প্রশ্নটা করা মানেই ওকে জানিয়ে দেওয়া যে মেয়েটির সঙ্গে তার কথা হয়েছে।

দুটো বিয়ার খাওয়ার পর স্নান করলে শরীর জুড়িয়ে যায়। খেতে বসে অতীশ দেখল করতার সিং তখনও দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির রান্না ভাল। অবশ্য মশলার আধিক্য রয়েছে। সে অনেকটা খেয়ে নিল। করতার সিং বিদায় নেবার আগেই সে বিছানায় চলে গেল। তার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছিল। ঘটনাটা ঘটার পর এভাবে সে একবারও ঘুমোয়নি।
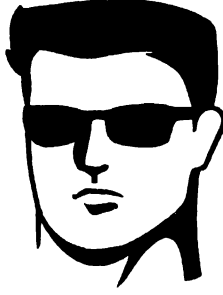
লুধিয়ানায় বাঙালির সংখ্যা কম নয়। ঠিক একজনকে খুঁজে বের করা মানে খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার চেষ্টা। কাপুর সেটা জানে। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা করে সে অতীশ রায়ের বাড়ির নাম্বারে যত ফোন আসবে তার হদিশ নিতে পারছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত অতীশ রায় তার স্ত্রীকে ফোন করেনি। একটা লোক যদি অপরাধ না করে তা হলে এভাবে উধাও হয়ে যাবে কেন? কাপুরের ধারণ নিশ্চয়ই ব্যবসা-সংক্রান্ত হিসেব নিয়ে শোভনলালের সঙ্গে অতীশের কোন ঝামেলা হয়েছিল এবং তার পরিণামে এই খুন। মুশকিল হল শোভনলালের পরিবার এ ব্যাপারে মুখ খুলতে চাইছে না!

কাপুর চেয়েছিল অতীশের বিরুদ্ধে কোর্ট থেকে একটা হুলিয়া বের করতে, কিন্তু বড় সাহেব তাকে বলেছেন নির্দিষ্ট প্রমাণ বা অভিযোগ ছাড়া ওই কাজ না করতে। লোকটার নাকি ওপরমহলে খুব প্রভাব আছে, বেকায়দায় পড়লে সামলানো মুশকিল হয়ে পড়বে। এই ব্যাপারটাই কাপুর বুঝতে পারছে না। এর মধ্যে সে অতীশ সম্পর্কে যেসব তথ্য পেয়েছে তাতে ওকে প্রভাবশালী ভাবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। তা হলে? পুলিশ ইচ্ছে করলে একজন নিরাপরাধ লোককেই ফাঁসিয়ে দিতে পারে, অতীশের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে প্রমাণের দরকার হয়ে গেল? কাপুরের পক্ষে বড়সাহেবের আদেশ অমান্য করা সম্ভব নয়, কিন্তু—। সে ঠিক করল প্রমাণ যোগাড় করবেই।

আর একটা তথ্য কাপুরকে বিভ্রান্ত করছে। কলকাতা পুলিশ জানাচ্ছে অতীশ রায়ের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সবাই বাঙালি—শুধু শোভনলালই অবাঙালি এবং চণ্ডীগড়ে থাকে। পাঞ্জাব হরিয়ানায় ওর আর কোনও বন্ধুর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তা হলে সে গেল কোথায়?

আশ্রয়ের লোভে মানুষ তার কাছেই যায় যাকে সে বন্ধু বলে মনে করে। কাপুর নিশ্চিত, অতীশ রায় পাঞ্জাবে এসেছে। এমন হতে পারে সে চণ্ডীগড়েই যাবে। হয়তো শোভনলালের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে টাকাপয়সা চাইবে। ওই খুন যে টাকাপয়সার কারণে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শোভনলাল সম্পর্কে চণ্ডীগড়ের পুলিশ জানিয়েছে অর্থকরী ব্যাপারে ওর সঙ্গে অনেকেরই ঝামেলা হয়েছে। এর আগে অনেকের টাকা মেরে দিয়েছে ও। অতীশের সঙ্গে সেরকম করে থাকতে পারে। খুন করার পরেও অতীশ সেই টাকা উদ্ধারের জন্যে চণ্ডীগড়ে যেতে পারে। কিন্তু চণ্ডীগড়ে গেলে সে

লুধিয়ানায় যাবে কেন?

কাপুর লুধিয়ানায় নেমে পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করল। ভদ্রলোক তো ওর আসার কারণ জেনে হেসে ফেললেন, 'মিস্টার কাপুর, আপনি খুব উদ্যমী অফিসার বলে আমি শুনেছি, কিন্তু এই শহরে বিশেষ একজন আগন্তুককে কিভাবে ধরবেন? আর সে এখানে আছে কিনা তাও জানেন না!'

কাপুর পকেট থেকে ছবিটা বের করল, 'এটা গতকালই আমি কলকাতা থেকে আনিয়েছি। এই লোকটার ছবি আমি সবকটা পুলিশ স্টেশনে পাঠাতে চাই।'

বড়সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, এটা করা যেতে পারে।'

'খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে চাই।'

'কিভাবে? আপনি ওয়ান্টেড বলতে চান?'

'না—মিসিং বলব। যে খবর দেবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে।'

'এই বিজ্ঞাপন ছাপার খরচ কে দেবে?'

কাপুর তাকাল। পুলিশের নিজস্ব কিছু তহবিল আছে যা থেকে তদন্তের সুবিধের জন্যে খরচ করা যেতে পাবে। কিন্তু ভদ্রলোক এমন ভান করছেন যেন কিছুই জানেন না। বড়সাহেব বললেন, 'একটা কাজ করুন। আপনি মৃত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ওরা নিশ্চয়ই আততায়ীকে শাস্তি দিতে চায়। ওরা নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপনের খরচ দিতে আপত্তি করবে না।'

কাপুর বলল, 'সেইটেই আফসোসের। শোভনলালের পরিবার এ ব্যাপারে কোনও উৎসাহ দেখাচ্ছে না, এমন কি কোনও স্টেটমেন্টও দেয়নি!'

'সেকি? তাহলে তো মুশকিল! যে পরিবারের লোক মারা গেল তারা যদি বদলা না নিতে চায় তা হলে আমরা কি করতে পারি? ঠিক আছে, আমি ছবিটা কপি করিয়ে সবকটা থানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি যদি চান তা হলে হোটেলগুলোয় খোঁজ নিয়ে আসতে পারেন।'

কয়েক দিন ধরে কাপুর লক্ষ্য করছিল তার ওপরতলার সাহেবরা খুব নিয়মনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। যে কাজগুলো সবাই স্বচ্ছন্দে করে যেত সেই কাজগুলো এখন করার আগে আইন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। হ্যাঁ, এটাও ঠিক—এসবই হয়তো ভস্মে ঘি ঢালা হবে। ওই অতীশ রায় লুধিয়ানা কেন, পাঞ্জাবের হয়তো ধারেকাছে নেই। আম্বালায় গাড়ি বদল করে সিমলার পাহাড়ে অথবা কাশ্মীরে চলে যেতে পারে। সেরকম হলে তাকে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে—।

কাপুর ভেবেছিল সে চণ্ডীগড়ে যাবে। শোভনলালের পরিবারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবে। তার সন্দেহের কথা ওদের জানিয়ে সতর্ক করে দেবে। হোটেলে ফিরে গিয়ে সে চুপচাপ কেসটা নিয়ে ভাবছিল। তার নিজের কোনও ভুল হচ্ছে না তো? এই অতীশ রায় অতীশ রায় করে বায়াস হয়ে সে আসল খুনীকে এড়িয়ে যাচ্ছে না তো? অতীশ ছাড়া অন্য কেউ তো শোভনলালকে খুন করে যেতে পারে! ওই যাদের সঙ্গে টাকা

পয়সা নিয়ে শোভনলালের গোলমাল ছিল তাদের কেউ? সেই সব মানুষের একটা তালিকা তৈরী করলে কেমন হয়—করে তাদের গতিবিধি সম্পর্কে তল্লাশ নেওয়া দরকার! এসবই ঠিক, কিন্তু অতীশ রায় গা-ঢাকা দেবে কেন?

লুধিয়ানা পুলিশের হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করল সে। জানল, পুলিশ প্রায় প্রতিটি হোটেলে ছবি পাঠিয়েছে কিন্তু কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। ওই চেহারার কোন লোককে কেউ নাকি দ্যাখেনি। শেষপর্যন্ত কলকাতা পুলিশকে ফোন করল কাপুর। কলকাতা পুলিশ জানাল অতীশ রায় এখনও ফেরেনি। তার বাড়ির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

এই খবরটা বেশ নিশ্চিত করল কাপুরকে। কোন স্বাভাবিক মানুষ তার পরিবারকে না জানিয়ে এভাবে ডুব দেবে না, যদি না সে অপরাধ করে থাকে!

বিকেলবেলায় টেলিফোন এল। হোটেল হলিডেতে তাকে এখনই যেতে হবে।

হোটেলে পৌঁছাতেই একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এলেন, 'স্যার, এই হোটেলে ডি রায় নামে এক ভদ্রলোক দু'রাত ছিলেন। রিসেপশনিস্ট মহিলা এখন ছুটিতে আছেন, যে বেয়ারা ওর ঘরে যেত সে বলছে এই ছবির সঙ্গে তেমন মিল নেই।

'তেমন মিল নেই বলতে? কিছু মিল নিশ্চয়ই পেয়েছে? চলুন।'

কাপুর হোটেলের খাতা পরীক্ষা করল। ডি রায়, কলকাতা। অতীশ রায় জেনেশুনেই ডি রায় লিখতে পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক। রিসেপশনে যে ছিল তাকে কাপুর জিজ্ঞাসা করল, 'এই ভদ্রলোক হোটেল ছেড়ে চলে গিয়েছেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কোথায় গিয়েছেন?'

'সেটা বলে যাননি। বোধহয় নিজের বাড়িতেই ফিরে গিয়েছেন।'

'আপনারা জিজ্ঞাসা করেননি? এখানে কলাম আছে—কোথায় যাচ্ছে তা জানাবার!'

'তাড়াহুড়োয় অনেক সময় সেটা করা হয় না। এই দেখুন, এদের ক্ষেত্রেও হয়নি।' লোকটা আরও কয়েকটা নামের পাশের কলামটা সাদা দেখালো।

কাপুর মাথা নাড়ল, 'এই ডি রায় কি জন্যে লুধিয়ানায় এসেছিলেন?'

লোকটি খাতায় আঙুল রাখল—'বিজনেস।'

'হুঁ। উনি কি হোটেলে বসে থাকতেন না বাইরেও যেতেন?'

'কাজেকর্মে বাইরে যেতেন। সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'কোনটা স্বাভাবিক তা আমি আপনার কাছে জানতে চাই না!'

কাপুর বিরক্ত হয়ে কথাগুলো বলতেই একজন এগিয়ে এল। বেশ কর্তৃত্ব নিয়ে বলল, 'প্রত্যেকবার ঘরে বিল পাঠানো হত, এবার কি হল?'

'এখানে একটু প্রবলেম হয়েছে স্যার। দুঃখিত। আপনার বিল এখন রেডি।'

লোকটি ফোল্ডার এগিয়ে দিল। কাপুর লোকটিকে দেখল। বিশাল মোটা এই লোকটিকে সে কোথায় যেন দেখেছে! যে মহিলা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছেন এদিকে

পেছন ফিরে তিনি এঁর সঙ্গে। টাকাপয়সা মিটিয়ে কিষেনলাল বিল নিয়ে পাশ ফিরতেই কাপুরকে দেখতে পেয়ে অবাক হল। সে বলল, 'আরে নমস্কার! আপনি এখানে?'

'আপনাকে ঠিক—'। কাপুর কথা শেষ করল না।

'আমি একজন সামান্য ব্যবসায়ী। দিল্লিতে থাকি। আপনাকে আমি চিনি। তা এই হোটেলেই উঠেছেন নাকি? ভাল হোটেল। লুধিয়ানায় এলে এখানেই থাকি।'

'আপনি কবে এসেছেন?'

'এই তো দিন তিনেক আগে।'

কাপুর বলল, 'আমি এক ভদ্রলোকের খোঁজে এখানে এসেছিলাম। এসে শুনছি তিনি চলে গিয়েছেন।' তারপর রিসেপশনের লোকটির দিকে ফিরে বলল, ' যে বেয়ারা ওর ঘরে সার্ভ করেছে তাকে চাই। আর যে মহিলা রিসেপশনে ছিলেন তার ঠিকানাটা বলুন। এটা জরুরি।'

কিষেনলাল বলল, 'মনে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং কেস নিয়ে এসেছেন! আগে আমি শার্লক হোমস খুব পড়তাম—লোকটা কি করেছে?'

কাপুর পকেট থেকে ফটোগ্রাফ বের করে সামনে রাখল।

সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল কিষেনলাল, 'আই বাপ!'

'আপনি একে চেনেন?'

'নিশ্চয়ই। আমরা একসঙ্গে দিল্লি থেকে ট্রেনে এসেছি।'

'আচ্ছা!' কাপুর পুলকিত হল।

'কিন্তু এই ভদ্রলোককে কেন খুঁজছেন আপনি?'

'একটা খুনের সঙ্গে সম্ভবত ইনি জড়িত।'

'হায় ভগবান! ইনি? এঁকে দেখে তো মনেই হয় না। ট্রেনের একটা কুপে আমরা তিনজন ছিলাম। হ্যাঁ, ইনি খুব কম কথা বলেছেন। এমন কি এই হোটেলে আমার ঘরে যখন ডেকে আনলাম তখনও চুপচাপ ছিলেন।' জোরে জোরে কথা বলছিল কিষেনলাল। এই সময় সুধা এগিয়ে এসে বলল, 'আমরা কি ট্রেনটা মিস করব? এরপর তো—' সে কাঁধ নাচাল। তারপর দূরে সরে গেল।

কিষেনলাল বলল, 'সরি ডার্লিং, লেটস গো।'

কাপুর বাধা দিল, 'দাঁড়ান। আপনাকে আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে।'

'আরে মশাই, আমরা ট্রেন মিস করব আর দেরি করলে।'

'কটায় ট্রেন আপনাদের?'

'সাড়ে ছটা।'

'এখনও অনেক দেরি আছে। ভদ্রলোক আপনাকে তার নাম বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ—অতীশ।'

কাপুর অবাক হল। লোকটা হঠাৎ সত্যি কথা বলতে গেল কেন?

'আপনারা কতক্ষণ গল্প করেছেন ট্রেনে?'

'যতক্ষণ আমি না ঘুমিয়ে পড়েছি।'

'তারপর উনি জেগেছিলেন?'

'আমার ওয়াইফ বলল লোকটা নাকি তখনই ঘুমিয়ে পড়েছিল।'

'ও। হোটেলে আপনি ওকে ডাকতেই আপনার ঘরে চলে গেল?'

'না। প্রথমে যেতে চাইছিল না, তারপর গেল। আমরা দু-চারটে গল্প করলাম। তারপর শরীফ লোকের মতো ও নিজের ঘরে ফিরে গেল। আচ্ছা চলি, নমস্কার।' কিষেনলাল হাঁটা শুরু করল।

কাপুর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আপনার দিল্লির ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার দিন।'

কিষেনলাল পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিল।

সেটায় চোখ বুলিয়ে কাপুর সুধার পাশে চলে এল, 'ম্যাডাম?'

'ইয়েস!' হাঁটতে হাঁটতে বলল সুধা।

'ওই লোকটিকে আপনার কি মনে হয়েছে?'

'কি আবার মনে হবে! পুরুষরা যেমন হয়!'

'আমি বুঝলাম না।'

কিষেনলাল এগিয়ে গিয়েছিল গাড়ির কাছে। সুধা দাঁড়িয়ে পড়ল কিছু দূরে। হেসে ফেলল সে, 'আমার স্বামী ড্রাঙ্ক হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে নির্জন কুপেতে আপনি কি করতেন?'

'আমিও ঘুমিয়ে পড়তাম।' কাপুর জবাব দিল।

'উনিও তাই করেছিলেন।' সুধা লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। কাপুর ওদের চলে যাওয়া দেখল। কিষেনলালকে ওর মোটামুটি স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু ওর স্ত্রী একটি চিজ! বেশি বয়সে যদি অল্পবয়সী মেয়েকে কেউ বিয়ে করে তাহলে কি এই অবস্থা হয়? মিসেস কিষেনলাল কোন কথাই বলতে চাইলেন না—এর একটা অর্থ, উনি লোকটার প্রসঙ্গ এড়াতে চান! কেন? সে ঠিক করল দিল্লীতে ফিরে গিয়েই সে ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করবে। হয়তো কথা বলতে বলতে কোন ক্লু পেয়েও যেতে পারে।

তবে একটা ব্যাপার ভেবে কাপুরের ভাল লাগছিল। ওই অতীশ রায় এই লুধিয়ানা শহরে এসেছিল, কিন্তু কাল রাত্রে সে গেল কোথায়? সে লোক্যাল পুলিশকে জানাল, দ্রুত খোঁজ নিতে যে গতকাল কোন বঙ্গসন্তান লুধিয়ানা ছেড়ে যাওয়ার টিকিট কেটেছে কিনা? লোকটা সম্ভবত ডি রায় নাম ব্যবহার করেছে!'

বেয়ারা এবং রিসেপশনিস্ট মেয়েটিকে জেরা করে চাঞ্চল্যকর কোন তথ্য বের করতে পারল না কাপুর। কিন্তু দিল্লির হোটেলের মতো এখানেও তার মনে হচ্ছিল এরা যতটা জানে ততটা বলছে না। হোটেলের বদনাম বা ঝামেলা হয় এমন কিছু বলার ঝুঁকি নিচ্ছে না। সে শেষপর্যন্ত ঠিক করল হোটেলের মালিকের সঙ্গে দেখা করবে। রিসেপশনের লোকটি বলল, 'আপনি অপেক্ষা করুন, মালিক এখনই এসে যাবেন।'

সে লাউঞ্জে বসল। লুধিয়ানা পুলিশের একজন অফিসার তার পাশে এসে দাঁড়াল, 'স্যার!'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'এই হোটেল এবং এরকম আরও কয়েকটা হোটেলের মালিক মিস্টার যশোবন্ত কিন্তু খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানুষ। পুলিশ, মিনিস্ট্রি—এমন কি দিল্লিতেও ওর যোগাযোগ আছে।'

'কেন?'

'কেন মানে?'

'আপনার আমার ওসব হয় না, ওর কি করে হল?'

'তা জানি না স্যার।'

'খবরটা দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

একটু বাদেই লাউঞ্জে বসে কাপুর দেখতে পেল একটা দামী গাড়ি এসে থামল হোটেলের দরজায়। গাড়ি থেকে চটপট দুজন লোক নেমে এসে দরজা খুলে দিতেই যে মধ্যবয়সী লোকটি নেমে এল, চোখ বন্ধ করেও তার পরিচয় বলা যেতে পারে। দুজন সামনে, দুজন পেছনে প্রায় পাহারা দেবার মতো করে নিয়ে আসছিল। কাপুরদের সামনে এসে লোকটা দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকেই নমস্কার করল, 'কী অন্যায় কথা, আপনাকে এরা এখানে বসিয়ে রেখেছে! ছি ছি ছি! আপনি আসুন—ভেতরে আসুন।'

লোকটির বিনয় দেখার মতো, মনে মনে ভাবল কাপুর কিন্তু অনুসরণ করল। পাশের একটা দরজার দিয়ে ওরা যে ঘরে ঢুকল সেই ঘর অফিসরুম। যশোবন্তের সঙ্গীরা বাইরেই দাঁড়িয়ে গেল। যশোবন্ত বলল, 'বসুন স্যার—বলুন, আপনাকে কিভাবে সেবা করব? চা কফি না অন্য কিছু?'

হাত নেড়ে প্রস্তাবটাকে সরিয়ে দিয়ে কাপুর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমায় চিনলেন কি করে? এর আগে তো কখনও পরিচয় হয়নি!'

'একি বলছেন! আপনি আমার হোটেলে এসেছেন আর চিনতে পারব না?'

'হুঁ। কেউ আক্রমণ করতে পারে এমন ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'ভয় না স্যার, ওটা সত্যি ঘটনা। এই পঞ্জাবে উগ্রপন্থীদের কেউ বিশ্বাস করতে পারে? পুলিশ কমিশনার সাহেব নিজেই বললেন বডিগার্ড রাখতে। তবে জেনে রাখুন, ওদের কাছে যেসব অস্ত্র আছে তার সব কটাই আইনসঙ্গত।' কথাটা বলে হাসল যশোবন্ত, 'বলুন, আর কি করতে পারি?'

'আমি আর কে কাপুর। দিল্লি পুলিশে—'

হাত তুলে কথা শেষ করতে দিল না যশোবন্ত, 'আরে কী লজ্জায় ফেলছেন! আপনার কথা কে না জানে! এমন সৎ অফিসার পুলিশে আছেন বলে সবাই গর্ব করে। কিন্তু আমার হোটেলে কি কোন সমস্যা হয়েছে?'

'দিল্লিতে একটা খুন হয়েছে। আমাদের সন্দেহ সেই খুনী আপনার হোটেলে অন্য

নামে ছিল। তাকে দেখেছে এমন দুজন মানুষের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। অথচ আপনার হোটেলের কর্মচারীরা এমন ভাব করছে যেন তারা কিছুই জানে না। এই ব্যাপারটা বিস্ময়কর।' কাপুর বলল।

'আশ্চর্য! লোকটা খুনী জেনেও ওরা তাকে সাহায্য করেছে? আমি এখনই ম্যানেজারকে ডেকে পাঠাচ্ছি। ওদের আর এখানে কাজ করতে হবে না।'

'লোকটি যে খুনী তা ওরা বোধহয় জানে না।'

'তার মানে?'

'আপনার হোটেলের যাতে বদনাম না হয়, সেভাবেই ওরা কথা এড়িয়ে যাচ্ছিল।'

'আই সি! লোকটি তো এখন হোটেলে নেই?'

'না।' কাপুর মাথা নাড়ল।

'মিস্টার কাপুর, আপনিই বলুন, এখানে এসে কেউ থাকতে চাইলে সে খুনী না জোচ্চোর তা এরা বুঝবে কি করে? এই হোটেলের ম্যানেজার খুব কড়া মানুষ। গোলমাল আছে এমন সন্দেহ হলে রুম রিফিউজ করেন। তা এক্ষেত্রে ভদ্রলোককে দেখে নিশ্চয়ই কারও মনে হয়নি কোনও গোলমাল আছে!'

'বুঝলাম। কিন্তু লোকটা চেক আউট করেছে রাত্রে!'

'দিনের অথবা রাতের যে কোনও সময়েই চেক আউট করা যেতে পারে।'

'মিস্টার যশোবন্ত, আমি আপনাদের সহযোগিতা চাইছি।'

'এ কি বলছেন স্যার! আমরা সবসময় আপনাদের সেবা করে আসছি। আপনার যদি সন্দেহ থাকে তাহলে কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন। লোকটার নাম কি জানতে পারি?'

'অতীশ রায়।'

'ঠিক আছে। আমি আমার সব কটা হোটেলকেই জানিয়ে দিচ্ছি এই নামের কেউ যদি আসে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়।'

কাপুর উঠে দাঁড়াল। কোনও কথা না বলে বেরিয়ে এল সে।
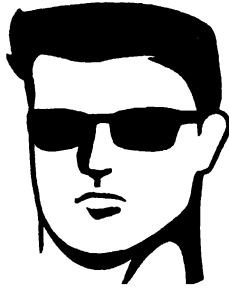
ঘুম যখন ভাঙল তখন সন্ধে। এখানে অন্ধকার নামে একটু দেরিতে। চোখেমুখে জল দিলেও শরীর থেকে আলস্য যাচ্ছিল না। অতীশ বাইরে বেরিয়ে এল। পাখিদের চিৎকারের সঙ্গে হাঁসেদের হাঁকাহাঁকি মিলে গিয়ে তুমুল কাণ্ড হচ্ছে এখন। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে জলের ধারে এসে দাঁড়াল। কয়েকশ হাঁস এখন জল ছেড়ে উঠে এসে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। অতীশকে দেখামাত্র তাদের কেউ কেউ তেড়ে এল। প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল অতীশ, দ্রুত সরে এসেছিল খানিকটা—তারপরে সাহস করে এগিয়ে গেল। যারা তেড়ে এসেছিল তারা অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

'সাহাব, আপনার চা!'

অতীশ চমকে উঠল। লোকটা যে কখন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি। চায়ের কাপ নিয়ে একটা চুমুক দিয়ে বলল সে, 'কী সুন্দর লাগছে এদের!'

'হ্যাঁ সাহাব। একটু ভাল ব্যবহার করলেই দেখবেন এরা আপনার বন্ধু হয়ে যাবে। এখন রাত নামছে বলে ওরা ভয় পেয়ে চেঁচাচ্ছে। অন্ধকারকে কে না ভয় পায়। তবে আপনি আর বাইরে থাকবেন না—চলুন।' করতার সিং বলল।

'কেন? বাইরে তো বেশ লাগছে!'

'ও।'

'তুমি তোমার কাজে যাও। একলা থাকতে আমার ভালই লাগে।'

'আমি আপনার হুইস্কির ব্যবস্থা করে রেখেছি। কখন ডিনার খাবেন বলুন, আমি এসে আপনাকে দিয়ে যাব।' করতার মুখ তুলল।

'ডিনার কি তৈরি?'

'হ্যাঁ সাহাব। হটবক্সে রাখা আছে। ওই মেয়েটা তো রাত্রে এখানে থাকে না, তাই আমাকেই ডিনার দিতে আসতে হবে।'

'কোন দরকার নেই। তুমি হটবক্সটা টেবিলে রেখে যাও। আমি নিজেই নিয়ে নেব। কখন খাব তা নিজেই জানি না!'

'ঠিক আছে সাহাব, আপনার যেমন ইচ্ছা।' অতীশের হাত থেকে খালি কাপ নিয়ে করতার সিং ফিরে গেল। এখন পাতলা অন্ধকার পৃথিবীতে। সে গমক্ষেতের সামনে এসে দাঁড়াল। আদিগন্ত ছড়িয়ে থাকা ফসলের ওপর হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। কী শান্ত, সুন্দর

পৃথিবী! অথচ তার পেছনে মৃত্যু তাড়া করছে! একমুহূর্তের উত্তেজনা তার জীবনটাকে তছনছ করে দিয়ে গেল। এভাবে কতদিন সে একা চোরের মতো লুকিয়ে থাকবে? যশোবন্ত এই যে আশ্রয় দিয়েছে তার বিনিময়ে সে টাকা নেবে। হয়তো ও ভাবছে চাপ দিলেই টাকা পেয়ে যাবে—কিন্তু অত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই এটা জানার পর যশোবন্ত নিশ্চয়ই তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। হয়তো পুলিশের হাতে তুলেও দেবে। তার চেয়ে সোজা থানায় গিয়ে পুলিশকে সব কথা খুলে বলাই ভাল।

সে ধীরে ধীরে চলে এল পাখির খাঁচার পাশে। পাখিরা এখন খাঁচার মধ্যে স্থির হয়ে বসে। ওদের বাইরে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। আর কী আশ্চর্য, খাঁচার ওপরে দুটো পাখি বসে রয়েছে পাশাপাশি। তাদের মাথার ওপর উন্মুক্ত আকাশ, তবু তারা রয়েছে ওখানে। রাত নামল বলে বন্দী হয়ে থাকা জাতভাইদের কাছাকাছি হয়ে নিজেদের নিরাপদ ভাবছে।

বাংলোয় ফিরে এল সে। করতার সিং আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে। টিভির নব ঘোরালো। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি ফিল্মের সেই সব নাচগান শুরু হয়ে গেল। আচ্ছা, দিল্লিতে এখন কি হচ্ছে? শোভনলালের খুন নিয়ে কি দিল্লি পুলিশ এখনও ব্যস্ত আছে? খুনীকে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে? এখন অনেক খুনের কথা কাগজে বের হয় যা দুদিন যেতে না যেতেই চাপা পড়ে যায়। আর খুনী কখনও ধরা পড়ে কি না বোঝা যায় না। তার ক্ষেত্রেও কি এমন হচ্ছে? বনানীকে একটা ফোন করা দরকার। করতার সিং জানিয়ে গিয়েছে, এখান থেকে ফোন করা যাবে না। নিশ্চয়ই শক্তিমানপুরের বাজারে গেলে টেলিফোন বুথ পাওয়া যাবে। সেখানে যাওয়া অবশ্য যশোবন্তের কথা অনুযায়ী ঠিক হবে না। ছটফট করতে লাগল সে। এখান থেকে বাজারটা কত দূরে জানতে পারলে এই অন্ধকারে একবার না হয় ঝুঁকি নিত। বনানী নিশ্চয়ই খুব ভাবছে। বেশি ভাবলে ওর প্রেসার বেড়ে যায়। আর যদি বনানী এর মধ্যে জেনে যায়? যদি পুলিশ ওকে জানিয়ে দেয়? একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে, বনানী কোন খুনীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। সে স্বামী হলেও নয়। তাই পুলিশ কিছু বলার আগে তার উচিত ছিল ওকে সব কথা খুলে বলার।

টিভিটা বন্ধ করে দিতেই কানে শব্দ এল। একটা গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ। গতকাল এখানে আসার পর এইরকম আওয়াজ কানে আসেনি। পুলিশের গাড়ি নয় তো? সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দূরে গাছপালার আড়ালে একটা গাড়ি যে এসে থামল তা বোঝা যাচ্ছে। যশোবন্তের এখানে পুলিশ এলে ও জানবে না? আর পুলিশ যদি আসে তো আসুক, ও ধরা দেবে—সব কথা খুলে বলবে। বড়জোর একটা ফাঁসি হবে—নয়তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সেটা যেন কত বছর?

এবার গাড়িটাকে এগিয়ে আসতে দেখল। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অতীশ দেখল দামী গাড়ি থেকে নেমে এল যশোবন্ত আর একজন মহিলা। এরকম কেতাদুরস্ত মহিলাকে সাধারণত হিন্দি সিরিয়ালে দেখা যায়। চারপাশে তাকিয়ে মেয়েটি বলল,

'ফ্যান্টাস্টিক! আপনি নিশ্চয়ই এখানে থাকবেন?'

যশোবন্ত হো হো করে হেসে উঠল। ততক্ষণে করতার সিং ছুটে এসে একটু দূরে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছে। যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'সাহেব কোথায়?'

'বাংলোতে।'

'সেবাযত্ন ঠিকঠাক হচ্ছে তো?'

'জী মালিক।'

যশোবন্ত মেয়েটিকে ইশারা করে বাংলোর সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। ওর পেছনে মেয়েটি এবং করতার এগিয়ে যেতে অতীশ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়িতে পা রাখল। ওরা তাকে খুঁজতে আরম্ভ করার আগে সে কথা বলল, 'কি সৌভাগ্য!'

'আরে তুই কোথায় ছিলি? বাইরে নাকি?'

'হ্যাঁ। কাঁহাতক ঘরে বসে থাকা যায়!'

'তা অবশ্য। তবে কম্পাউন্ডের বাইরে যাস না। এখানে যারা কাজ করে তারা নিশ্চয়ই তোর এখানে থাকার কথা জানে না!'

'সম্ভবত না—তোর আদেশ এরা ঠিকঠাক পালন করছে।'

'আরে ভাই, আমি যা করছি তা তোর ভালোর জন্য। যাক গে, তা কেমন লাগছে তোর আমার এই ফার্ম হাউস?'

'দারুণ!'

'ধন্যবাদ। করতার হুইস্কি লাগাও। ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?'

'সাহাবের ঘরে বোতল রেখেছিলাম।' করতার দাঁড়িয়ে গেল।

'আরে না না, সাহেবের স্টকে হাত দিও না। গাড়িতে ভাল জিনিস আছে, তাই দিয়ে আজ সেলিব্রেট করব। নিয়ে এসো—আয় বোস।'

ওরা তিনজন বসল।

যশোবন্ত বলল, 'মনে হচ্ছে তোকে এখানে বেশিদিন থাকতে হবে না। সব লাইন ঠিক হয়ে গিয়েছে—শুধু একজনের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এই, তুমি দ্যাখো না, গাড়ি থেকে জিনিসপত্র ঠিকঠাক নামাচ্ছে কিনা। প্লিজ!'

মেয়েটির মুখে কপট অভিমান চলকে উঠল, 'বারে, এই তো ডেকে এনে আমায় বসতে বললে! ঠিক আছে বাবা, আমি অন্ধকারে গাছপালা দেখছি!'

মেয়েটি বেরিয়ে গেলে যশোবন্ত গলা নামাল, 'ঠিক এক ঘণ্টা বাদে তোকে এখান থেকে মিনিট পনেরো দূরে যেতে হবে। গাড়িতেই যাবি—আমার লোক নিয়ে যাবে।'

'কেন?'

'টাকার জন্যে।'

'টাকা?'

'ইয়েস'। এত খরচ হচ্ছে, হবেও, টাকা লাগবে না!'

'কে দেবে টাকা?'

'গেলে দেখতে পাবি। দিতে না চাইলে, কম দিতে চাইলে চাপ দিবি। আরে তুই তো এখন নরম ভদ্দরলোক নস, একটা খুনের এক্সপেরিয়েন্স হয়ে গেছে।' হাসল যশোবন্ত। তারপর গলা পাল্টে বলল, 'তোর বউকে ফোন করতে হবে?'

'মানে?'

'আরে হঠাৎ গা-ঢাকা দিয়েছিস, প্রেম-ট্রেম থাকলে নিশ্চয়ই টেনশনে আছে। তুই বললে আমি খবর দিয়ে দিতে পারি। অবশ্য এখানে আছিস তা বলব না। বউ হোক আর যাই হোক, পুলিশ যে পেট থেকে কথা বার করবে না তা কে বলতে পারে!' যশোবন্ত কথা শেষ করতে না করতেই করতার সিং ফিরে এল রয়াল স্যালুটের বোতল নিয়ে। গ্লাস জল বরফ এসে গেল।

'করতার, বীণা কোথায়?'

'ও তো রাত্রে এখানে থাকে না মালিক।' করতার সরে দাঁড়াল।

'কোথায় থাকে?'

'মালিকের মনে নেই, ওকে ওপাশে একটা ঘর দিয়েছেন!'

'ওকে ডাকো—মুরগী বানাক।'

'মালিক!'

'বল।'

'আমি বানিয়ে দিলে অসুবিধে হবে? রাত্রে ওর মাথা ঠিক থাকে না।'

'অ। ঠিক হ্যায়। ওই মেমসাহেবকে ডেকে দাও।' করতার বেরিয়ে গেলে যশোবন্ত বলল, 'এই মেয়েটি একসময় পাঞ্জাবি ছবিতে অ্যাক্টিং করত। ছবিতে সুবিধে করতে পারেনি—আরে এসো। অন রক চলবে?'

'কি এটা, রয়াল স্যালুট? চলবে।' মহিলা গ্লাস তুলে নিলেন।

'চিয়ার্স!' দুজনের গলা উঁচুতে শোনাল।

'নীলম, মিট মাই ফ্রেন্ড রায়। হিন্দি সিরিয়ালের প্রোডিউসার। আমরা যাকে বলে স্কুল ফ্রেন্ড, ঠিক তাই।' যশোবন্ত পরিচয় করিয়ে দিল। অতীশ লক্ষ্য করল যশোবন্ত তার প্রথম নামটা বলল না।

নীলম হাত বাড়াল, 'হাই!'

অতীশকে হাত স্পর্শ করতে হল, 'হাই!' মেয়েটির হাত কী খড়খড়ে!

'নীলম ভাল অভিনেত্রী। শুনতেই পাচ্ছিস, ভাল হিন্দি বলে। বাল্যবন্ধু হিসেবে আমি আশা করব তুই নেক্সট প্রোডাকশনে ওর কথা ভাববি।' যশোবন্ত বলল।

নীলম চোখের কোণে তাকাল, 'কি জানি, ওঁর হয়তো আমার চেহারা পছন্দ হচ্ছে না!'

অতীশ বলতে বাধ্য হল, 'না না, আপনি যথেষ্ট সুন্দরী।'

যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার স্ট্যাটিস্টিক কত?'

'থার্টি সিক্স টোয়েন্টি এইট থার্টি সিক্স। হায়েট পাঁচ সাড়ে ছয়।'

যশোবন্ত বলল, 'শুনলি?'

অতীশ ভেবে পাচ্ছিল না যশোবন্ত এসব বলছে কেন? যার মাথার ওপর মৃত্যুর খাঁড়া ঝুলছে, তাকে এই অনুরোধ করা মানে রসিকতা নয়?

'দেখলে, উনি কোনও কথাই বলছেন না। আর একটা দাও।' গ্লাস নামাল নীলম।

'কি রে, বল! সুন্দরী নারীকে দুঃখ দিতে নেই।'

'আশ্চর্য, আমি কখন দুঃখ দিলাম! ঠিক আছে, মনে থাকবে।'

এই সময় বাইরের দরজায় শব্দ হল। যশোবন্ত বলল, 'যা, তুই ঘুরে আয়।'

'তুই যাবি না?'

'যেতাম। কিন্তু একজন মহিলাকে একা ফেলে রেখে দুজনের চলে যাওয়া অভদ্রতা হবে না? তুই যা, চটপট ঘুরে আয়।' যশোবন্ত গ্লাস হাতে উঠে অতীশকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

সিঁড়িতে পা রেখে অতীশ দেখল দুজন লোক নিচে দাঁড়িয়ে আছে। সে নামতেই ওরা হাঁটতে লাগল। গেটের কাছে এসে অতীশ দেখল আরও একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। লোকদুটোর ইশারায় সেই গাড়িতে উঠে দেখল সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে আরও দুজন ইতিমধ্যেই বসে আছে। গাড়ি ছুটল।

কে টাকা দেবে, কাকে চাপ দিতে হবে? ব্যাপারটা অত্যন্ত রহস্যময়।

অন্ধকার চিরে হেডলাইট ছুটে যাচ্ছে। এরা সবাই যশোবন্তের কর্মচারী। এদের কোনও প্রশ্ন করা যাবে না। মিনিট পনেরো বাদে একটা টিলার ধারে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। চারধার সুনসান। এখানে কোন মানুষ বাস করে বলে মনে হয় না। চুপচাপ সময় যাচ্ছিল। দশ মিনিট বাদে আর একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। আলো দুটি এগিয়ে আসছে। কুড়ি গজ দূরে এসে গাড়িটা থেমে গেল।

দরজা খুলল। দুজন লোক দ্রুত নেমে দরজা খুলতেই যে নামল তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল অতীশ। যদিও তার চোখে রুমাল জাতীয় কিছু বাঁধা, তবু সে চিনতে পারছে। একজন সেই বাঁধন খুলে দিল।

অতীশ গাড়ি থেকে নামল। একটু দূরে সুন্দরলাল দাঁড়িয়ে আছে হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে। ছেলেটা তাকে দেখছে। এতদিন, শোভনলাল বেঁচে থাকতে যখনই দেখা হয়েছে তখনই বলেছে, নমস্তে আঙ্কল। ওকে আজ নিয়ে এল যশোবন্ত। পৃথিবীর শেষতম লোক সুন্দরলাল যাকে সে এখানে আশা করেছিল। সে এগিয়ে গেল। তার দুপাশে দুজন অস্ত্রধারী। কিছু করার নেই—সুন্দরলালের মুখোমুখি দাঁড়াল অতীশ।

সুন্দরলাল রোগা, তরুণ, মুখে এখনও কৈশোরের ছাপ।

অতীশ বলল, 'আই অ্যাম সরি সুন্দর। কিন্তু তোমার বাবা যেভাবে আমাকে চিট করতে চেয়েছিল তাতে আমি মাথা রাখতে পারিনি।'

'ইটস অল রাইট।' সুন্দরলাল ভাঙা গলায় বলল।

'কিন্তু আমার টাকা চাই। তোমার বাবা আমার টাকা মেরে দিয়েছে, সেই টাকা তো সে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে যায়নি!'

'আমি জানি না তিনি নিয়ে গিয়েছেন কিনা। তবে আমাদের জন্যে যে ক্যাশ রেখে গেছেন তার পরিমাণ খুব সামান্য।' সুন্দরলাল বলল।

'বাঃ! কিন্তু আমি তার কাছে প্রায় ছাব্বিশ লাখ টাকা পাই।'

'আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন কিন্তু অত টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার মা-ও একথা আপনাকে বলতে বলেছেন।'

'তাহলে তুমি কেন এসেছ?'

'আমি কোনরকমে দশ লক্ষ টাকা জোগাড় করতে পেরেছি। এটা নিয়ে যদি আপনি আমার পিতৃঋণ মাফ করে দেন তাহলে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।' ব্যাগটা এগিয়ে দিল সুন্দরলাল।

অতীশ মাথা নাড়ল, 'অসম্ভব! ছাব্বিশের বদলে দশ পেলে আমার কোনও সমস্যার সমাধান হবে না। আমার পাওনাদাররা অপেক্ষা করছে।'

'আমি আপনাকে সত্যি কথা বলছি, আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।'

'তোমার বাবা যে টাকা সরিয়েছিল তার হদিশ যদি জানা না থাকে তাহলে সেটা খুঁজে বের করো। মোদ্দা কথা পুরো টাকা আমার চাই।'

'বেশ। হদিশ পেলে আমিই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। বাবার কাজকর্ম সম্পর্কে যদি আমার অথবা আমার মায়ের শ্রদ্ধা থাকত তাহলে অবশ্যই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতাম না। তাছাড়া—', সুন্দরলাল একটু থেমে বলল, 'একটা মানুষের জীবনের দাম কি ষোল লক্ষ টাকার চেয়ে কম? আমরা তো মুখ বন্ধ করেই আছি!'

ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে সুন্দরলাল ফিরে গেল। দূরে দাঁড়িয়ে অতীশ দেখল ওর চোখ আবার বেঁধে দেওয়া হল। ওরা গাড়িতে উঠতেই সে ব্যাগটা তুলে নিয়ে ফিরে এল। দ্বিতীয় গাড়িটা বাঁক নিয়ে বেরিয়ে যেতে সে খোলা দরজা দিয়ে পেছনের আসনের মাঝখানে বসে পড়ল। গাড়ি চলা শুরু করল।

এতক্ষণ কথা বলার পর এখন শরীরে অদ্ভুত ক্লান্তি অনুভব করল সে। শোভনলালের ছেলে সুন্দরলালকে যে যশোবন্ত চণ্ডীগড় থেকে টাকাসমেত তুলে আনতে পারে তা অতীশ কল্পনাও করতে পারেনি। কতটা শক্তিশালী সংগঠন থাকলে এমনটা করা যায়! সুন্দরলাল নিজের ইচ্ছায় সুড়সুড় করে চলে আসেনি। কিন্তু চোখ বন্ধ থাকলেও ও যদি এলাকাটা চিনতে পারে? নাঃ। সন্দেহটা উড়িয়ে দিল সে। একে রাতের অন্ধকার, তার ওপর চোখের ওপর আড়াল—সুন্দরলালের পক্ষে কখনই এখানে চিনে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু ছেলেটা বুদ্ধিমান। ওর বাবাকে খুন করার জন্যে অতীশকে যে ষোল লক্ষ টাকা ছেড়ে দিতে হবে তা স্পষ্ট বলে দিয়েছে। এখন অতীশের মনে হচ্ছে এই দশ লক্ষ টাকা সে নাও পেতে পারত। শোভনলালের পরিবারের কাছে

টাকা চাওয়ার সাহস তার কখনও হতো না। অথচ ছেলেটা দশ লক্ষ টাকা দিয়ে গেল—কী তাজ্জব ঘটনা!

গাড়িটা গেটেই রইল। দুজন রক্ষী তাকে বাংলো পর্যন্ত পৌঁছে দিল। সিঁড়ি বেয়ে ওপর উঠে দেখল যশোবন্ত টিভি দেখছে। টিভিতে পবনপুত্র হনুমান হচ্ছে। রিমোট টিপে ওটা বন্ধ করে যশোবন্ত বলল, 'কত দিয়েছে?'

'দশ।'

'যাক, দুই বাড়িয়েছে। প্রথমে বলেছিল আটের বেশি দিতে পারবে না। নিশ্চয়ই গুনে নিসনি! আরে ভাই, টাকা আর মেয়েছেলে জরিপ করে নিতে হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে ছেলেটা দু'নম্বরী করবে না। বাপের স্বভাব পায়নি। তুই লাকি!'

'লাকি?'

'নয় তো কী? আর ফাঁসি তো হবে না, জেলও হবে না। তবে কিছুটা সময় লাগবে। ওখান থেকে আট লাখ টাকা বের করে দে। না, ঠিক আট নয়—চল্লিশ কম দিস। ওটা তো অ্যাডভান্স করেছিস!' যশোবন্ত বলল।

বিনা বাক্যব্যয়ে ব্যাগ খুলে একশ টাকার বাণ্ডিলগুলো বের করল। ছিয়াত্তরটা বাণ্ডিল নিয়ে যশোবন্ত বলল, 'ওহো, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। মেয়েটা একদম আউট হয়ে গিয়েছে। রয়াল স্যালুট যদি বিয়ারের মতো খায়, আউট হয়ে যাওয়া মেয়েদের আমি একদম সহ্য করতে পারি না। ও এখানে থাক, পরে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাব। তোর বউকে ফোন করতে হবে?'

'না।'

'ও কে—গুড নাইট!' দরজার কাছে চলে গেল যশোবন্ত ব্যাগ হাতে নিয়ে।

টেবিলের ওপর চব্বিশটা বাণ্ডিল পড়ে আছে। বেরিয়ে যাওয়ার আগে যশোবন্ত একবার ঘুরে দাঁড়াল—'বাংলোর বাইরে যাস না। দিল্লির পুলিশ অফিসার কাপুর এখন লুধিয়ানায়। আমার হোটেলে তোর খোঁজে এসেছিল। এখান থেকে খবর লিক হবে না, কিন্তু বাইরের কেউ যেন তোকে না দেখে।' নেমে গেল যশোবন্ত।

চুপচাপ বসে রইল অতীশ। তারপর গ্লাসে হুইস্কি ঢালল। দুটো বরফের টুকরো তাতে ফেলতেই কানে গাড়ির শব্দ ভেসে এল। ওরা চলে যাচ্ছে—নিপুণ অপারেশন। তার আট লক্ষ টাকা বেরিয়ে গেল। দু চুমুক দিতেই মনে হল, তার টাকা কেন? এ টাকা সে কখনও পেত না! যশোবন্ত তো তার উপকার করেছে। উল্টে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার পাইয়ে দিয়েছে। ভাবতেই মন হালকা হয়ে গেল।'

'সাহাব!'

সে মুখ ফেরাল, করতার সিং দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনি কখন ডিনার খাবেন বললে আমি চলে আসব।'

'বলেছি তো, হটবক্সে রেখে তুমি চলে যাও।' অতীশ গ্লাস রেখে টেবিল থেকে টাকার বাণ্ডিলগুলো তুলে ঘরে চলে এল। সুটকেস খুলে সেগুলো ঢুকিয়ে রাখার পর

স্বস্তি হল। যদিও করতার সিং টাকাগুলো দেখেছে তবে ওকে নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা নেই। সে জল হুইস্কি গ্লাস নিজের ঘরে আনিয়ে নিল। এর মধ্যে করতার চিকেন রোস্ট করেছিল তার মালিকের হুকুম অনুযায়ী, সেটাও প্লেটে সাজিয়ে দিল। দিয়ে বলল, 'সাহাব, দরজাটা বন্ধ করে দেবেন।'

অতীশ মাথা নাড়ল, 'তুমি যাও, আমি দিচ্ছি।'

করতার ইতস্তত করিছিল, চলে গেল না।

অতীশ জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবে?'

'হটবক্সে দুজনের খাবার আছে। ওই মেমসাহাব যদি ঘুম থেকে উঠে খেতে চান, তাহলে ওকে সেটা বলে দেবেন।' করতার জানাল।

'মেমসাহাব!' অতীশের এতক্ষণে মনে পড়ল—নীলম, যশোবন্ত যাকে সঙ্গে নিয়ে এসে আউট হয়ে গেছে এই অপরাধে ফিরিয়ে নিয়ে গেল না।

'মেমসাহাব কোথায়?'

'ওপাশের ঘরে ঘুমাচ্ছেন, মনে হয় না সকালের আগে উঠতে পারবেন!'

'তাহলে তো চুকেই গেল।'

'তবে যদি ওঠেন?'

'তুমি কি ভেবেছ ওকে খাওয়াবার জন্যে আমি সারারাত জেগে বসে থাকব? যার খাবার দরকার হবে সে নিজেই খুঁজে নেবে—চল।' অতীশ উঠে দাঁড়াল। করতার নেমে গেলে দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। মুরগী আর স্কচ খেতে খেতে তার হঠাৎ মনে হল, অনেকদিন বাদে মাথার ওপর থেকে পাহাড়টা সরে গেছে। অবশ্য ওই টাকা হাতিয়ে যশোবন্ত তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। সম্ভাবনাটা থাকছেই। আর তা যদি না করে তাহলে নিশ্চয়ই কয়েকদিনের মধ্যে সে কলকাতায় ফিরে যেতে পারবে।

আর যদি উল্টোটা হয়? অতীশ ঠিক করল সে পালাবে। হিমালয়ের কোনও নির্জন জায়গায় সাধুসন্ন্যাসীদের আশ্রমে যদি সে চলে যায়, তাহলে পুলিশ কি তার খোঁজ পাবে? জেলে পচার চেয়ে সেই জীবন নিশ্চয়ই অনেক শান্তির। অথবা এই দু লক্ষ টাকা নিয়ে কোনও নির্জনে চলে গিয়ে একেবারে অনাড়ম্বর জীবনযাপন?

পাঁচ পেগ খাওয়ার পর অতীশ বুঝতে পারল তার নেশা হয়েছে। এখন আর উঠে গিয়ে হটবক্স খুলে রাতের খাবার খেতে ইচ্ছে করছে না। সে ঘড়ির দিকে তাকাল—রাত পৌনে বারোটা, এবার শুয়ে পড়লে হয়। জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। বাইরেটা অস্পষ্ট। পৃথিবী তার সমস্ত কষ্ট হজম করে শান্ত সমাহিত হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর আর কোথাও কি এমন নির্জন জায়গা নেই যেখানে সে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে? ভোগবিলাসের দরকার নেই, অতি সাধারণ কিন্তু শান্তিতে দিনগুলো কাটিয়ে দিলেই সে খুশি হয়।

হঠাৎ অতীশের মনে হল কেউ যেন হেঁটে যাচ্ছে। চট করে নিজেকে পর্দার আড়ালে

নিয়ে গেল সে। গাছপালার মধ্যে দিয়ে আসা সেই মূর্তিটাকে আর এখন দেখা যাচ্ছে না। তারপরেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল। দরজাতেই আঘাত বাজল। তারপর সব চুপচাপ। ও নিশ্চয়ই বীণা। সে তো রাত্রে ঘুরে বেড়ায়। জানলা খুলে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে কেন সে ঘুমাতে যায়নি? অতীশ এটুকু বুঝল, ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। সে আলো নিভিয়ে দিল। তারপর বিছানায় শুতে যেতেই ওপাশে শব্দ শুনতে পেল। আলো জ্বলে উঠল। এবং তারপরেই নারীকণ্ঠে শুনতে পেল, 'কোই হ্যায়? বেয়ারা?'

নেশা হওয়া সত্ত্বেও অতীশ বুঝতে পারল নীলমের ঘুম ভেঙেছে। এখন জানান দেওয়া মানে ওর সঙ্গে কথা বলা। কিন্তু তার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। ঘুম আসছে খুব। সে বালিশে মাথা রাখল। নীলম বলছে, 'কেউ নেই নাকি? বেয়ারা? মাই গড, আমি কি একা এখানে? যশোবন্ত—যশোবন্ত?' বেশ জোরে ডাকল নীলম।

কয়েক সেকেন্ড বাদে দরজার ফাঁক দিয়ে আলো ঢুকতেই অতীশ বুঝতে পারল নীলম সুইচ খুঁজে পেয়েছে। নীলমের গলা শুনতে পেল, 'কেউ নেই! আমাকে এখানে রেখে দিয়ে চলে গেল! সেরকম অবশ্য কথা হয়েছিল—উঃ! টেবিলে ওটা কি?' আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ, 'দুস! এখন কে খাবে? যাই শুয়ে পড়ি—কিন্তু একবার ঘুম ভাঙলে—হুইস্কির বোতল কোথায়?'

আওয়াজটা দরজার সামনে পৌঁছে গেল। তারপর নীলমের গলা, 'কে? কেউ কি এ ঘরে আছেন?' অতীশ সাড়া দিল না। বালিশে গাল চেপে সে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে লাগল। তারপরেই টের পেল ঘরের আলোটা জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নীলমের গলা থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ সময় নিল যেন, তারপর অতীশ শুনল, 'মিস্টার রায়, মিস্টার রায়! দূর, কী ঘুম রে বাবা!'

জোরে জোরে পা ফেলে নীলম চলে গেল এঘর থেকে। যাওয়ার সময় আলো নিভিয়ে যায়নি। ঘুমের জন্য যদি বিছানা থেকে নেমে আলো নেভায়, তাহলে নীলম বুঝে যাবে সে জেগে ছিল। চোখ বন্ধ করে থাকার কারণে আলো জ্বেলে রাখা সত্ত্বেও ঝিমুনি ভাবটা চলে এল এবং শেষ পর্যন্ত কখন ঘুমিয়ে পড়ল তা অতীশ নিজেই জানে না। ঘুমের মধ্যে সে যেন শুনতে পেল কেউ তাকে ডাকছে। বনানীর গলা বলে মনে হল। সে একটা গভীর খাদের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর বনানী ওপর থেকে ঝুঁকে তাকে ডেকে চলেছে। তৎক্ষণাৎ তার খুব মনখারাপ হয়ে গেল। সে চিৎকার করে জানান দিতে চাইল কিন্তু গলা থেকে স্বর বের হল না। সে যখন ছটফট করছে তখন ওপর থেকে একটা দড়ি নেমে এল। সেই দড়ি দু হাতে ধরতেই তার শরীর হু-হু করে ওপরে উঠতে লাগল। ওপরে ওঠামাত্র তার ঘুম ভেঙে গেল, চোখে আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল। সদ্য আসা ঘুম ভেঙে যাওয়ার ক্লান্তি এল, অবসাদ তার মুখে বিরক্তির ছবি স্পষ্ট করল। সে চোখ মেলতে পারল না প্রথমে। মনে হল আলো নিভিয়ে দিলে আবার ঘুমোতে পারবে। সে মাথা তুলে উঠে বসতেই শুনতে পেল, 'কুম্ভকর্ণের চেয়ে আপনি কম কিছু নন!'

সে দেখতে পেল এবার। নীলম সোফায় বসে আছে, হাতে গ্লাস।

'আপনি?' জড়ানো গলা নিজের কানেই অচেনা মনে হল অতীশের।

'শেষ পর্যন্ত ঘুম ভাঙল!' হাসি ফুটল ঠোঁটে। এবং তখনই চোখে পড়ল—এর মধ্যে পোশাক পাল্টেছে নীলম। তার অঙ্গে এখন আকাশী নীল রাতের পোশাক। দুটো বাহু মুক্ত। হাতির দাঁতের মতো নিটোল। হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত নাইটি বড় মোলায়েম।

'আপনি আছেন?' অতীশ ভান করল।

'কেন, আপনি জানতেন না?'

'কি করে জানব? আমি ফিরে এসে দেখলাম আপনি নেই!'

'আপনার বন্ধু আমাকে ফেলে রেখে গেছে। অবশ্য বলেছিল, কয়েকদিন থাকতে হতে পারে কিন্তু নিজে চলে যাবে বলেনি!'

'যাওয়ার আগে বলে যায়নি?'

'নাঃ! আমার ঘুম ভাঙলে দেখলাম শুয়ে আছি অন্ধকার ঘরে। এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! ডাকাডাকি করছি কিন্তু কারও সাড়া নেই। তারপর আপনাকে আবিষ্কার করে ধড়ে প্রাণ এল। আমি একদম একা ঘুমোতে পারি না।'

'ঘুমিয়েছিলেন তো?'

'ওঃ, ওটা হুইস্কির প্রভাবে। বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম অল্প সময়ে।'

'তাহলে আবার ওটা নিয়ে বসলেন কেন? যান, শুয়ে পড়ুন।'

'আপনি আমাকে শুয়ে পড়তে বলছেন?' হাসল নীলম।

'ঠিক তাই।'

'এখন এই বাংলোয় আমরা দুজন ছাড়া কেউ নেই।'

'একটু আগে যখন আপনি ঘুমোচ্ছিলেন তখনও কেউ ছিল না।'

'কিন্তু আমার যে একা ঘুমোতে ভয় লাগে!'

হঠাৎ গলার স্বর পাল্টাল অতীশ, 'কিছু যদি মনে না করেন, যশোবন্ত কি আপনাকে আগেই আমার কথা বলে এখানে নিয়ে এসেছে?'

'আপনি বুদ্ধিমান।'

'কিন্তু এই যে আপনি চলে এলেন, থাকলেন, আপনি তো আমাকে জানেন না! আমার খুব খারাপ অসুখ থাকতে পারে—পারে না?'

'খারাপ অসুখ!'

'ধরুন ভিডি, এইডস!'

'অসম্ভব।'

'আপনি কি করে নিশ্চিন্ত হচ্ছেন?'

'তাহলে যশোবন্ত আমাকে নিয়ে আসত না।'

'ওর সঙ্গে বহু বছর পরে কদিন আগে দেখা হয়েছে, তাছাড়া একজন পুরুষের পক্ষে আর একজন পুরুষের ওই রোগ আছে কি না জানা সম্ভব নয়।' অতীশ গম্ভীর মুখে বলল, 'যান, নিজের ঘরে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'এখানে আমার নিজের ঘর কি করে পাব?'

'বাঃ, যে ঘরে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন!'

'ওখানে তো যশোবন্ত আমাকে শুইয়ে দিয়ে গেছে। নীলম কথাটা বলামাত্র সিঁড়িতে আবার শব্দ হল। ঘরের ভেতর থেকে সেটা ভৌতিক শোনাল। খুব অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল নীলম। চাপা গলায় বলল, 'কি ব্যাপার?'

'জানি না।'

নীলম ছুটে এল অতীশের পাশে, 'কাউকে ডাকা যায় না?'

'এত রাত্রে কে আসবে?' সে মুখ ফেরাতেই নীলমের ব্যক্তিগত সৌন্দর্য দেখতে পেল। অনেক—অনেকদিন এইরকম নারী অতীশ দেখেনি। অথচ কি আশ্চর্য, তার শরীরে কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। দেখতে ভাল লাগলেও শরীর দারুণভাবে নির্লিপ্ত।

নীলম ফিসফিস করে বলল, 'আপনি এতক্ষণ আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন?'

'যা ভাল মনে করেন তাই ভাবুন।'

'যদি বলি ওই অসুখগুলো আমারও আছে!' নীলম শব্দ করে হাসল, 'আচ্ছা আমাকে কি খুব নির্বোধ মনে হয়? যে পুরুষের ওইসব অসুখ আছে, সে আগাম কাউকে জানিয়ে দেয় না। এবার বলুন তো, আমি কি দেখতে খুব খারাপ?'

'আপনি পরমাসুন্দরী।'

বলামাত্র টুক করে নাইটির বাঁধন খসিয়ে দিল নীলম, 'আলোটা কি জ্বলবে?'

ঠিক সেইসময় সিঁড়িতে আবার শব্দ বাজল। চকিতে পোশাক ঠিক করে নিয়ে নীলম চাপা গলায় বলল, 'কে?'

সাপিনী যখন ফণা তোলে তখন ইঁদুরছানা বিবশ হয়ে অপেক্ষা করে। অতীশ সেই অবস্থা থেকে দ্রুত মুক্তি পেল শব্দটার জন্যে। বলল, 'এখানে বোধহয় কোনও প্রেত আত্মা ঘোরাফেরা করে। কাল রাত্রেও আওয়াজ শুনেছি।'

'মাই গড!' চোখ বড় হয়ে গেল নীলমের। মুখে আতঙ্কের চিহ্ন স্পষ্ট।

'চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন।'

'অসম্ভব। আমি একা ঘুমোতে পারব না।'

'তাহলে এখানেই—।' অতীশ বিছানা থেকে নেমে পড়ল।

'ওকি! আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'শব্দটা সত্যি কোনও প্রেত আত্মা করছে কিনা দেখে আসি।'

'না, যাবেন না। যে যা করছে বাইরে করুক—আপনার কি দরকার?'

'আমার মনে হয় এই বাংলোতে কোনও মেয়ে খুন হয়েছিল। তার প্রেমিক সেই খুনটা করেছিল। তারপর থেকেই কোনও নারীপুরুষকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখলেই ও ক্ষেপে যায়।'

'সর্বনাশ! কিন্তু গতকাল তো আপনি একা ছিলেন? তখনও তো শব্দ শুনেছিলেন?'

'তা অবশ্য। হয়তো ভেবেছিল আমার সঙ্গে কোনও মহিলা আছে।'

'যাঃ! প্রেতাত্মারা ভাবে নাকি? ওরা তো সব দেখতে পায়! ঠিক আছে, আপনি ওপাশে শুয়ে পড়ুন, ঘনিষ্ঠ হতে হবে না।'

আলো নেভাতে দিল না নীলম। বিছানার একপাশে শুয়ে পড়ল অতীশ। মাঝখানে ফুট দুয়েকের ব্যবধান। অতীশের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল বাইরে বেরিয়ে বীণাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসে। মেয়েটা আজ নিজের অজান্তে তার উপকার করল। সে হেসে ফেলল। শব্দ হল।

'হাসছেন কেন?'

'কেউ বিশ্বাস করবে আমরা এভাবে শুয়ে আছি অথচ—।'

'আমি কোনও পেত্নীকে চটাতে চাই না।'

'ঠিক কথা।' অতীশ চোখ বন্ধ করল। প্রচণ্ড শরীর খারাপ হলে, অনেকবার টয়লেটে গেলে লোভনীয় খাবার সামনে দেখেও মুখ ফিরিয়ে নিতে মানুষ বাধ্য হয়। নীলমকে দেখে মন প্রলুব্ধ হচ্ছে বটে কিন্তু বনানীর প্রতি সৎ থাকতে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখছে এমন ভাবার কারণ নেই। শোভনলালকে খুন করার পর থেকে শরীর এবং মনে যে আলোড়ন হয়ে গেল তার প্রতিক্রিয়া থেকে যে আজ রাত্রেও মুক্ত হয়নি তা একটু আগে সে আবিষ্কার করল। পৃথিবীর ওই আদিম রিপুটি তার শরীর থেকে এখন উধাও হয়ে গিয়েছে। এখন নীলমকে প্রশ্রয় দেওয়া মানে এক লজ্জাজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া। একজন পুরুষের কাছে তার চেয়ে অপমানের কিছু নেই।

ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গেল। বেল বাজছে। ধড়মড় করে উঠে বসল অতীশ। আলো জ্বলছে। নীলম তার দিকে পাশ ফিরে ঘুমাচ্ছে। আশ্চর্য, এইসময় ওর মুখ বালিকার মত হয়ে গেছে। কোন অভিজ্ঞতার ছাপ নেই সেখানে।

অতীশ বসার ঘর পেরিয়ে দরজা খুলতেই করতার সিংকে দেখতে পেল। লোকটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

'কি ব্যাপার?'

'সাহাব, মালিক গাড়ি পাঠিয়েছেন। আপনাকে এখনই যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'তা তো জানি না সাহাব!'

অতীশের ইচ্ছে হল বিদ্রোহ করতে। মাত্র কিছুটা সময় সে ঘুমাতে পেরেছে, শরীরে এখনও প্রচুর ক্লান্তি। সে যেন পুতুল আর যশোবন্ত তাকে নাচাচ্ছে। কিন্তু সে কিছুই করতে পারল না। প্রতিবাদ করলে ওই করতারই তাকে বলবে এখান থেকে চলে যেতে। অতএব তাকে দ্রুত তৈরি হতে হল। নীলম তখনও ঘুমোচ্ছে।

ওকে ডাকতে যেতে করতার বাধা দিল, 'মেমসাহাবকে ঘুমোতে দিন। মালিক পরে ওঁর জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে অতীশ অ্যাম্বাসাডারের পেছনের সিটে বসে দুপাশের অন্ধকার দেখতে লাগল। ড্রাইভারের পাশে এখন একটিমাত্র লোক, পেছনে কেউ নেই। কি এমন ঘটল যে সাততাড়াতাড়ি তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছে যশোবন্ত? তাহলে কি ওই কাপুর নামের অফিসারটা জানতে পেরেছে সে কোথায় আছে? এই খামার-বাড়িতে কি আজই হানা দেবে পুলিশ? তাই যদি হয়, তাহলে তাকে যশোবন্তের কাছে আর একবার কৃতজ্ঞ হতে হবে।

নীলমের মুখটা মনে পড়ল। বনানীকে বিয়ে করার পর আজ পর্যন্ত সে দ্বিতীয় কোনও নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করেনি। কিন্তু আজ রাত্রে যে অবস্থা হয়েছিল তা যদি স্বাভাবিক অবস্থায় হত তাহলে কোনও নীতিবোধ কি তাকে ঠেকাতে পারত! আর একটু পরে ঘুম থেকে উঠে নীলম দেখবে সে নেই। আর কোনওদিনই তাদের হয়তো দেখা হবে না—এই রাতটার স্মৃতি মেয়েটা কতদিন মনে রাখবে?

ঘুমিয়ে পড়েছিল অতীশ। হঠাৎ গাড়িটা থামতে চোখ মেলে দেখল একটা পেট্রল পাম্প সামনে। ড্রাইভার তেল নিচ্ছে। আলো ফুটে গিয়েছে এর মধ্যে। আকাশ পরিষ্কার। পৃথিবীটাকে কী সুন্দর শান্ত লাগছে এইসময়।

'সাব্, চা—।'

অতীশ দেখল ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটি চা নিয়ে এসেছে। ভাল লাগল। ধন্যবাদ জানিয়ে গ্লাসটা নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'লুধিয়ানা আর কত দূরে?'

লোকটা বলল, 'আমরা তো অনেকক্ষণ লুধিয়ানার রাস্তা ছাড়িয়ে এসেছি সাব্! আপনি ঘুমিয়েছিলেন বলে বুঝতে পারেননি।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'দিল্লি।' লোকটা সরে গেল সামনে থেকে।

দিল্লি! চমকে গেল অতীশ। তাকে দিল্লিতে নিয়ে যাচ্ছে কেন যশোবন্ত? মতলবটা কি? ওখানে পুলিশ নিশ্চয়ই তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে, ওখানে নিয়ে যাওয়া মানে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া!

অতীশ চায়ের গ্লাস হাতে গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল—পালাতে হবে, কিন্তু স্যুটকেসটা রয়েছে ডিকিতে! টাকাপয়সা জামাকাপড় সব ওটার মধ্যে। ওগুলো ছাড়া পালিয়ে গিয়ে সে কিছুই করতে পারবে না।

গাড়িতে ওঠার সময় করতার সিং ডিকিতে স্যুটকেস তুলে দেওয়ার পর ড্রাইভার চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল। লোকটার কাছে স্যুটকেস চাইলে রাজী হবে? দ্বিতীয় লোকটা ফিরে এল, 'হয়ে গেছে সাব্?'

অতীশ গ্লাসটা দেখল। তারপর চুমুক দিল।

দুপুরের মুখে দিল্লিতে ঢুকে গেল গাড়ি। ড্রাইভার জানে কোথায় তাকে যেতে হবে। অতীশ দেখল গাড়ি যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানে কালো কোট পরা উকিলরা ঘোরাফেরা করছে। গাড়ি থামামাত্র তাদের একজন দরজা খুলে তার পাশে উঠে বসল।

লোকটার হাতে কাগজপত্র।

'নমস্কার। আমি সুনীল গুপ্তা। আপনার কেসটা আমি হ্যান্ডেল করছি।'

'আমার কেস?'

'হ্যাঁ। আপনার আগাম জামিনের জন্যে এখনই দরখাস্ত করতে হবে। লাঞ্চের আগেই যাতে মুন্সেফ হিয়ারিং দেন তার ব্যবস্থা করেছি। নিন, এখানে সই করুন।' টাইপ করা একটা অ্যাপ্লিকেশন এবং কয়েকটা কাগজপত্র সামনে ধরল সুনীল গুপ্তা।

'এসব কি?'

'আগাম জামিনের জন্য যেসব কাগজ লাগে তাতে সই করতে হবে আপনাকে। আজ ভোরে আমাকে জানানো হয়েছে। আমি বলেই এত তাড়াতাড়ি সব রেডি করতে পারলাম—নিন, সই করুন!'

'আগাম জামিন আমি কেন নেব?'

'আচ্ছা লোক তো! আগাম জামিন নিলে পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারবে না। লড়াই করার সময় পাবেন। আশ্চর্য, আপনি আগাম জামিন নেবেন আর নিজেই সেটা জানেন না! সময় নষ্ট না করে সই করুন।'

অনেকগুলো সই করতে হল। কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে সুনীল গুপ্তা বললেন, 'শুনুন। আমাদের বক্তব্য হবে, আপনি সেইদিন হোটেলে গিয়েছিলেন ব্যবসার ব্যাপারে শোভনলালের সঙ্গে কথা বলতে। সেখানে চা খেয়েছেন। কথাবার্তা ভালভাবেই শেষ হয়েছিল। শোভনলাল আপনাকে লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। হোটেল থেকে বেরিয়ে আপনি সিমলা চলে যান। দিল্লিতে কি হয়েছে তা জানেন না। আপনি সিমলার যে গেস্টহাউসে ছিলেন তার বিল সাবমিট করছি। ফিরে এসে পুরনো কাগজে খবরটা পড়েন। আপনার আশঙ্কা হচ্ছে, যেহেতু খুনের দিন আপনি হোটেলে গিয়ে শোভনলালের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাই পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে—এর ফলে আপনার সম্মান হানি হবে, এই কারণে আপনি কোর্টের কাছে আগাম জামিন চাইছেন।' সুনীল গুপ্তা একটু চুপ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যা বললাম তা মনে রাখতে পারবেন?'

নীরবে মাথা নাড়ল অতীশ, হ্যাঁ।

সুনীল গুপ্তা নেমে গেল গাড়ি থেকে।

অতীশ চুপচাপ বসে রইল। ড্রাইভার এবং তার সঙ্গী খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুজন পুলিশ অফিসারকে হেঁটে যেতে দেখল সে। ওরা এদিকে তাকাল না। এখনো তার আগাম জামিন হয়নি, এ সময় ওকে গ্রেফতার করলে কিছুই করতে পারবে না যশোবন্ত। কিন্তু এত কাণ্ড যশোবন্ত তার জন্যে করল অথচ নিজে এল না?

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সুনীল গুপ্তাকে হন্তদন্তভাবে আসতে দেখল সে, 'চলুন!' অতীশ গাড়ি থেকে নামতেই ড্রাইভারের সঙ্গী তার পিছনে চলে এল।

অতীশের অস্বস্তি হচ্ছিল। তার নিরাপত্তার কারণে না তাকে নজরে রাখার জন্যে

লোকটা ওইভাবে হাঁটছে তা সে জানে না। যশোবন্তের সন্দেহ আছে বোধহয়, সে পালিয়েও যেতে পারে। সুনীল গুপ্তা ওকে প্রায় জনমানবশূন্য কোর্টরুমে নিয়ে এল। দুজন কর্মচারী বসে আছে অলসভাবে। সামনের বেঞ্চিগুলো ফাঁকা। একটু বাদেই মুন্সেফ এলেন। কর্মচারীরা উঠে দাঁড়িয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে ওরাও উঠল। মুন্সেফ কোনওদিকে না তাকিয়ে সামনে রাখা ফাইল খুললেন। একবার নজর বুলিয়ে চোখ তুলতেই সুনীল গুপ্তা তার বক্তব্য পেশ করল।

মুন্সেফ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এফিডেবিট?'

'হ্যাঁ স্যার, করা হয়ে গেছে।' সুনীল গুপ্তা জবাব দিলেন, 'ফাইলেই আছে।'

মুন্সেফ বললেন, 'এ ক্ষেত্রে আগাম জামিন দেওয়া হল। অর্ডার পরে নিয়ে যাবেন।'

সুনীল গুপ্তা বললেন, 'ধন্যবাদ স্যার।'

বাইরে বেরিয়ে এসে অতীশ জিজ্ঞাসা করল, 'আমি তো কোনও এফিডেবিট করিনি?'

'করেছেন। অতগুলো সই করালাম কি জন্যে? এ নিয়ে আপনি দয়া করে মাথা ঘামাবেন না। যান।' করিডোরে তাকে ছেড়ে দিয়ে সুনীল গুপ্তা চলে গেল।

এতক্ষণ বাদে নিজেকে হালকা মনে হচ্ছিল অতীশের। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারবে না। কি করে এই হুকুম এত তাড়াতাড়ি পাওয়া গেল তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সত্যি তার কোনও দরকার নেই। কলকাতার হাইকোর্টে অ্যাপ্লিকেশন করলে কেস এনলিস্টেড হতে তো বেশ সময় লাগে। এখানে হয়তো তাড়াতাড়ি হয়।

'চলুন সাব।'

লোকটির অস্তিত্ব খেয়ালে ছিল না। এবার সচকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায়?'

'গাড়িতে। মালিক আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'মালিক? যশোবন্ত কি দিল্লিতে এসেছে?'

'হ্যাঁ। আসুন।'

অতএব যেতে হল। এখন সে শর্তসাপেক্ষে স্বাধীন। এই শর্ত কোর্টের কাছে যতটা, তার ঢের বেশি বোধহয় যশোবন্তের কাছে।

গাড়ি তাকে নিয়ে এল পুসা রোডের একটা গেস্টহাউসে। লোকটি তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতেই যশোবন্তকে দেখতে পেল। সে একা নয়, আর এক ভদ্রলোক বসে আছে। যশোবন্ত হৈ-হৈ করে উঠল, 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম! মুখ দেখে বুঝতে পারছি রাত্রে ঘুম হয়নি। আরে ওইরকম জ্বালাময়ী মহিলা পাশে থাকলে কোনও পুরুষমানুষ ঘুমাতে পারে না। সকালে তো ব্রেকফাস্টও হয়নি! যা, স্নানটান করে একেবারে লাঞ্চ খেয়ে নে। তারপর লম্বা ঘুম দিয়ে ফ্রেশ হয়ে কাজ শুরু করা যাবে।' যশোবন্ত এমন ভঙ্গীতে কথা বলল যেন সে তার ছেলের সঙ্গে কথা বলছে।

অতীশ বলল, 'আজ কোর্টে—।'

'ওসব কথা বিকেলে হবে। তোকে যা বললাম তাই কর।' বাধা দিল যশোবন্ত।

যশোবন্তের প্রতিটি নির্দেশ হুবহু মান্য করল অতীশ। খাওয়াদাওয়ার পর বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, যশোবন্ত বেরিয়ে গেছে। বিছানায় শোওয়ামাত্র ঘুম এসে গেল। টেনশনে এবং পরিশ্রমে শরীর কাহিল হয়ে পড়েছিল খুব।

বিকেলে ঘুম ভাঙামাত্র মনে হল সে আজ মুক্ত। আগাম জামিন নেওয়া থাকলে পুলিশ কিছু করতে পারে না। তাহলে এখন কলকাতায় ফোন করা যেতে পারে। ঘরেই টেলিফোন ছিল। রিসিভার তুলে নাম্বার ঘোরাতে না ঘোরাতেই শুনতে পেল, এস টি ডি করার সুবিধে এই টেলিফোনে পাওয়া যাবে না।

একটু হতাশ হল সে। তাহলে বাইরে বেরিয়ে কোনও বুথ থেকে করতে হয়। জামাকাপড় পাল্টে নিল সে। স্যুটকেসটা বন্ধ করে সে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল বেয়ারা চা নিয়ে আসছে। অতএব চায়ের জন্যে বসতে হল। কাপ হাতে নিয়ে সে বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এস টি ডি বুথ কাছাকাছি আছে?'

'হ্যাঁ স্যার, গেটের পাশেই।'

চা শেষ করে সে বাইরে বের হল। না, কেউ পাহারায় নেই। তাহলে তাকে পাহারা দেবার জন্যে নয়, তার নিরাপত্তার জন্যেই যশোবন্ত লোক রেখেছিল। বুথে ঢুকে কলকাতার নাম্বার ডায়াল করল সে। টেলিফোন বাজছে, বনানীর গলা শুনতে পেল সে, 'হ্যালো!' ঢোঁক গিলল অতীশ। বনানীর গলা একটু চড়ল, 'হালো?'

'বনানী, আমি বলছি।'

ওপাশ থেকে কোনও কথা এল না। বনানী একদম চুপচাপ।

'আমি এতদিন তোমাকে ফোন করার সুযোগ পাইনি। আজ আগাম জামিন পেয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই সব শুনেছ। কিন্তু কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল তা তুমি জানো না—বনানী, হ্যালো, বনানী।'

'আমি কোনও কিছু জানতে চাই না।' বনানী কেটে কেটে বলল।

'কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, প্লিজ!'

'আমি টেলিফোনে কোনও কথা শুনতে চাই না। তোমার যদি কিছু বলার থাকে তাহলে সামনে এসে বলো। আমি রেখে দিচ্ছি।' বনানী রিসিভার রেখে দিল, কিন্তু লাইনটা ডেড হয়ে গেল না। অতীশ বুঝতে পারছিল লাইনের উল্টো দিকে কেউ আছে। সে দুবার হ্যালো বলল। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে বিল মিটিয়ে দিল। এতক্ষণে তার মনে হল বাড়ির টেলিফোনে নিশ্চয়ই কেউ আড়ি পেতেছে। সেটা পুলিশ ছাড়া আর কে করবে? বনানীর ব্যবহারে বুকে যে বাষ্প জমেছিল মুহূর্তেই তা উধাও হয়ে গেল। বনানী নিশ্চয়ই জানে বাড়ির টেলিফোনে আড়িপাতা হচ্ছে। তাই তাকে বাঁচাতে সে কথা বাড়াতে চায়নি। টেলিফোনে কথা না বলে সামনাসামনি বলতে বলা মানে তো তাই। সে যদি সত্যি কথা বনানীকে টেলিফোনে বলত, তাহলে পুলিশ সেটা রেকর্ড

করে স্টেটমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করত। উঃ, খুব বাঁচা বেঁচে গেছে সে! বনানীর কাছে কৃতজ্ঞ হল এবার।

গেস্টহাউসে ঢুকতেই গাড়িটা চলে এল। সামনে দেহরক্ষী, পেছন থেকে যশোবন্ত নামল। নেমেই চিৎকার করল, 'একি! তুই কোথায় গিয়েছিলি?'

'টেলিফোন করতে।'

'টেলিফোন? কোথায়?'

'কলকাতায়।'

'মাই গড! তোর বাড়ির ফোনের ওপর পুলিশ ওয়াচ রাখছে—প্রতি কথা রেকর্ড করা হচ্ছে—তুই এটা কি করলি?'

অতীশ তাকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতে শান্ত হল যশোবন্ত, 'নাঃ, তোর বউ-এর বুদ্ধি আছে—তোর থেকে অনেক বেশি বুদ্ধি। কিন্তু পুলিশ এতক্ষণে জেনে গেছে তুই কোত্থেকে ফোন করেছিস—গাড়িতে ওঠ, বেয়ারা সাহেবের স্যুটকেস দিয়ে যাও।'

'কোথায় যাচ্ছি?'

'চল না।'

'আশ্চর্য, পুলিশ জানলে অসুবিধে কোথায়? আমাকে তো অ্যারেস্ট করতে পারবে না, ভয় পাওয়ার কি আছে?' প্রতিবাদ করল অতীশ।

'ভয় নয়—বল সবসময় নিজের কোর্টে না রেখে অন্যের কোর্টে ফেলে দেখতে হয় সে কি ভাবে খেলে! রিভলবারটা কোথায়?'

'স্যুটকেসে।'

ততক্ষণে বেয়ারা স্যুটকেস পৌঁছে দিয়েছে গাড়িতে। গাড়ি চলতে শুরু করলে যশোবন্ত শান্ত গলায় বলল, 'আমরা এখন থানায় যাচ্ছি।'

'থানা!' প্রায় চিৎকার করে উঠল অতীশ।

'হ্যাঁ। তোর কোনও ক্ষতি তো এখন পর্যন্ত হয়নি—হয়েছে?'

'কিন্তু থানায় গিয়ে আমি কি করব?'

'বসে থাকবি।'

থানার সামনে গাড়ি দাঁড়াল। যশোবন্ত তার দেহরক্ষীকে নির্দেশ দিল গাড়িতেই বসে থাকতে। ওরা থানায় ঢুকল। সোজা ওসি-র ঘরে।

ওসি-র সামনে তখন দুজন লোক। ভদ্রলোক যশোবন্তকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন, 'আরে, কি আশ্চর্য! আপনি? হঠাৎ?'

'একটু জরুরী তাই নিজেই এলাম।' যশোবন্ত কাঁধ ঝাঁকাল।

সঙ্গে সঙ্গে ওসি লোকদুটোকে বলল, 'আপনারা একটু বাইরে অপেক্ষা করুন,

প্লিজ!' একজন কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু ওসি হাত নাড়লেন, 'না, পরে বলবেন। প্লিজ, যান।'

ওরা চলে গেলে যশোবন্ত চেয়ার টেনে বসে অতীশকে ইশারা করল বসতে। ওসি নিজের চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন কি করতে পারি?'

'কয়েকদিন আগে চণ্ডীগড়ের শোভনলাল নামের যে লোকটা এখানকার হোটেলে খুন হয়েছিল সেই কেসের কি অবস্থা?' যশোবন্ত প্রশ্ন করল।

'ওটা কাপুর সাহেব দেখছেন। উনি একজন বাঙালিকে সন্দেহ করছেন। ওই লোকটা গা-ঢাকা দিয়েছে। কলকাতা থেকে সেদিন দিল্লিতে এসেছিল, কিন্তু আর কলকাতায় ফিরে যায়নি।' ওসি জানালেন।

যশোবন্ত হাসল, 'উনি গা-ঢাকা দেননি। এখান থেকে সিমলায় গিয়েছিলেন বেড়াতে। ফিরে এসে ঘটনাটা জানতে পারেন। সিমলাতে উনি আমার গেস্টহাউসে ছিলেন—আপনাদের ধারণাটা ঠিক নয়।'

'আপনি লোকটাকে চেনেন?'

'নিশ্চয়ই। এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি অতীশ রায়, যাকে আপনি এবং আপনার কাপুর সাহেব খুঁজে বেড়াচ্ছেন!'

'সেকি?' ওসি উত্তেজিত হয়ে সোজা হলেন, 'আপনি অতীশ রায়?'

'হ্যাঁ।'

'শোভনলালকে মার্ডার চার্জে আপনাকে আমরা খুঁজছি। আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? এক মিনিট—'

ওসি কি করবেন ঠাওর করতে না পেরে টেলিফোনের নাম্বার ঘোরাতে আরম্ভ করলেন, যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'

ওসি জবাব দিলেন না। লাইন পাওয়ামাত্র চেঁচিয়ে উঠলেন, 'স্যার, শর্মা বলছি, শোভনলাল মার্ডার কেসের অতীশ রায়কে পাওয়া গিয়েছে। হ্যাঁ স্যার, আমার সামনেই বসে আছে—হ্যাঁ।' রিসিভার নামিয়ে রেখে রুমালে মুখ মুছে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি সেই অতীশ রায় তো?'

'আপনারা এখনও কলকাতা থেকে ছবি আনাননি?'

'ও হ্যাঁ! তাই তো!' ওসি উঠে আলমারি থেকে একটা ফাইল বের করে সেটা খুলে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন। ওটা নিয়ে টেবিলে ফিরে এসে বললেন, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যশোবন্তজী। তবে আপনি যদি ওঁকে এখানে না নিয়ে এসে আমাকে বাইরে কোথাও যেতে বলতেন, তাহলে—বুঝতেই পারছেন, আমার দামটা বাড়ত।'

'আরে আপনি এমনিতেই যা মূল্যবান—দয়া করে আর দাম বাড়াবেন না!'

কয়েক মিনিটের মধ্যে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকলেন কাপুর সাহেব। চটপট চেয়ার ছেড়ে ওসি সরে দাঁড়ালেন। যশোবন্তকে গ্রাহ্য না করে অতীশের সামনে দাঁড়িয়ে কাপুর ইংরেজিতে প্রশ্ন করল, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'

'সিমলায়।' অতীশের গলা শুকিয়ে কাঠ।

'সিমলা!'

'হিলটপ গেস্টহাউস।' যশোবন্ত জবাব দিল।

'আপনি এখানে?'

ওসি বললেন, 'উনি মিস্টার যশোবন্ত সিং। বিখ্যাত ব্যবসায়ী। অনেকগুলো হোটেলের মালিক। বড়সাহেবও ওঁকে ভালভাবে জানেন।'

'আমি ওঁকে চিনি। লুধিয়ানায় ওঁর হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন এই লোকটি সিমলার হিলটপে ছিল?'

'কারণ ওই গেস্টহাউসটা আমারই।'

'আই সি! মিস্টার রায়, শোভনলালকে মার্ডার করার অভিযোগে আপনাকে আমরা গ্রেফতার করছি। অফিসার—।' কাপুর ওসি-র দিকে তাকালেন।

যশোবন্ত বলল, 'এক মিনিট—অভিযোগটা কে করেছে?'

'তার মানে?' কাপুরের কপালে ভাঁজ পড়ল।

'আপনি বললেন মার্ডার করার অভিযোগে গ্রেফতার করছেন, নিশ্চয়ই কেউ ওই অভিযোগ করেছে—তাই তো?'

'না, সেটা কেউ করেনি এখন পর্যন্ত। তবে ঘটনাগুলো প্রমাণ করছে ইনি ওই খুন করেছেন। তাছাড়া এ ব্যাপারে কোনও কৈফিয়ৎ দিতে আমি রাজী নই। আপনাদের যা বলার কোর্টে গিয়ে বলবেন।'

'কিন্তু কোর্ট আপনাদের নিষেধ করেছে ওকে অ্যারেস্ট করতে!'

'তার মানে?'

'মিস্টার রায় আগাম জামিন পেয়ে গেছেন।' যশোবন্ত অর্ডারের জেরক্স কপি বের করে কাপুরের হাতে দিল।

কাপুরের মুখের চেহারা বদলে গেল, 'আ-চ-ছা! আপনারা দেখছি—। ওয়েল, আমি কোর্টে মুভ করব। এইভাবে যদি খুনীকে কোর্ট আগাম জামিন দিয়ে দেয়—।'

'মিস্টার কাপুর! আপনি বোধহয় ঠিক বলছেন না, একজন দায়িত্ববান সরকারি অফিসার হয়ে আপনি কোর্টকে সমালোচনা করতে পারেন না—সেটাও অপরাধ।'

কাপুর তাকাল। তারপর ওসি-র খালি চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা তাহলে কি কারণে এখানে এসেছেন?'

যশোবন্ত হাসল, 'আমরা কেউ জানতাম না এখানে ওই কাণ্ড হয়েছে। রায় হোটেলে গিয়ে শোভনলালের সঙ্গে দেখা করেছিল। ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তা হয়। চা খায়। শোভনলাল ওকে লিফট পর্যন্ত এগিয়েও দেয়। ওখান থেকে বেরিয়ে বাসে চেপে রায় চলে আসে চণ্ডীগড়ে। সেখান থেকে সিমলায়—'

কাপুর গর্জে উঠল, 'মিথ্যে কথা। উনি ট্রেনে উঠেছিলেন। রাত্রের ট্রেনে উঠেছিলেন। রাত্রের ট্রেনে ওঁর দুই সহযাত্রী আমাকে সেকথা বলেছে। উনি নামেন লুধিয়ানায়।

হলিডে হোটেলে ডি রায় নামে রুম বুক করেন। সেখানে ওই ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা উঠেছিলেন। ওঁরা ওকে ওই হোটেলে দেখেছেন। আমি এটা প্রমাণ করে দেব।'

যশোবন্ত নীচু গলায় বলল, 'মানুষমাত্রই ভুল করে।'

কাপুর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি জানেন যে আপনার হোটেলে উঠেছিল?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'এখন বুঝতে পারছি আপনার হোটেলের লোকজন আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছিল না কেন? আপনি ওকে বাঁচাতে চাইছেন!'

যশোবন্ত বলল, 'কাপুর সাহেব, আমার ক্ষমতা কতটুকু যে আপনার হাত থেকে ওকে বাঁচাবো! আচ্ছা ধরা যাক, সেদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে ও দিল্লি শহরটা ঘুরে বেরিয়ে রাত্রের ট্রেনে লুধিয়ানায় গিয়েছিল। উঠেছিল আমারই হোটেলে। সেখান থেকে আমরা সিমলায় চলে যাই—এতে অন্যায় কোথায়?'

'আশ্চর্য!' কাপুর অবাক হয়ে গেল।

'আপনি যেদিন আমার হোটেলে এসেছিলেন সেদিন একজন হোটেলমালিক হিসেবে যে ব্যবহার করা উচিত তাই আমি করেছিলাম। পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে হোটেল ব্যবসা চালানো যায় না। কিন্তু আমি আজ এখানে এসেছি ওর বন্ধু হিসেবে। যাকগে, ও আগাম জামিন পেয়েছে। তাই বলে ভাববেন না যে ও পালিয়ে যাবে। কেউ যদি এর মধ্যে ওর বিরুদ্ধে ঠিকঠাক অভিযোগ করে, তাহলে আপনি কোর্টে মুভ করবেন। আমরা কনটেস্ট করব না। তবে দয়া করে কাউকে সাজিয়ে অভিযোগ লেখাবেন না!'

'তার মানে?'

'শোভনলালের আত্মীয়স্বজন অথবা খুন হতে দেখেছে এমন কেউ এই অভিযোগ করলে আমরা মেনে নেব—আপনি কদিন সময় চান?'

'উনি এখন কোথায় আছেন?'

'আপাতত আপনাদের এই থানায়। আমি আপনার শান্তির জন্যে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। ও এই সাতদিন এখানেই থাকুক। যদি লকআপে রাখতে চান, তাহলে দয়া করে আলাদা, একা রাখবেন। খাবারদাবার আমার লোক পৌঁছে দেবে। আপনার চোখের ওপর রইল। পালাবার কোনও চান্স পাবে না। সাতদিনের মধ্যে যদি আপনি সলিড কোনও প্রমাণ না পান বা কেউ যদি অভিযোগ জানাতে না আসে, তাহলে রায়কে আপনি ছেড়ে দেবেন—ও কে?' যশোবন্ত উঠে দাঁড়াল।

অতীশ এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। যশোবন্তের প্রস্তাবে সে আঁতকে উঠল, 'লক-আপেই যদি ঢুকতে হয় তাহলে আগাম জামিন নিয়ে কি লাভ হল?'

কাপুর মাথা নাড়ল, 'আপনি আমাকে বিপদে ফেলতে চাইছেন মিস্টার সিং। এখন ওঁকে লক-আপে রাখলে আদালত অবমাননার দায়ে আমি পড়ব। কিন্তু উনি থানায় থাকবেন—এই ঘরে—রাত্রে শোওয়ার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেওয়া হবে।'

'অনেক ধন্যবাদ মিস্টার কাপুর।' অতীশকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে যশোবন্ত বেরিয়ে গেল।

কাপুর অতীশের দিকে তাকাল, 'মিস্টার রায়, শোভনলালকে আপনি কেন খুন করলেন?'

'আমি খুন করিনি।'

'যে রিভলবার দিয়ে গুলি ছুঁড়েছিলেন সেটা কোথায়?'

'আমি কি করে জানব।' উত্তরটা দিয়েই বুকের ভেতর ছ্যাঁক করে উঠল। এখন যদি যশোবন্ত তার লোক দিয়ে স্যুটকেসটা এখানে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে ওটা সার্চ করলেই কাপুর রিভলবার পেয়ে যাবে।

কাপুর বলল, 'আমি আপনার সব খবর জেনেছি রায়। আপনি অত্যন্ত ভদ্রলোক। আপনার স্ত্রীও সবার প্রশংসা পান। আপনার মত লোক কি করে এমন কাজ করলেন?'

'আমি কোনও কাজই করিনি।'

'শোভনলালের ব্রিফকেসে যে টাকা ছিল আপনি জানতেন না?'

'না।'

'তাই ওটা ট্রেনের দরজা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন?'

'দরজা দিয়ে কেন?'

'জানলা দিয়ে ফেলা যায় না। আপনি এসি কোচে ছিলেন।'

'এসব আমার জানা নেই।'

'কিন্তু আমরা জানব। আজই।' কাপুর উঠে পড়ল। ওসি-কে বাইরে নিয়ে গিয়ে কিছু বলে বেরিয়ে গেল। ওসি ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন। হেসে বললেন, 'আপনার বন্ধু দারুণ লোক। তবে মুশকিল হল, কাপুর সাহেব মচকাবে তবু ভাঙবে না। মিস্টার রায়, আমার কোনও কিছু দরকার নেই—শুধু রিভলবারটা—, ওটা চাই।'

অতীশ অবাক হবার ভান করল, 'কোন্ রিভলবার?'

ওসি জিভে আলতো শব্দ করলেন, 'ঠিক আছে, ওটা যশোবন্তজীর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করব।' এইসময় প্রথমে বসা লোকদুটো ঢুকল।

একজন বলল, 'অনেকক্ষণ বসে আছি স্যার।'

'আমার কিছু করার নেই মিস্টার আগরওলাল।'

'এসব বলে আমাকে ভোলাতে পারবেন না। এর আগে আপনাকে দশ হাজার দিয়েছি, আর কত দিতে হবে বলুন—ঝামেলা শেষ হয়ে যাক।'

ওসি চকিতে অতীশের দিকে তাকাল, 'রায়, আপনি একটু বাইরে যান।'

'কেন?' অতীশের হঠাৎ মজা লাগল।

'এরা একটু প্রাইভেট কথা বলতে চাইছেন।'

'উনি তো বলেই দিয়েছেন, আগে দশ হাজার—।'

'আপনি বাইরে যাবেন কিনা?' ধমকে উঠলেন ওসি।

'কি করে যাই বলুন? কাপুর সাহেব অর্ডার করে গেছেন আমাকে এই ঘরে থাকতে হবে। আদেশ কি করে অমান্য করি বলুন! বেশ, ওঁকে ফোন করুন—উনি যদি বলেন তাহলে নিশ্চয়ই যাব।'

ওসি বললেন, 'আচ্ছা টেটিয়া লোক তো!'

থানায় রাত কাটানোর কোনও অভিজ্ঞতা অতীশের ছিল না। একটার পর একটা কেস আসছে। কেউ আসামী—কেউ অভিযোগকারী। অভিযোগ মানেই পয়সা। যে অভিযোগ করছে তাকেও যেমন টাকা দিতে হচ্ছে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে-ও দিতে বাধ্য হচ্ছে। প্রথম দিকে একটু সঙ্কোচ ছিল অতীশের জন্যে—চোখের সামনে একটা লোক শিবের মত বসে আছে, সব কথা আলোচনা করতে হচ্ছে ঠারেঠুরে, এটা কতক্ষণ পারা যায়! তা শেষপর্যন্ত ওই চোখের পর্দা সরে গেল। বড়বাবু বাড়ি গেলে মেজবাবু এলেন—তাঁর কোনও সঙ্কোচ নেই।

সাত-সাতটা দিন কিভাবে কাটবে ভেবে পাচ্ছিল না অতীশ। নিজেকে বলির পাঁঠার মত মনে হচ্ছিল। যে কোনও মুহূর্তে কেউ একজন এসে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে আর তার বারোটা বেজে যাবে! এই যে সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকা, তা সামান্য কমল একের পর এক মানুষের আনাগোনায়। তাকে শুতে দেওয়া হয়েছিল একটা খাটিয়ায়। ছারপোকার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রথম রাতটা কাটল। যশোবন্ত তার লোক দিয়ে নতুন জামা গেঞ্জি তোয়ালে পাঠিয়েছিল। খাবার টিফিন-ক্যারিয়ারে। কিন্তু দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম পাঠায়নি। পরদিন সকাল থেকেই অস্বস্তি।

সকাল দশটায় কাপুর এল, সঙ্গে কিষেনলাল।

কাপুর জিজ্ঞাসা করল, 'দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা?'

কিষেনলাল বলল, 'আরে হ্যাঁ, ইনিই তো। রাম রাম, আপনাকে দেখে তো মশাই আমার খুনী বলে মনেই হয়নি। একজন খুনীর সঙ্গে হোলনাইট একটা কুপেতে ট্রাভেল করেছি ভাবলেই—।' মাথা নাড়ল লোকটা।

অতীশ প্রতিবাদ করল, 'আপনি আমার বিরুদ্ধে এই প্রচার করেছেন?'

'মানে?' কাপুর জিজ্ঞাসা করল।

'কোনও প্রমাণ আদালতে দাখিল না করে আপনি আমাকে খুনী বলেন কি করে?'

'কথাটা উনি বলেছেন, আমি না।' কাপুর জবাব দিল।

সঙ্গে সঙ্গে কিষেনলাল বলল, 'আরে! আপনি তখন বললেন, রায়বাবু খুন করে দিল্লি থেকে পালিয়েছিল, তাই আমি বললাম!'

কাপুর কিষেনলালের স্টেটমেন্ট রেকর্ড করল। কিষেনলাল বলল, 'দিল্লি স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার একটু আগে যে লোকটা তার কুপেতে ঢুকেছিল তাকে বেশ নার্ভাস লাগছিল।'

অতীশ বলে উঠল, 'যে কেউ নার্ভাস হবে। কুপেতে ঢুকে যা দৃশ্য দেখেছিলাম!'

কাপুর জিজ্ঞাসা করল, 'কি দেখেছিলেন?'

'উনি ওই চেহারা নিয়ে একটি সুন্দরী মহিলাকে চুমু খেয়েই যাচ্ছিলেন। আমি যে ঢুকেছি তা কেয়ারই করছিলেন না।'

কিষেনলাল হাঁ-হাঁ করে উঠল, 'আরে! এ তো অদ্ভুত মানুষ! আমি আমার স্ত্রীকে চুমু খাবো কি খাবো না তাতে আপনার কি? আপনার পারমিশান নিয়ে খাবো?'

'পাবলিক প্লেসে আপনি ওই কাজ করতে পারেন না।'

'পাবলিক প্লেস! এসি ফার্স্ট ক্লাসের কুপে পাবলিক প্লেস হল? যে কোনও বেডরুমের থেকে ওটা প্রাইভেট।' জোর গলায় বলল কিষেনলাল।

কাপুর বললেন, 'রায়, আপনি বাধা দেবেন না। বলুন আপনি।'

কিষেনলাল বলল, 'আর কি বলব? আলাপ হবার পর ড্রিঙ্ক অফার করেছিলাম, বেশি খাননি। মাঝেমাঝেই টয়লেটে যাচ্ছিলেন। কথা কম বলছিলেন। তারপর আমার থার্ড ওয়াইফ বলল উনি একই হোটেলে আছেন। আমি আমার ঘরে ইনভাইট করলাম। সেখানেও ড্রিঙ্ক করেননি।'

'কি কথা হয়েছিল?' কাপুর জিজ্ঞাসা করল।

'ড্রিঙ্ক করার সময় যে কথা হয় তা আমি পরের দিন মনে রাখতে পারি না। তবে এটা মনে আছে, এঁকে খুব ডিস্টার্বড লাগছিল।'

'আপনার স্ত্রীর মনে আছে?'

'থাকতে পারে। আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'আপনার স্ত্রীর শরীর কবে ঠিক হবে?'

'সে আমি কি করে বলব বলুন! আজ সকাল অবধি কিছু বলেনি। আপনি যাওয়ার পরই শরীর বিগড়ে গেল।'

'মিস্টার কিষেনলাল! আমি এই ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে যদি আপনার বাড়িতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলি, তাহলে আপনার আপত্তি হবে?'

'একি বলছেন? এটা তো আমাকে জিজ্ঞাসা না করেও আপনি করতে পারেন!'

স্টেটমেন্টে সই করিয়ে একটা ছোট টেপরেকর্ডার নিয়ে কাপুর বলল, 'চলুন, আপনাকে একবার ওঁর বাড়িতে নিয়ে যাব।'

অতীশ প্রথমে ভাবল প্রতিবাদ করবে। তারপর রাজী হল। সুধা অসুস্থ, না অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে এখানে আসেনি? একমাত্র সুধাই বলতে পারে সে তার হাতে ব্রিফকেস দেখেছে। সে তাকে সাহায্য করবে বলেছিল, সামনে দেখলে কি বিপদে ফেলতে চাইবে? সেইজন্যেই তার যাওয়া উচিত।
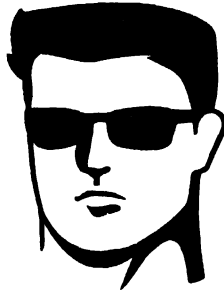
প্রমাণের কোনও রাস্তা সামনে খোলা নেই। কাপুর একটু দিশেহারা অবস্থায় এখন। তার ওপর বড় সাহেব আজ সকালেই তাকে হুঁশিয়ার করেছেন যশোবন্ত সিং সম্পর্কে। ওই লোকটা নাকি মন্ত্রীদের কাছেও চলে যেতে পারে। খবর নিয়ে কাপুর জেনেছে রায়ের আগাম জামিনের জন্যে কালই প্রথম কোর্টে মুভ করা হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তা পেয়েও যায়। এই ব্যাপারটা সত্যি বিস্ময়কর! অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝে গিয়েছে, এই রায় লোকটা বেশ নার্ভাস টাইপের। ওর কোনও ক্ষমতা নেই। যশোবন্তের মদত ছাড়া ও এক পা চলতে পারবে না। একজন বড় শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার মধ্যে বেশ উত্তেজনা আছে কিন্তু পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একাংশ যশোবন্তের হয়ে ইতিমধ্যে যে গান গাইতে শুরু করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই!

প্রমাণ নেই—খুন করতে কেউ দ্যাখেনি। শোভনলালের ব্রিফকেস নিয়ে হোটেল থেকে কেউ যদি ওকে বের হতে দেখত তাহলেই হয়ে যেত। কিষেনলালকে জিজ্ঞাসা করলেই বলছে তার কিছুই মনে পড়ছে না। এখন কাপুরের মনে হচ্ছে, কিষেনলালের স্ত্রীই একমাত্র ভরসা। লুধিয়ানার হোটেলে ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে বেশ রহস্য করে কথা বলেছেন। আমার স্বামী ড্রিঙ্ক করে ঘুমিয়ে পড়লে আপনি কি করতেন? এই প্রশ্ন যে মহিলা করতে পারেন তিনি খুব সাধারণ নন। ব্রিফকেস হাতে উনি নিশ্চয়ই রায়কে দেখেছেন—যে করেই হোক ওঁর স্টেটমেন্ট চাই।

কিষেনলালের বাড়িতে পৌঁছে বাইরের ঘরে বসে সুধাকে খবর পাঠানো হল। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর কিষেনলাল নিজেই গেলেন ভেতরে। এবার সুধা এল, ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, 'আরে মিস্টার রায়, আপনি?'

কিষেনলাল পেছনে ছিল। বলল, 'তোকে তো বললাম, ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে মার্ডার চার্জে! অফিসার তোমার স্টেটমেন্ট চায়!'

অতীশ বলল, 'সরি মিস্টার কিষেনলাল। আমাকে অ্যারেস্ট করা হয়নি।'

কাপুর এসব কথায় কান নি দিয়ে বলল, 'ম্যাডাম, আপনার শরীর খারাপ—আপনাকে ডিস্টার্ব করছি বলে দুঃখিত। রায়কে আপনি চেনেন, ওঁকে প্রথম কোথায় দেখেছিলেন?' টেপরেকর্ডার অন করল সে।

'ট্রেনে।'

'তখন ওর সঙ্গে কি ছিল?'

'ওঁর হাতে স্যুটকেস ছিল।'

'আর কিছু? মনে করার চেষ্টা করুন। একটা ব্রিফকেস—মনে পড়ছে?'

কাপুর বেশ উত্তেজনা নিয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

সুধা তাকাল অতীশের দিকে। তারপর বলল, 'ব্রিফকেস!'

'হ্যাঁ।' কাপুর বলল।

এক-দুই-তিন সেকেন্ডগুলো যেন গোটা পৃথিবীর নিঃশ্বাস আটকে রাখছে বলে মনে হল অতীশের। শেষ পর্যন্ত মাথা নাড়ল সুধা, 'না, মনে পড়ছে না।'

কিষেণলাল বলল, 'তখন কি জানতাম পরে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন তা হলে ঠিক দেখে মনে রেখে দিতাম!'

কাপুর খুব হতাশ হল, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন ব্রিফকেস ওঁর হাতে থাকলেও থাকতে পারে, আপনি মনে করতে পারছেন না! বেশ, আপনার স্বামী বলেছেন, উনি ঘনঘন উঠে টয়লেটে গিয়েছেন, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তখন কি ব্রিফকেস নিয়ে বেরিয়েছেন, খালি হাতে ফিরেছেন, ভেবে দেখুন!' ,

'নাঃ, ওঁর হাতে ব্রিফকেস ছিল না।'

কাপুর এবার সত্যি হতাশ হল। গম্ভীর গলায় বলল, 'সে রাত্রে ঠিক কি কি হয়েছিল, মানে উনি কি কি করেছিলেন সেটা বলুন।'

'উনি যখন কুপেতে ঢুকলেন তখন আমার স্বামী একটু বাড়াবাড়ি করছিলেন। আমি ওঁর তৃতীয় স্ত্রী বলেই বাড়াবাড়ি!' হাসল সুধা।

অতীশ বলল, 'কাপুর সাহেব, জিজ্ঞাসা করুন, আগের দুটো বিয়ে ডিভোর্স হয়েছে কিনা, নইলে এটা হাইলি ইল্‌লিগ্যাল!'

'ওটা আপনার বিষয় নয়। আপনি চুপ করুন।'

'উনি এলেন। কিষেনলালজী আলাপ করলেন। আমার মনে হল লোকটি বেশ গম্ভীর। কথা বলতে ইচ্ছুক নন। ওকে হুইস্কি অফার করা হল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা নিলেন। কিষেনলালের সেন্স একটু বেশী মদ পড়লেই চলে যায়। সে রাতেও গিয়েছিল। মাঝে দু'তিনবার বাইরে গিয়েছিলেন। আমার একার পক্ষে কিষেনলালের শরীর ঠিক করে শুইয়ে দেওয়া সম্ভব নয় বলে উনি সাহায্য করেছিলেন। তারপর আমাকে অবাক করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।' সুধা বলল।

'অবাক করে কেন?' কাপুর জানতে চাইল।

'মদের গ্লাস হাতে বেশীরভাগ পুরুষ এমন পরিস্থিতিকে কাজে লাগায়। উনি ভদ্রলোক বলে কাজে লাগাননি। সকালে স্টেশনে নেমে উধাও হয়ে যান—ব্যাস!'

আরও কিছু প্রশ্ন করার পরেও তেমন কোন তথ্য পেল না কাপুর। তারপর সে সরাসরি জিজাসা করল, 'কিষেনলালজী, আপনি তিনটে বিয়ে করেছেন? এগুলো কি

আইনসম্মত?'

'বিলকুল।' কিষেণলাল মাথা নাড়লেন।

'আগের স্ত্রীদের আপনি ডিভোর্স করেছেন?'

'আমার প্রাইভেট ব্যাপারে আপনি হাত দিচ্ছেন কেন স্যার?'

'প্রাইভেট ব্যাপার! আপনি একটার পর একটা বিয়ে করলে সেটা আর প্রাইভেট ব্যাপার থাকে না। এর জন্যে আপনার জেল হবেই—ম্যাডাম, আপনিও রেহাই পাবেন না।'

'ও আমাকে বিয়ে করেছে। আমি তো ওকে বিশ্বাস করেছি।' সুধা বলল।

কিষেনলাল মাথা নাড়ল, 'ঠিক। আগের দুটো বিয়ে ডিভোর্স না করে কেন থার্ড টাইম বিয়ে করব? আমি কি পাঁঠা? সব পেপার আমার কাছে আছে।'

'তবে যে আপনি বলেছেন লুধিয়ানায় আপনার দুই স্ত্রী দুই বাড়িতে থাকেন! তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আপনি প্রায়ই যান! বলেননি?'

'সেটা সত্যি কথা। সুধাকে নিয়েই যাই। সুধা হোটেলে থাকে। আমি একরাত এর কাছে, অন্যরাত ওর কাছে থাকি।'

'সেটা আপনি পারেন না।'

'আরে মশাই, ওরা তো একা থাকে না। বাচ্চারা বড় হয়েছে, তারাও থাকে। পুরনো সম্পর্ক রিনিউ করলে সবাই খুশি হয়। আমার প্রথম বউ-এর কাছে যাওয়া বেআইনি এটা আগে প্রমাণ করুন তারপর না হয় ভাবা যাবে।' কিষেনলাল সাফ জানিয়ে দিলেন।

ফেরার পথে কাপুর বিড়বিড় করছিল, 'অদ্ভুত! এটা ভারতবর্ষ বলেই সম্ভব!'
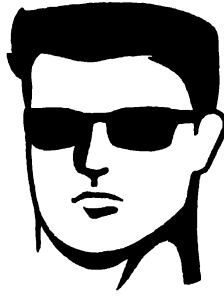
সাতটা দিন কেটে গেল। এই সাতদিনে ওসি প্রায় বন্ধু হয়ে গেল অতীশের। লোকটা যে কি পরিমাণে পয়সা কামাচ্ছে তা এখন অতীশের জানা। আর জানে বলেই সম্পর্ক সহজ। ভদ্রলোক শেষপর্যন্ত বললেন, 'আরে মশাই, আপনাকে আমাদের পুরো ডিপার্টমেন্ট ব্যাক করছে, কাপুর আর কি করবে! শুধু আমার কথাটা ভাববেন। রিভলবারটা আমায় দিন—রিভলবার জমানো আমার হবি।

সপ্তম দিনে যশোবন্ত এল। ওসি তাকে সাদরে বসাল।

যশোবন্ত বলল, 'কাপুর সাহেব কোথায়? কেউ কি অভিযোগ করেছে বা কোন প্রমাণ?'

'না, না। কোন প্রব্লেম হয়নি।'

'তা হলে কোর্টকে কি বলছেন?'

'বলতে হবে তদন্ত চলছে।'

'তার চেয়ে বলে দিন আসামী বিদেশে চলে গেছে।'

'বিদেশে?'

'হ্যাঁ। কোর্ট আপনাদের আর চাপ দিতে পারবে না।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে তো আসামীর নাম দিতে হবে!'

'দেবেন। ভারতবর্ষে কোটি কোটি নাম রয়েছে। এটা করলে কেউ আর তাগাদা দেবে না। নিশ্চিত থাকতে পারবেন। তা হলে আমরা যেতে পারি?'

'হ্যাঁ।'

'কাপুরসাহেবের অনুমতি লাগবে নাকি?'

'না-না, উনি বলে দিয়েছেন।' ওসি উঠে দাঁড়ালেন, 'মিস্টার রায়, আমারটা—।'

যশোবন্ত অতীশের দিকে তাকাল। অতীশ বলল, 'রিভলবার!'

'ওহো, ওটা রেখে তুই কি করবি? বিলিতি জিনিস। দু লাখের ওপর দাম। ইনি চাইছেন, এঁকে দিয়ে দে। তোর সঙ্গে আছে?'

'না, স্যুটকেসে।'

ওসিকে নিয়ে ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। গাড়ির ডিকি খুলে স্যুটকেস থেকে রিভলভার বের করল অতীশ। যশোবন্ত সেটা নিয়ে রুমালে ভাল করে মুছে রুমালসুদ্ধ

ওসির হাতে তুলে দিল। ওসি বলল, 'দারুণ জিনিস!'

'হ্যাঁ, দারুণ।' যশোবন্ত উত্তর দিল।

যশোবন্ত ওকে নিয়ে এল সেই ক্যাপিটাল হোটেলে। অতীশের নামে ঘর বুক করে বলল, 'বন্ধু এখন থেকে তুমি মুক্ত। এই কপিটা রাখো। তোমার আগাম জামিনের অর্ডার।'

'কিন্তু এর ফয়সালা—।'

'হবে না। অন্তত বিদেশ থেকে আসামী না ফেরা পর্যন্ত। তুই বিশ্রাম কর। কাল ভোরে তোকে আমার সঙ্গে একটা জায়গায় যেতে হবে।' অর্ডারের কপিটা ধরিয়ে দিয়ে যশোবন্ত চলে গেল।

স্নানখাওয়া শেষ করে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল অতীশ। আঃ, আজ থেকে সে প্রায় মুক্ত! প্রায় ব্যাপারটা যদিও একটা খুঁত রেখে দিল—যাক গে, এখন তাকে পাহারা দেবার কেউ নেই। দিল্লিতে যেদিন এই হোটেলে এসেছিল শোভনলালের সঙ্গে তখন কে জানত এত দুর্ভোগ তার কপালে আছে! অনেক—অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। অনেক টাকা, মানসম্মান, সম্পর্ক। হ্যাঁ, বনানীর সঙ্গে সম্পর্কটা আবার সহজ হবে কি না কে জানে!

এসব চিন্তা অবশ্য পরে করা যাবে। এখন আরামসে একটা ঘুম দরকার। হঠাৎ তার মনে পড়ল সুধাকে। সুধা যদি মিথ্যেকথা না বলত, তাহলে কাপুরের হাত থেকে সে ছাড়া পেত না। সুধাকে তার কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার।

অতীশ উঠল। স্যুটকেস খুলে সুধার দেওয়া কার্ড বের করে ওই নাম্বারের টেলিফোনের বোতাম টিপল। বাজছে—তারপরই সুধার গলা, 'হ্যালো!'

'এখন কেমন আছেন? শরীর ভাল?'

'আমি তো কখনই খারাপ ছিলাম না! কে আপনি?'

'আমি অতীশ রায়।'

'আ-চ-ছা!'

'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনার ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না।'

'কোত্থেকে কথা বলছেন?'

'ক্যাপিটাল হোটেল। রুম নাম্বার তিনশো এগার।'

'ওরা আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, এখন আমি মুক্ত।'

'ঠিক আছে, আমি আসছি।'

সুধা আসছে! এই প্রথম শিহরণ অনুভব করল অতীশ। কেন আসছে? ঘুম মাথায় উঠল। সুধা যে তাকে পছন্দ করছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বনানী? দূর! কি আজে-বাজে কথা ভাবছে সে!

বনানী তাকে চিরকাল খুনী বলে মনে করবে? হ্যাঁ, খুন সে করেছে। যশোবন্তের চেষ্টায় সে এখনও আইনের চোখে খুনী না হলেও সত্যিটা সত্যি থেকেই যাচ্ছে। যে কেউ এ কথা জানবে সে-ই তার দিকে ভয়ের চোখে তাকাবে। খুনীকে কেউ কি বিশ্বাস করে? সে নিজে কি করত?

সুধা এল ঘণ্টাখানেক বাদে। পরণে সাদা শাড়ি, সাদা জামা। দরজা খুলে মুগ্ধ হয়ে গেল অতীশ। সুধা সেটা লক্ষ্য করল।

একটুও ভূমিকা না করে সুধা বলল, 'আমি আপনাকে কেন বাঁচালাম তা নিয়ে নিশ্চয়ই খুব ভাবছেন! আপনাকে যখন প্রথম দেখি তখনই মনে হয়েছিল আপনি খুব ডিস্টার্বড আছেন। খুব প্রব্লেমে পড়েছেন। এমন কোন অন্যায় করেছেন যে পালানো ছাড়া পথ নেই। আপনাকে আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনি স্বীকার করেননি, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনাকে আমার ভাল লেগে গিয়েছিল।'

'আমি জানি সুধা।'

'এখন জানলাম আপনি খুন করেছেন!'

'কিন্তু সেটা হঠাৎই। রাগের মাথায়। আমি ইচ্ছা করে কিছু করিনি।'

'আপনি তো বিবাহিত?'

'হ্যাঁ।'

'সেই ভদ্রমহিলা কোন অন্যায় করেননি। তাই তাকে দুঃখ দিয়ে আপনাকে আমার সঙ্গে থাকতে বলতে পারি না। ঠিক কিনা?'

'না—মানে—।'

'এখানে কোন না নেই। আপনি অবিবাহিত হলে না হয় ভাবা যেত!'

'তা হলে তুমি কেন এলে?'

'আপনাকে ঋণমুক্ত করতে।'

'কিভাবে?'

'আপনি একটা খুন করেছেন, কিষেনজী বলল আপনি আগাম জামিন নিয়েছেন—। এই অবস্থায় আর একটা খুন করলে পুলিশ আপনাকে সন্দেহ করবে না?'

'তার মানে?' চমকে উঠল অতীশ।

'একটা খুন করার পর আপনার নার্ভ নিশ্চয়ই আর সাধারণ মানুষের মত নেই। যতক্ষণ কেউ খুন করছে না ততক্ষণ সে একরকম, কিন্তু একটা খুন করলে দশটা খুন করা তার কাছে জলের মত সহজ!'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?' তুমি থেকে আপনিতে উঠে গেল অতীশ অজান্তেই।

'আমার ঋণ শোধ করতে আপনি আর একটা খুন করবেন!'

'আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?' চেঁচিয়ে উঠল অতীশ।

'নাঃ, খুব ঠাণ্ডা মাথায় বলছি। বেশ কিছুদিন ধরে আমি আপনার মত একটা

লোকের উপকার করতে চাইছিলাম যে আমার কথা শুনবে—'

'আপনি কাকে খুন করাতে চান?'

'সেটা পরে বলব—আগে আপনি রাজী হন।'

'আমার পক্ষে রাজী হওয়া সম্ভব নয়।'

'তাহলে কাপুরকে ডেকে নতুন করে স্টেটমেন্ট দিতে হয়।'

'তাহলে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছেন!'

'কথাটা সত্যি—খুব সত্যি।'

অতীশ অসহায় চোখে তাকাল। সুধা হাসল, 'যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের কত খুন করতে হয়—মনে করুন আপনি একজন সৈনিক, আমার হয়ে যুদ্ধ করছেন।'

অতীশ মাথা নাড়ল, 'না। আমাকে দিয়ে ওই কাজ আর হবে না।'

সুধা বলল, 'বেশ। মুখের ওপর যখন না বলেই দিলেন তখন আর এখানে কি করব? চললাম—' সে দরজার দিকে এগোল।

অতীশ ডাকল, 'শুনুন!'

সুধা দাঁড়াল। অতীশ বলল, 'আপনি জেনেশুনে আমাকে এই বিপদে ফেলছেন কেন?'

সুধা বলল, 'বিপদ আপনিই ডেকে আনছেন। আপনি আপত্তি জানিয়ে দেওয়ায় আমি তো কিছু বলিনি—চলেই যাচ্ছি।'

অতীশ এগিয়ে এল। দুহাতে সুধার দুটো কাঁধ ধরল, 'সুধা, প্লিজ!'

'আমি আমার প্রেমিক ছাড়া কাউকে আমার কাঁধ স্পর্শ করতে দিই না। আপনাকে কি আমার প্রেমিক বলে ভাবতে পারি?' সুধার চোখ ছোট হল।

'হ্যাঁ—ইয়েস!' কথা খুঁজে পাচ্ছিল না অতীশ।

বাঁ হাত তুলে অতীশের গাল স্পর্শ করল সুধা, 'তাহলে রাজী হয়ে যাও। প্রেমের জন্যে মানুষ কত কি করে, তুমি ওই সামান্য কাজটা করতে পারবে না?'

'তারপর?'

'তারপর আমাদের সামনে গোটা জীবন পড়ে থাকবে। আমি আর কারও দ্বিতীয় স্ত্রী হতে রাজী নই, কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা অটুট থাকবে—রাজী?'

'আমার—আমার ভয় করছে।'

'কোন ভয় নেই।' সুধা হাসল, 'আমি তো আছি। শোন, আগামী সপ্তাহে আমরা মুম্বই যাচ্ছি। এ সি স্লিপারের চারটে বার্থ ও কিনে নিয়েছে। বলছে, কোন লোক নেবে না। তুমি ওই ট্রেনে উঠবে—সেকেণ্ড ক্লাসে। রাত্রে ট্রেন কোন স্টেশনে থামলে এ সি কোচে চলে আসবে। কোন্ স্টেশনে আসতে হবে আমি টাইম টেবিল দেখে বলে দেব। রাত সাড়ে নটার মধ্যে। তারপর আসতে গেলে কণ্ডাক্টর গার্ডের নজরে পড়ে যাবে। ওই সময়ে যাতে ওর অবস্থা মদের কল্যাণে কাহিল হয়ে থাকে সেই ব্যবস্থা আমি করব। আমি তখন কূপ থেকে বেরিয়ে কন্ডাক্টার গার্ডের সঙ্গে কথা বলব। তুমি কাজ শেষ

করে বেরিয়ে যাবে। সেকেণ্ড ক্লাস, তবু নিজের নামে টিকিট কেটো না। রিভলবারের দরকার নেই। তুমি একটা ধারালো সরু ছুরি ব্যবহার করবে।' ব্যাগ খুলল সুধা, 'এটা রাখো।'

'কিষেণলাল—?' অস্ফুটে নামটা উচ্চারণ করল অতীশ।

'হ্যাঁ! আই ওয়ান্ট টু গেট রিড অফ হিম! আর পারছি না!'

'কিন্তু যদি ধরা পড়ে যাই?'

'বোকামি না করলে ধরা পড়বে না। তোমাকে কেউ সন্দেহ করবে না। পাঁচ মিনিট আমি বাইরে থাকব। তার মধ্যেই তোমাকে এ সি কোচ থেকে নেমে সেকেন্ড ক্লাসে ফিরে যেতে হবে। আর হ্যাঁ, অন্তত দু মাসের মধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে না। ও-কে?' সুধা একটা লম্বা প্যাকেট ওর হাতে দিল।

হঠাৎ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল অতীশ, জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি?'

'খুলে দেখো।' সুধা ওর বাঁ হাত ধরল, 'যোগাযোগ করব—চললাম।'

দরজা বন্ধ করে প্যাকেটটা খুলল অতীশ। সরু লম্বা মেটালের বাক্স। বাক্স খুলতেই জিনিসটা দেখতে পেল। আধ ইঞ্চি চওড়া সরু পাতলা অথচ প্রচণ্ড শক্ত আর ধারালো ইস্পাতের ফলার এক প্রান্তে হাতল রয়েছে। হাতলে হাত রেখে বাইরে বের করতেই সেটা ঝকমকিয়ে উঠল। এই বস্তু যে কোন মানুষের শরীরে সামান্য চাপ দিলেই পুরোটা ঢুকে যাবে।

ছুরিটা হাতে নিয়ে সে চারপাশে তাকাল। এবং তখনই আয়নায় নিজেকে দেখতে পেল। হাসল সে—অবিকল একজন খুনীর হাসি। খুব তৃপ্তি লাগল। অস্ত্রটাকে বাক্সে ঢুকিয়ে শুয়ে পড়ল অতীশ। সুধা যা বলে গেল সেটা করা কিছুই না। ওইরকম বিশাল লাশ সুধাকে সারাজীবন বন্দী করে রাখবে এটা হতে দেওয়া যায় না। ক্রমশ নিজেকে বেশ শক্তিমান বলে মনে হচ্ছিল তার।
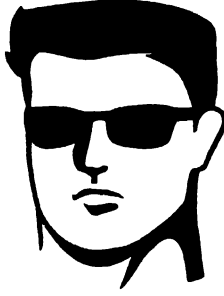
পরদিন সকালে যশোবন্ত এল। বলল, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে—যেতে হবে।'

'কোথায়?' গম্ভীর গলায় বলল অতীশ।

গলার স্বরে ঈষৎ অবাক হল যশোবন্ত। বলল, 'একটা কর্তব্য করতে।'

'দ্যাখ ভাই, আমি আর কোন কর্তব্য করতে পারব না। প্রচুর হয়েছে। এবার আমি কলকাতায় ফিরে যেতে চাই। তবে আরও কয়েকটা দিন দিল্লিতে থাকতে হবে।'

'দিল্লিতে থাকতে হবে কেন?'

'সব ব্যাপারে প্রশ্ন করিস কেন? আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে।'

'ও!' যশোবন্ত এমন ভাবে তাকাল যে অতীশ হঠাৎই মিইয়ে গেল। সুধা চলে যাওয়ার পর থেকে যে জোর সে পাচ্ছিল তা মুহূর্তেই উধাও। অতীশ বলল, 'অবশ্য তুই আমার যে উপকার করেছিস তা আমি কখনও ভুলব না। অবশ্য তোকে আমি ওই কারণে টাকাও দিয়েছি।'

যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কি হয়েছে?'

'আমার? আমার কি হবে?'

'তাহলে তৈরি হয়ে নে।'

'কিন্তু কোথায় যাব সেটা আমার জানা দরকার।'

'পুলিশ হাত গুটিয়ে নিয়েছে জানামাত্র আমার ওপর তোর বিশ্বাস চলে গেল?'

'না। তখন আমি এত নার্ভাস ছিলাম যে তুই যা বলেছিস মেনে নিয়েছি।'

'এখন তাহলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিস! কিন্তু তোকে যেতে হবে।'

'তুই জায়গাটার নাম বলতে চাইছিস না কেন?'

'শুনবি? চণ্ডীগড়—'

'চণ্ডীগড়!' চমকে উঠল অতীশ।

'তৈরী হয়ে নে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে যে গাড়িতে সে উঠল তার পেছনে আরও একটা গাড়ি। পেছনের গাড়িতে মানুষের সংখ্যা পাঁচ। কয়েক ঘণ্টার রাস্তা, কিন্তু তেমন কোন কথা বলেনি যশোবন্ত। এত লোকজন নিয়ে সে কেন চণ্ডীগড়ে যাচ্ছে তার ব্যাখ্যাও করেনি। কিন্তু চণ্ডীগড় শহরে ঢোকার মুখে যশোবন্ত বলল, 'শোভনলালকে তুই খুন করেছিস,

যে তোকে ঠকাচ্ছিল তাকে শাস্তি দিয়েছিস—এতে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু শোভনলালের স্ত্রী তো কোন দোষ করেনি! আমরা ওর ওখানে যাচ্ছি।'

'তোর কি মাথাখারাপ হয়েছে?'

'না, ঠিক আছে। পাঞ্জাবের ছেলে বাপের খুনের বদলা নেবে না, এ হতে পারে না!'

'তার মানে?'

'বাপ খুন হল। সঙ্গে সঙ্গে অতগুলো টাকা চাপে পড়ে খুনীকে দিয়ে আসতে হল। ভয়ের চোটে কোন এফ-আই-আর দূরের কথা, স্টেটমেন্ট পর্যন্ত দেওয়া গেল না, সুন্দরলাল এটা হজম করবে বলে ভেবেছিস? ও যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন বাপের খুনের বদলা নেবার কথা ভাববে। আইনের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারিস, কিন্তু ওর হাত থেকে কলকাতায় ফিরে গিয়েও নিস্তার পাবি না।'

অতীশ চুপ করে গেল। এটা সে ভাবেনি। এবং মনে হয়েছিল ছেলেটা ওর বাপের কাজকর্মের জন্যে অনুতপ্ত। যশোবন্ত তাকে ভয় দেখাচ্ছে না তো! খুব অস্বস্তি হচ্ছিল অতীশের। কি করবে ঠাওর করতে পারছিল না।

শোভনলাল বিশাল বাড়ি বানিয়েছিল। বাড়ির বাইরে লন, গেট। সেই গেট দিয়ে দুটো গাড়ি ঢুকে থামতেই পেছনের গাড়ির লোক ঝটপট বেরিয়ে পজিশন নিয়ে নিল। অতীশ বুঝল—এরা প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

খবব পেয়ে সুন্দরলাল বেরিয়ে এল শুকনো মুখে। যশোবন্ত ওর কাঁধে হাত রাখল, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই ভাই। আমরা তোমার মায়ের সঙ্গে দু মিনিটের জন্যে দেখা করতে চাই—স্রেফ দু মিনিট। তুমি ওঁকে আসতে বল।'

সুন্দরলাল মাথা নাড়ল, 'এ সবের মধ্যে ওঁকে টানছেন কেন?'

'দরকার আছে। মনে রেখো ওঁর ইজ্জত আমার মায়ের ইজ্জত—যাও।'

বসার ঘরে ওদের দুজনকে বসিয়ে সুন্দরলাল ভেতরে চলে গেল। মিনিট খানেক বাদে ফিরে এল সে। পেছনে সাদা পোশাকপরা একজন বয়স্কা মহিলা এবং একটি অল্পবয়সী মেয়ে। অতীশ তাকাল। সুন্দরলালের মাকে সে এর আগে একবারই দেখেছিল। কলকাতায় গিয়েছিল শোভনলালের সঙ্গে। বনানীর সঙ্গেও তখন আলাপ হয়েছিল। ভদ্রমহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন, কথা বললেন না।

যশোবন্ত বলল, 'অতীশ, ভাবীর কাছে ক্ষমা চা।'

ক্ষমা? অতীশ এটা আশা করেনি। স্বামীকে খুন করে তার বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর কাছে কেউ কখনও ক্ষমা চেয়েছে? তবু সে উঠল। হাতজোড় করে বলল, 'যা হয়ে গিয়েছে তার জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত। এরকম যে ঘটবে তা আমি নিজেই জানতাম না। আপনার স্বামী আমাকে সর্বস্বান্ত করছেন জেনে আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। তারপর থেকে আমি অনুতাপে জ্বলছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করছেন। যে ক্ষতি আপনার হোল তা পূর্ণ হবে না। কিন্তু যদি কখনও কোন ব্যাপারে আমার সাহায্য দরকার হয় জানবেন আমি তৈরী।'

ভদ্রমহিলা তেমনি পাথরের মত দাঁড়িয়ে। অতীশ হঠাৎই আবেগে আক্রান্ত হল। তার মনে হল সে নিজের মনের কথা বলতে পেরেছে। সুন্দরলালকে অতীশ বলল, 'তুমি আমার ছেলের মত। আমি তোমার ক্ষতি করেছি—বল, কি শাস্তি দেবে?'

এবার মহিলা কথা বললেন, 'শাস্তি দেবার ও কেউ নয়। মাথার ওপরে যিনি আছেন তিনি যা ভাল মনে করেন তাই হবে।'

কথাগুলো বলে ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন। যশোবন্ত উঠে দাঁড়াল, 'ঠিক আছে, এবার যাওয়া যাক।'

অতীশ লক্ষ্য করল সুন্দরলাল তাদের এগিয়ে দিতে এল না। ছেলেটার দিকে তাকাতে তার সাহস হচ্ছিল না—কিরকম শীত-শীত করছিল।

গাড়িতে উঠে যশোবন্ত বলল, 'হয়তো বালির বাঁধ দিয়ে জল আটকাবার চেষ্টা, তবু চেষ্টাটা করে রাখা হল। তুই আর কলকাতায় থাকিস না।'

'সেকি! কোথায় যাব?'

'যেখানে হোক।'

'আশ্চর্য! সেখানে গিয়ে আমার চলবে কি করে?'

'নতুন কোন ব্যবসা শুরু কর। তোর অতীশ রায় আইডেন্টিটা নষ্ট করে ফেল।'

'আর আমার স্ত্রী?'

'তিনি যদি তোর সঙ্গে যেতে রাজী হন, তাহলে কোন সমস্যা নেই।'

'ব্যবসা শুরু কর বললেই করা যায় না! ব্যবসা কিসের, ক্যাপিটাল কত লাগবে এসব সমস্যা রয়েছে। না, এ হয় না।'

'না হলে তোর জীবন কিন্তু যে কোন মুহূর্তে বিপন্ন হতে পারে। পুলিশ হয়তো কেসটা নিয়ে ঝামেলা করবে না, কিন্তু সুন্দরলাল তোকে ছাড়বে না। একটা পথ অবশ্য আছে—।' যশোবন্ত থামল।

'কি পথ?'

'সুন্দরলালকেও শেষ করে দেওয়া। ওর ভাই নেই, বিয়েও করেনি তাই প্রতিশোধ নিতে কেউ কলকাতায় যাবে না।' যশোবন্ত বলল।

'পাগলের মত কথা বলিস না!'

'তাহলে তুই এক কাজ কর। মেঘালয়ে চলে যা।'

'মেঘালয়ে?'

'হ্যাঁ, ওখানে আমি দুটো হোটেল খুলতে যাচ্ছি—তুই আমার ওয়ার্কিং পার্টনার হয়ে যোগ দে। ব্যাপারটা তুই আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না।'

'মেঘালয়ের কোথায়?'

'শিলং-এর হোটেল তৈরি হয়ে গেছে। এমাসেই চালু হবে। আর একটা সাইট দেখা হয়েছে—প্ল্যান অ্যাপ্রুভ করলেই কাজ শুরু করব।'

অতীশ ভাবল। কলকাতায় ফিরে গেলে অনেক অনিশ্চয়তা। শোভনলাল তার

প্রফিটের টাকা মেরে চলে গেল। নতুন করে আর শুরু করা তার পক্ষে কি সম্ভব হবে? তার চেয়ে যশোবন্তের প্রস্তাব অনেক লোভনীয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিক আছে, আমি জান লড়িয়ে দেব—কিন্তু আমার পার্সেন্টেজ কি হবে?'

'আমার সেভেন্টি, তোর থার্টি।' হাত বাড়াল যশোবন্ত।

অতীশ হাত মেলালো, 'ডান!'

দিল্লীতে পৌঁছে হোটেলে উঠল না যশোবন্ত। সেই পুরনো গেস্ট হাউসে নিয়ে এল। প্রশ্ন করলে জবাব দিল, 'হোটেলের চেয়ে খারাপ থাকবি না। শোন, তুই কাল সকালের ফ্লাইটেই গৌহাটি চলে যাবি। ওখানে তোকে নিতে একজন আসবে। সে অবশ্য জানে আমি যাচ্ছি। আমি তোর পরিচয় দিয়ে কাগজপত্র তৈরী করে দেব।'

'কালই?' চমকে গেল অতীশ।

'কেন, এখানে কি রাজকাজ তোর আছে?'

'আছে—'

'সেটা কি, বল?'

'তোকে বলা যাবে না। আমি একজনের কাছে ঋণী, ঋণটা চুকিয়ে দিতে চাই।'

'তা যদি বলিস, ঋণ তো আমার কাছেও আছে। তুই না গেলে অন্য কাউকে আমাকে পাঠাতে হবে। সেক্ষেত্রে অফারটা আর থাকবে না।'

অতীশ সুধার মুখ মনে করল। সে যদি ওই কাজ না করে, তাহলে সুধা স্বচ্ছন্দে কাপুরকে ডেকে নতুন স্টেটমেন্ট দিতে পারে। সমস্যাটার কথা যশোবন্তকে বলাও যাচ্ছে না। সে ভাবল সুধার কাছে কয়েকদিন সময় চাইবে—গৌহাটি থেকে ফিরে এসে—! অতীশ মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। ব্যবসার ডিড হবে না?'

'আলবৎ হবে। রাজী?'

'রাজী।'

'শোন, যে লোকটা এয়ারপোর্টে আমাকে নিতে আসবে তাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। শিলং-এর হোটেলটা তৈরীর দায়িত্ব ওকে দিয়েছিলাম। কথা ছিল ও আমার ওয়ার্কিং পার্টনার হবে। হোটেলটা তৈরী করতে যা খরচ হয়েছে তার ওপর বারো লাখ ও জলে দিয়েছে। আমি ওকে সাবধান করেছি কিন্তু ও স্বীকার করেনি। এই যে আমি কাল হোটেলে যাচ্ছি সেটা ওর ভাল লাগছে না। গৌহাটি থেকে শিলং অনেকটা রাস্তা। পথে কোন অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেলে কিছু করার নেই।'

'তার মানে?'

'আমার বদলে তুই যাচ্ছিস—আমি চাই অ্যাকসিডেন্টটা হোক!'

'কিভাবে?'

'সেটা তোকে ভেবে বের করতে হবে।'

'তার মানে তুই লোকটাকে খুন করতে বলছিস?'

'তুই আর আমি তাই জানবো, লোকে জানবে—অ্যাকসিডেন্ট!'

'অসম্ভব।' চিৎকার করে উঠল অতীশ।

'চিৎকার করছিস কেন?'

'তোরা কি ভেবেছিস? রাগের মাথায় আমি একটা খুন করে ফেলেছি বলে—না, অসম্ভব। যশোবন্ত, আমি পেশাদারী খুনী নই!'

'আমি জানি।'

'তাহলে?'

'আমার উপকার করবি না? ভারতবর্ষের যে কোন প্রান্তে কাউকে খুন করানো আমার পক্ষে সহজ কাজ। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি চাই না অন্য কাউকে দিয়ে কাজটা করাতে—সেই লোকটা সাক্ষী থেকে যাবে, ওটা খুব বিশ্রী ব্যাপার। তুই যদি কাজটা করিস তাহলে কোন দুশ্চিন্তা থাকে না। তাছাড়া তোকে পার্টনার করতে হলে ওর যাওয়া দরকার।'

'অসম্ভব।'

'এমন ভাব করছিস যেন তুই সতীসাবিত্রী! আমি যে এত করলাম তার কোন দাম তোর কাছে নেই? নিজের স্বার্থ আগে দেখছিস?'

অতীশ দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইল।

যশোবন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, 'তখন তুই তোরা বললি—আর কে তোকে এমন কাজ করতে বলেছে?'

'সুধা।' মুখফসকে বেরিয়ে গেল।

'সুধা? কে সুধা?'

'কিষেনলালের থার্ড ওয়াইফ।'

'ওহো! সাবাস! সেই মহিলার সঙ্গে এত দোস্তি তোর কি করে হল?'

'হয়েছে। মহিলা কাপুরকে আমার বিরুদ্ধে বলতে পারতেন, আমার হাতে যে শোভনলালের ব্রিফকেস ছিল সেটা উনি দেখেছেন। বলেননি—আমাকে বাঁচিয়েছেন। তার বদলে ওই কাজটা করে দিতে হবে।'

'কবে?'

'তারিখটা বলেনি।'

'টেলিফোনে জিজ্ঞাসা কর।'

'তারপর?'

'তারপর দেখা যাবে।' যশোবন্ত বেরিয়ে গেল।

রাত দশটার পর ফোন করল অতীশ। তৃতীয়বার রিঙ্ হবার পর সুধা ধরল।

'আমি অতীশ।'

'আরে! আজ সারাদিন আপনি কোথায় ছিলেন?'

'একটু কাজে বেরিয়েছিলাম।' অতীশ গম্ভীর গলায় বলল, 'কবে যাচ্ছো?'

'নাঃ, যাওয়া হবে না।' সুধা খুব স্বাভাবিক গলায় বলল। অতীশের মনে হল তার ফুসফুসে নতুন বাতাস লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

'আপনাকে আমি আজ তিনবার ওই হোটেলে ফোন করেছি। আমার স্বামী খুব অসুস্থ। আজ সারাদিন আমি নার্সিংহোমে ছিলাম। ওর কিডনি ফেইল করেছে। লিভার তেমন কাজ কছে না। ডাক্তাররা বলেছেন খুব চেষ্টা করছেন, কিন্তু—।'

'তাহলে আপনাদের যাওয়া হচ্ছে না?'

'এই অবস্থায় কেউ যায়? গতকাল বিকেল থেকে ওর কী যন্ত্রণা, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।'

'তাহলে—?'

একটা হাসি কানে এল। আলতো করে 'গুড নাইট' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল সুধা। অতীশ চোখ বন্ধ করল। একটা পাহাড় যেন সামনে থেকে সরে গেল।

গেস্টহাউসের বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছিল না। শোভনলাল যখন তাকে বঞ্চিত করার জন্যে মরীয়া হয়েছিল তখন তার মনে হয়েছিল আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। সেইসময় রিভলবার দেখে তার বোধবুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছিল—এখন সেই আত্মহত্যাই তাকে করতে হচ্ছে। একটা খুন কবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আর একটা খুন করে। যতই আপত্তি করুক কেউ শুনবে না। এটা আত্মহত্যা ছাড়া আর কি? শরীর থাকবে কিন্তু প্রত্যেকবার মরে বাঁচতে হবে। আগামীকাল যশোবন্ত তাকে গৌহাটি পাঠাবেই। পথে তাকে একটা লোককে খুন করতে হবে। আশ্চর্য! অতীশ ঘুমাতে পারছিল না।

যশোবন্ত এল ভোরবেলায়। সঙ্গে একটা ফাইল। অতীশকে কাগজপত্র বোঝাতে লাগল সে। কিছুই মাথায় ঢুকছিল না তার। জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোর?'

'গৌহাটি যাওয়ার আগে আমি একবার কলকাতায় যেতে চাই।'

'কেন?'

'আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে।'

'সেটা শিলং থেকেও যেতে পারিস।'

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল অতীশ, 'আমি কি তোর চাকর যে যা বলবি তাই শুনতে হবে?'

'সাবাস! হ্যাঁ, যা বলব তাই শুনতে হবে তোকে।'

'নো—আর নয়। আমাকে আমার মত থাকতে দে।'

'তাহলে তুই গৌহাটি যাচ্ছিস না?'

'না।'

'আমার ওয়ার্কিং পার্টনার হবি না?'

'প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দে।'

'যদি না দিই?'

অসহায় চোখে তাকাল অতীশ। মুহূর্তেই তার কাছে যশোবন্তের মুখ বদলে শোভনলালের হয়ে গেল। শোভনলালও ওই ভঙ্গীতে কথা বলেছিল তার সঙ্গে।

'দিবি না?' হিসহিস শব্দ বের হল কথাগুলোর সঙ্গে।

'না। তাহলে আমি পুলিশের কাছে সারেন্ডার করব!'

'না, সেটা করতে দেব না। তুই এখন আমার অনেক কিছু জেনে গিয়েছিস। পুলিশ সেসব কথা তোর পেট থেকে টেনে বের করবে। আর সারেন্ডার যদি করতেই হয় খুনের দিন করলি না কেন? অনেক ঝামেলা বেঁচে যেত তাতে। আমি তোর কারবার দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। সুধা ব্ল্যাকমেইল করছে বলে তার স্বামীকে খুন করতে রাজী হলি, আর আমার বেলায় মেজাজ দেখাচ্ছিস!

'সুধার স্বামী এখন নার্সিংহোমে। হয় তো বাঁচবে না।'

'তাই সুধা তোকে রেহাই দিয়েছে! ঠিক আছে। তুই আমার কথা রাখ—একবার শিলং যা। তোকে কোন অ্যাকসিডেন্ট করাতে হবে না। শিলঙে গিয়ে যদি তোর সব দেখেশুনে ভাল লাগে, তাহলে আমাকে ফোন করিস। রাজী হলে আমি সেখানে গিয়ে তোর সঙ্গে কন্ট্রাক্ট ফাইন্যাল করব।'

'কাউকে খুন করতে হবে না?'

'না—প্রমিস!'